কর্পোরেট এজেন্ট-কম্পোজিট-জীবন
(অনুমোদিত যাচাইকারী)

স্বীকৃতি

এই কোর্সটি ইন্স্যুরেন্স রেগুলেটরি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (আইআরডিএআই) দ্বারা নির্ধারিত সংশোধিত পাঠ্যক্রমের উপর ভিত্তি করে এবং মুম্বাইয়ের বীমা প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রস্তুত করা হয়েছে।

লেখক / সমালোচক (বর্ণ ক্রমানুসারে)
ডাঃ আর কে দুগ্গল
ডাঃ শশীধরন কে. কুট্টি
মিঃ ভেপাচেদু জয়ন্ত কুমার
সিএ পি কোটেশ্বর রাও
প্রদীপ সরকার ডা
ডাঃ রমেশ কুমার সাতলুরী
অধ্যাপক মাধুরী শর্মা
ডঃ জর্জ ই টমাস
অর্চনা ওয়াজে প্রফেসর ড
মিঃ কৃষ্ণমোহন ওয়াই

এই কোর্সটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে এদের সহায়তায়

সি-ড্যাক, পুণে

মি. ফণীভূষণ রায়

শ্রীমতী দেবযানী দত্ত

भारतीय बीमा संस्थान
INSURANCE INSTITUTE OF INDIA

জি - ব্লক, প্লট নং. সি-৪৬, বান্দ্রা কুর্লা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা (ই),মুম্বাই - ৪০০০৫১.

কর্পোরেট এজেন্ট-কম্পোজিট-জীবন
(অনুমোদিত যাচাইকারী)

সংস্করণের বছর: ২০25

সমস্ত স্বত্ব এবং আধিকার সংরক্ষিত

এই কোর্সের উপাদান ইন্স্যুরেন্স ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া (III) এর কপিরাইট। এই কোর্সটি ইন্স্যুরেন্স ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ার পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের জন্য অধ্যয়ন বিষয়ক ইনপুট দেওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই কোর্সের উপাদান বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পুনরুত্পাদন করা যাবে না, আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে, প্রতিষ্ঠানের পূর্বে স্পষ্ট লিখিত অনুমতি ছাড়া ।

বিষয়বস্তু প্রচলিত সর্বোত্তম অনুশীলনের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে এবং বিরোধের ক্ষেত্রে, আইনি বা অন্যথায় ব্যাখ্যা বা সমাধান দেওয়ার উদ্দেশ্যে নয়।

এই শুধুমাত্র একটি নির্দেশক অধ্যয়ন উপাদান. অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে পরীক্ষার প্রশ্নগুলি শুধুমাত্র এই অধ্যয়ন উপাদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না।

প্রকাশক: সেক্রেটারি জেনারেল, ইন্স্যুরেন্স ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া, জি- ব্লক, প্লট সি-৪৬, বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা (ই) মুম্বাই - ৪০০০৫১ এবং মুদ্রিত হয়েছে

এই অধ্যয়ন উপাদান সংক্রান্ত যে কোন যোগাযোগ ctd@iii.org.in-এ সম্বোধন করা যেতে পারে কভার পৃষ্ঠায় উল্লিখিত বিষয় শিরোনাম এবং অনন্য প্রকাশনার নম্বর উল্লেখ করা আছে

ভূমিকা

ইন্স্যুরেন্স ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া (প্রতিষ্ঠানটি) ইন্স্যুরেন্স রেগুলেটরি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (আইআরডিএআই) দ্বারা নির্ধারিত সিলেবাসের উপর ভিত্তি করে বীমা এজেন্টদের জন্য এই কোর্সের উপাদান তৈরি করেছে। শিল্প বিশেষজ্ঞরা কোর্স উপাদান প্রস্তুতকরণে জড়িত ছিলেন ।

কোর্সটি জীবন, সাধারণ এবং স্বাস্থ্য বীমা সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান প্রদান করে থাকে যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক লাইনের এজেন্টদের সঠিক দৃষ্টিকোণ দ্বারা তাদের পেশাদার ক্যারিয়ার বুঝতে এবং উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়।

কোর্সটি চারটি বিভাগে বিভক্ত। (1) সাধারণভাবে - একটি সাধারণ বিভাগ যা বীমা নীতি, আইনী নীতি এবং নিয়ন্ত্রক বিষয়গুলি কভার করে যা বীমা এজেন্টদের জানা দরকার। যারা হতে ইচ্ছুক তাদের জন্য আলাদা বিভাগ দেওয়া হয় (2) জীবন বীমা এজেন্ট, (3) সাধারণ বীমা এজেন্ট এবং (4) স্বাস্থ্য বীমা এজেন্ট ।

শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার বিন্যাস এবং যে ধরনের বস্তুনিষ্ঠ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে সে সম্পর্কে ধারণা দিতে কোর্সে মডেল প্রশ্নের একটি সেট অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তারা যা শিখেছে তা সংশোধন করতে মডেল প্রশ্নগুলি তাদের সাহায্য করবে ।

বীমা একটি গতিশীল পরিবেশে কাজ করে। এজেন্টদের বাজারের পরিবর্তন সম্পর্কে আপ টু ডেট থাকতে হবে। তাদের ব্যক্তিগত অধ্যয়ন এবং সংশ্লিষ্ট বীমাকারীদের দ্বারা সাজানো অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সক্রিয়ভাবে জ্ঞান অর্জন করা উচিত ।

প্রতিষ্ঠান এই কাজটি ইনস্টিটিউটে অর্পণ করার জন্য আইআরডিএআই কে ধন্যবাদ জানায়। প্রতিষ্ঠান এই উপাদান অধ্যয়নে আগ্রহী সকলকে বীমা বিপণনে সফল ক্যারিয়ার কামনা করে ।

সূচীপত্র

অধ্যায় নং.	নাম	পৃষ্ঠা নং.
বিভাগ	**জীবন বীমা**	
L-01	জীবন বীমা কীভাবে জড়িত	2
L-02	আর্থিক পরিকল্পনা	7
L-03	জীবন বীমা পণ্য: প্রথাগত	19
L-04	জীবন বীমার পণ্য: অ-প্রথাগত	28
L-05	জীবন বীমার আবেদন	33
L-06	জীবন বীমায় মূল্য ও মূল্যায়ন	37
L-07	জীবন বীমা নথি রচনা	45
L-08	জীবন বীমা আন্ডাররাইটিং	57
L-09	জীবন বীমা দাবি	68
L-10	প্রিমিয়াম এবং বোনাস	93

বিভাগ
জীবন বীমা

অধ্যায় L-01

জীবন বীমা কীভাবে জড়িত

অধ্যায় পরিচিতি

সাধারণ অধ্যায়ে বীমা সম্পর্কিত কিছু দিক আমরা দেখেছি। যাইহোক, জীবন বীমার কথা আসলে সেগুলিকে আরও গভীরভাবে আমাদের দেখতে হবে।

- ✓ সম্পদ
- ✓ ঝুঁকির বিরুদ্ধে বীমা করা
- ✓ পুলিংয়ের তত্ব
- ✓ চুক্তি

আসুন এখন জীবন বীমার বৈশিষ্ট্যগুলি পরীক্ষা করে দেখি। এই অধ্যায়ে উপরে উল্লিখিত জীবন বীমার বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

শিক্ষণীয় ফলাফল

A. জীবন বীমার ব্যবসা – উপাদান, মানুষের জীবনে তার মূল্য, পারস্পরিকতা

B. ঝুঁকি এবং জীবন বীমা

A. জীবন বীমার ব্যবসা - উপাদান, মানুষের জীবনে তার মূল্য, পারস্পরিকতা

a) সম্পদ - মানব জীবনের মূল্য (এইচএলভি)

আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি যে একটি সম্পদ হল এক ধরণের সম্পত্তি যা মূল্য বা মূল্যের ফেরত দেয়। বেশিরভাগ সম্পত্তির জন্য মান এবং মূল্যের পরিমাণের ক্ষতি উভয়ই সুনির্দিষ্ট আর্থিক পদে পরিমাপ করা যেতে পারে।

উদাহরণ

দুর্ঘটনায় গাড়ির আনুমানিক ক্ষতি ৫০০০০ টাকা হলে, বীমাকারী এই ক্ষতির জন্য মালিককে ক্ষতিপূরণ দেবে।

মানুষ মারা গেলে আমরা কীভাবে ক্ষতির পরিমাণ অনুমান করব?

তবে তার মূল্য কি ৫০,০০০ নাকি ৫,০০,০০০ টাকা?

গ্রাহকের সাথে দেখা করলে একজন এজেন্ট অবশ্যই উপরের প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হবেন। এর ভিত্তিতে এজেন্ট গ্রাহককে কতটা বীমা সুপারিশ করবে তা নির্ধারণ হতে পারে। এটি প্রথম পাঠ যা একজন জীবন বীমা এজেন্টকে অবশ্যই শিখতে হবে।

সৌভাগ্যবশত আমাদের কাছে একটি পরিমাপ আছে, প্রায় সত্তর বছর আগে প্রফেসর হুবেনার তৈরি করেন। এটি **হিউম্যান লাইফ ভ্যালু (এইচএলভি)** নামে পরিচিত এবং বিশ্বব্যাপী ব্যবহৃত হয়।

এইচএলভি ধারণা মানুষের জীবনকে এক ধরনের আয়ের সম্পত্তি বা সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করে । এটি এইভাবে একজন ব্যক্তির প্রত্যাশিত ভবিষ্যত উপার্জনের উপর ভিত্তি করে মানব জীবনের মূল্য পরিমাপ করে। মোট উপার্জনের অর্থ হল একজন ব্যক্তি ভবিষ্যতে প্রতি বছর যে আয়ের আশা করেন, তার নিজের খরচের পরিমাণের কম। এইভাবে এটি নির্দেশ করে যে উপার্জনকারী অকালে মারা গেলে একটি পরিবারের অর্থনৈতিক ক্ষতি হবে। এই উপার্জনগুলিকে মূলধন করা হয়, তাদের ছাড় দিতে উপযুক্ত সুদের হার ব্যবহার করা হয়।

যদিও মূল্যস্ফীতি, মজুরি বৃদ্ধি, ভবিষ্যত উপার্জন ক্ষমতা ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে এইচএলভি গণনা করার জন্য একাধিক পরামিতি ব্যবহার করা হয়েছে, এইচএলভি গণনা করার জন্য একটি সাধারণ থাম্ব নিয়ম হল পরিবারের বার্ষিক আয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করা যা পরিবারের জন্য প্রয়োজন হবে। অন্য কথায় এইচএলভি হল পরিবারের জন্য রুটিউপার্জনকারী দ্বারা বার্ষিক অবদান যা সুদের বিদ্যমান হার দ্বারা ভাগ করা হয়।

উদাহরণ

মিঃ রাজন আয় করেন বছরে ১,২০,০০০ টাকা এবং খরচ করে নিজের উপর ২৪,০০০টাকা। তার পরিবারের নিট উপার্জন হারাবেন, যদি তিনি অকালে মারা যান, তাহলে তার পরিমান হবে ৯৬,০০০টাকা। ধরুন সুদের হার ৮% (০.০৮ হিসাবে প্রকাশ করা হয়েছে)।

মানব-জীবনের-মূল্য (এইচএলভি) = নির্ভরশীলদের জন্য বার্ষিক অবদান ÷ সুদের হার

এইচএলভি = ৯৬০০০/ ০.০৮ = ১২,০০,০০০ টাকা

সম্পূর্ণ সুরক্ষার জন্য কতটা বীমা থাকা উচিত তা এইচএলভি নির্ধারণ করতে সাহায্য করে। এটিকে ঊর্ধ্বসীমাও বলে যেটির বাইরে জীবন বীমা প্রদান করা যুক্তিসঙ্গত নয় ।

সাধারণভাবে, বীমার পরিমাণ একজনের বার্ষিক আয়ের প্রায় ১০ থেকে ১৫ গুণ হওয়া উচিৎ।এইভাবে কারো মনে সন্দেহ তৈরি হতেই পারে, যদি মিঃ রাজন বছরে ১.২ লাখ টাকা আয় করে ২ কোটি টাকার বীমা করতে চান। কেনা বীমার প্রকৃত পরিমাণ নির্ভর করবে একজন ব্যক্তি কতটা বীমা করতে পারে এবং কিনতে পারে সেই বিষয়গুলির উপর।

B. ঝুঁকি এবং জীবন বীমা

যেমনটি আমরা উপরে দেখেছি, জীবন বীমা সেইসব ঝুঁকিপূর্ণ ঘটনার বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করে যা সম্পদ হিসাবে মানুষের জীবনের মূল্যকে ধ্বংস বা হ্রাস করতে পারে। তিন ধরনের পরিস্থিতিতে এই ধরনের ক্ষতি হতে পারে। সাধারণ মানুষ এই উদ্বেগগুলির সম্মুখীন হয়।

চিত্র ১: সাধারণ মানুষ যে উদ্বেগের সম্মুখীন হয়

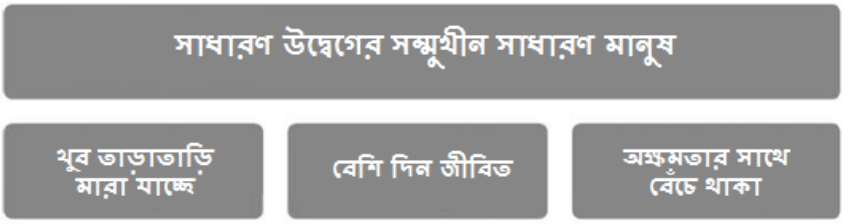

অন্যদিকে সাধারণ বীমা সাধারণত সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে এমন ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে – যেমন আগুন, সমুদ্রে থাকাকালীন পণ্যসম্ভারের ক্ষতি, চুরি এবং মোটর দুর্ঘটনা। তারা এমন ঘটনাগুলিও কভার করে যা নাম এবং শুভবুদ্ধির ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে। এগুলির দায় বীমা দ্বারা আচ্ছাদিত করা হয়।

অবশেষে এমন ঝুঁকি রয়েছে যা ব্যক্তিকে প্রভাবিত করতে পারে। যা ব্যক্তিগত ঝুঁকি হিসাবে আখ্যায়িত, এগুলি সাধারণ বীমা দ্বারাও আচ্ছাদিত হতে পারে।

উদাহরণ

দুর্ঘটনা বীমা যা দুর্ঘটনার কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া থেকে রক্ষা করে।

a) সাধারণ বীমা থেকে জীবন বীমা কীভাবে আলাদা?

সাধারণ বীমা	জীবন বীমা
• ক্ষতিপূরণ: সাধারণ বীমা পলিসি, ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বীমা ব্যতীত সাধারণত ক্ষতিপূরণের চুক্তি হয় যেমন অগ্নিকাণ্ডের মতো ঘটনার পরে	• **নিশ্চয়তা:** জীবন বীমা নীতি হল নিশ্চয়তার চুক্তি।

বীমাকারী সঠিক পরিমাণ ক্ষতির মূল্যায়ন করে এবং শুধুমাত্র সেই পরিমাণ ক্ষতির ক্ষতিপূরণ দেয়।	• মৃত্যুর ক্ষেত্রে যে পরিমাণ সুবিধা প্রদান করতে হবে তা চুক্তির শুরুতে নির্ধারিত করতে হয়। • বীমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যু হলে তার মনোনীত ব্যক্তি বা সুবিধাভোগীদের একটি নিশ্চিত অর্থ প্রদান করা হয়।
• সময়কাল: চুক্তিটি সাধারণত স্বল্প সময় বা এক বছরের নবীকরণযোগ্য ভিত্তিতে হয়	• চুক্তিটি সাধারণত দীর্ঘমেয়াদী হয় যদিও কিছু এক বছরের নবায়নযোগ্য চুক্তিও রয়েছে
• অনিশ্চয়তা: সাধারণ বীমা চুক্তিতে, সংশ্লিষ্ট ঝুঁকির ঘটনা অনিশ্চিত। একটি বাড়িতে আগুন ধরবে নাকি গাড়ি দুর্ঘটনার সম্মুখীন হবে সে সম্পর্কে কেউ নিশ্চিত হতে পারে না।	• একজন মানুষের জন্মের পরেই মৃত্যু হবে এমন কোনো প্রশ্ন নেই। যা অনিশ্চিত তা হল মৃত্যুর সময়। জীবন বীমা অকাল মৃত্যুর ঝুঁকি থেকে সুরক্ষা প্রদান করে।
• সম্ভাবনার বৃদ্ধি: আগুন বা ভূমিকম্পের মতো সাধারণ বীমা বিপদের ক্ষেত্রে, ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা সময়ের সাথে বাড়ে না।	• জীবন বীমাতে বয়সের সাথে সাথে মৃত্যুর সম্ভাবনা বাড়ে।

b) জীবন বীমা ঝুঁকির প্রকৃতি

যেহেতু বয়সের সাথে মৃত্যুর সম্ভাবনা বাড়ে, তাই যারা অল্পবয়সী তাদের জন্য কম প্রিমিয়াম নেওয়া হয় এবং বয়স্কদের জন্য বেশি প্রিমিয়াম নেওয়া হয়। একটি ফলাফল হল যে বয়স্ক ব্যক্তিরা যারা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিল, তারা প্রত্যাহার করার প্রবণতা দেখায় যখন অস্বাস্থ্যকর সদস্যরা পরিকল্পনাতে রয়ে যায়। এর ফলে বীমা কোম্পানিগুলো মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। জীবন বীমা পলিসিগুলি তৈরি করার জন্য তাদের প্রচেষ্টা যা জনগণের সামর্থ্য ছিল স্তরের প্রিমিয়ামের বিকাশের দিকে পরিচালিত করে।

c) প্রিমিয়ামের স্তর

প্রিমিয়ামের স্তর এমনভাবে স্থির করা হয়েছে যে এটি বয়সের সাথে বাড়ে না কিন্তু চুক্তির পুরো সময় জুড়ে স্থির থাকে। এর অর্থ হল প্রারম্ভিক বছরগুলিতে সংগৃহীত প্রিমিয়ামগুলি অল্প বয়সে মারা যাওয়া ব্যক্তিদের মৃত্যুর দাবিগুলি কভার করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণের চেয়ে বেশি, যখন পরবর্তী বছরগুলিতে সংগৃহীত প্রিমিয়ামগুলি উচ্চ বয়সে মারা যাওয়া ব্যক্তিদের দাবি পূরণের জন্য প্রয়োজনের তুলনায় কম।প্রিমিয়ামের স্তর উভয়েরই গড়। আগের যুগের অতিরিক্ত প্রিমিয়াম পরবর্তী যুগে প্রিমিয়ামের ঘাটতি পূরণ করে। স্তর প্রিমিয়াম বৈশিষ্ট্য নীচে চিত্রিত করা হল।

চিত্র ২: প্রিমিয়ামের স্তর

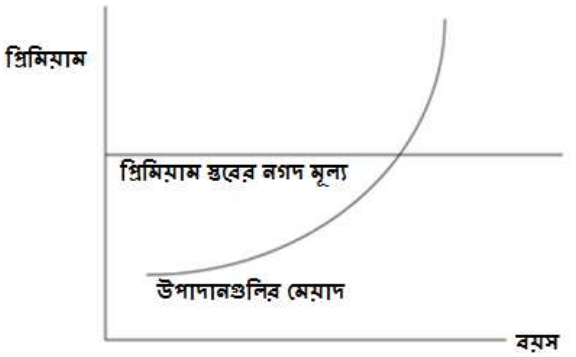

প্রিমিয়াম স্তরের প্রয়োজনীয় জীবন বীমা চুক্তি হল দীর্ঘমেয়াদী বীমা চুক্তি যা ১০, ২০ বা আরও অনেক বছর ধরে চলে। প্রিমিয়াম স্তরের ধারণা সাধারণত বীমা পলিসির জন্য উদ্ভূত হয় না, যা সাধারণত স্বল্পমেয়াদী এবং বার্ষিক মেয়াদ শেষ হয়।

উদাহরণ

পলিসির মেয়াদে মৃত্যুহার (মৃত্যুর সম্ভাবনা) উপর ভিত্তি করে বীমাকারীরা প্রিমিয়াম স্তরের হার নির্ধারণ করে কারণ বীমাকৃতের বয়স প্রতি বছর বাড়বে। একবার নির্ধারিত হার পলিসির পুরো মেয়াদের জন্য স্থির থাকবে।

d) ঝুঁকি পুলিং-এর তত্ত্ব এবং জীবন বীমা পলিসি

আমরা ইতিমধ্যেই পুলিং এবং পারস্পরিকতার নীতি নিয়ে আলোচনা করেছি। পুলিং নীতি জীবন বীমার দুটি নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করে।

i. এটি **একজনের অকালমৃত্যুর ফলে উদ্ভূত অর্থনৈতিক ক্ষতির বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করে**। একটি তহবিল তৈরি করা হয় যা অনেকের অবদানকে পুল করে যারা একটি জীবন বীমা চুক্তিকে কিনেছে।

e) জীবন বীমা চুক্তি

পলিসির নথিপত্র হল বীমা চুক্তির প্রমাণ যা বীমার সমস্ত শর্তাবলীর বিবরণ দেয়।

চুক্তিতে জীবন বীমা পলিসির নিশ্চিত পরিমাণ উল্লেখ রয়েছে। জীবন বীমা একটি আর্থিক নিরাপত্তা হিসাবে বিবেচিত হয় কারণ বীমাকৃত অর্থ চুক্তি দ্বারা নিশ্চিত। নিশ্চয়তাটি বোঝায় যে জীবন বীমা দক্ষতার সাথে এবং রক্ষণশীলভাবে পরিচালিত হয়; দৃঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রিত এবং কঠোরভাবে আশ্বস্থ।

যেহেতু জীবন বীমা চুক্তিতে ঝুঁকি কভার এবং সঞ্চয় উভয়ই জড়িত থাকে, তাই প্রায়শই তাদের আর্থিক পণ্যের সাথে তুলনা করা হয়। এগুলিকে সুরক্ষার চেয়ে সম্পদ ধরে রাখার উপায় হিসাবেও দেখা হয়। প্রকৃতপক্ষে, অনেক জীবন বীমা পণ্যের একটি বড় নগদ মূল্য বা সঞ্চয় উপাদান রয়েছে যা একজন ব্যক্তির সঞ্চয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ গঠন করতে পারে। কেউ কেউ যুক্তি দেন যে একটি বীমা কোম্পানীর কাছ থেকে শুধুমাত্র মেয়াদী বীমা কেনা এবং বাকি প্রিমিয়ামগুলি এমন উপকরণে বিনিয়োগ করা ভাল হতে পারে যা উচ্চতর রিটার্ন দেয়।

নগদ মূল্যের বীমা চুক্তির পক্ষে এবং বিপক্ষে যুক্তিগুলো বিবেচনা করা যাক।

a) সুবিধাগুলি

i. বীমা ঐতিহাসিকভাবে নিরাপদ এবং সুরক্ষিত বিনিয়োগ হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে যা একটি ন্যূনতম নিশ্চিত হারে রিটার্ন দেয়, যা চুক্তির সময়কালের সাথে বৃদ্ধি পেতে পারে।

ii. প্রিমিয়াম প্রদানের ধারাবাহিকতার জন্য একজনের সঞ্চয়ের বাধ্যতামূলক পরিকল্পনার প্রয়োজন হয় এবং এর ফলে সঞ্চয় শৃঙ্খলা তৈরি হয়।

iii. বীমাকারী পেশাদার বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনার যত্ন নেয় এবং এই দায়িত্ব থেকে ব্যক্তিকে মুক্ত করে

iv. বীমা তারল্য প্রদান করে। বীমাকৃত ব্যক্তি একটি ঋণ নিতে বা পলিসি সমর্পণ করতে পারেন এবং তা নগদে রূপান্তর করতে পারেন।

v. নগদ মূল্য প্রকারের জীবন বীমা এবং বার্ষিক উভয়ই কিছু আয়কর সুবিধা উপভোগ করতে পারে।

vi. বীমা ঋণদাতাদের দাবি থেকে নিরাপদ হতে পারে, সাধারণত বীমা গ্রহীতার দেউলিয়া হলে বা মৃত্যু ঘটলে।

b) অসুবিধাগুলি

i. যেহেতু বীমা তুলনামূলকভাবে স্থির এবং স্থিতিশীল রিটার্ন দেয়, এটি মুদ্রাস্ফীতির দ্বারা গুরুতরভাবে প্রভাবিত হতে পারে।

ii. উচ্চ বিপণন এবং অন্যান্য প্রাথমিক খরচ জীবন বীমা পলিসির আগের বছরগুলিতে জমা হওয়া নগদ মূল্যের পরিমাণ হ্রাস করে।

iii. নিশ্চিত উৎপাদন অন্যান্য আর্থিক উপকরণের চেয়ে কম হতে পারে

নিজে নিজে করো ১

বৈচিত্র্য কীভাবে আর্থিক বাজারে ঝুঁকি হ্রাস করে?

I. একাধিক উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহ করা এবং এক জায়গায় বিনিয়োগ করা
II. বিভিন্ন সম্পদে তহবিল বিনিয়োগ
III. বিনিয়োগের মধ্যে সময়ের পার্থক্য বজায় রাখা
IV. নিরাপদ সম্পদে বিনিয়োগ

সারসংক্ষেপ

a) সম্পদ হল এক ধরনের সম্পত্তি যা রিটার্ন মূল্য দেয়।

b) এইচএলভি-এর ধারণা মানুষের জীবনকে এক ধরনের সম্পত্তি বা সম্পদের আয় হিসেবে বিবেচনা করে । এটি এইভাবে একজন ব্যক্তির প্রত্যাশিত নেট ভবিষ্যত উপার্জনের উপর ভিত্তি করে মানব জীবনের মূল্য পরিমাপ করে।

c) প্রিমিয়ামের স্তর হল একটি নির্দিষ্ট প্রিমিয়াম যাতে এটি বয়সের সাথে বাড়ে না কিন্তু চুক্তির পুরো সময় জুড়ে স্থির থাকে।

d) পারস্পরিকতা আর্থিক বাজারে ঝুঁকি কমানোর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়, অন্য বৈচিত্র্যও আছে।

e) একটি জীবন বীমা চুক্তিতে গ্যারান্টির উপাদানটি বোঝায় যে জীবন বীমা কঠোর নিয়ন্ত্রণ এবং তত্ত্বাবধানের বিষয়।

মূল শর্তাবলী

1. সম্পদ
2. মানব জীবনের মূল্য
3. প্রিমিয়ামের স্তর
4. পারস্পরিকতা
5. বৈচিত্রতা

নিজে নিজে করোর উত্তর

উত্তর ১- সঠিক উত্তর হল ॥

অধ্যায় L-02

আর্থিক পরিকল্পনা

অধ্যায় পরিচিতি

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা জীবন বীমা এবং আর্থিক সুরক্ষা প্রদানের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। নিরাপত্তা হচ্ছে এমন ব্যক্তিদের উদ্বেগের মধ্যে একটি যারা বর্তমান ও ভবিষ্যতের বিভিন্ন প্রয়োজন মেটাতে তাদের আয় এবং সম্পদ বরাদ্দ করতে চায়। জীবন বীমা অবশ্যই "ব্যক্তিগত আর্থিক পরিকল্পনা" এর প্রেক্ষাপটে বুঝতে সাহায্য করে। এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য হল আর্থিক পরিকল্পনার বিষয় উপস্থাপন করা।

শিক্ষণীয় ফলাফল

A. আর্থিক পরিকল্পনা এবং ব্যক্তিগত জীবন চক্র

B. আর্থিক পরিকল্পনার চরিত্র

C. আর্থিক পরিকল্পনা – প্রকারগুলি

A. আর্থিক পরিকল্পনা এবং ব্যক্তিগত জীবন চক্র

1. আর্থিক পরিকল্পনা কি?

আমাদের বেশিরভাগ অর্থই উপার্জনের জন্য আমাদের জীবনের একটি বড় অংশ ব্যয় করে। আর্থিক পরিকল্পনা আমাদের জন্য অর্থ উপার্জন করার একটি বুদ্ধিমান উপায়।

সংজ্ঞা

আর্থিক পরিকল্পনা একজনের জীবনের লক্ষ্যগুলি চিহ্নিত করার একটি প্রক্রিয়া, এই লক্ষ্যগুলিকে আর্থিক অনুবাদ করা এবং সেই লক্ষ্যগুলি অর্জনের জন্য একজনের আর্থিক ব্যবস্থাপনা।

আর্থিক পরিকল্পনার মধ্যে বর্তমান এবং ভবিষ্যতের উভয় চাহিদা মেটাতে একটি রোডম্যাপ তৈরি করা হয়, যা অপ্রত্যাশিত হতে পারে। কম দুশ্চিন্তা সহ জীবন গঠনে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যত্নশীল পরিকল্পনা একজনের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে এবং আপনার বিভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করতে সহায়তা করতে পারে।

চিত্র ১: লক্ষ্যেগুলির প্রকারভেদ

i. **স্বল্পমেয়াদী** লক্ষ হতে পারে: একটি এলসিডি টিভি সেট কেনা বা একটি পারিবারিক ছুটি কাটানো

ii. লক্ষগুলি **মধ্যমেয়াদী** হতে পারে: একটি বাড়ি কেনা বা বিদেশে ছুটি কাটানো

iii. **দীর্ঘমেয়াদী** লক্ষ্যও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে: একজন সন্তানের শিক্ষা বা বিবাহ বা অবসর গ্রহণের পরের ব্যবস্থা

2. ব্যক্তিগত জীবনচক্র

একজন ব্যক্তি জন্মের দিন থেকে তার মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তার জীবনের বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে যায়, এই সময়ে তিনি একাধিক ভূমিকা পালন করবেন বলে আশা করা হয় এই পর্যায়গুলি নীচে দেওয়া চিত্রটিতে চিত্রিত করা হয়েছে।

চিত্র ২: অর্থনৈতিক জীবন চক্র

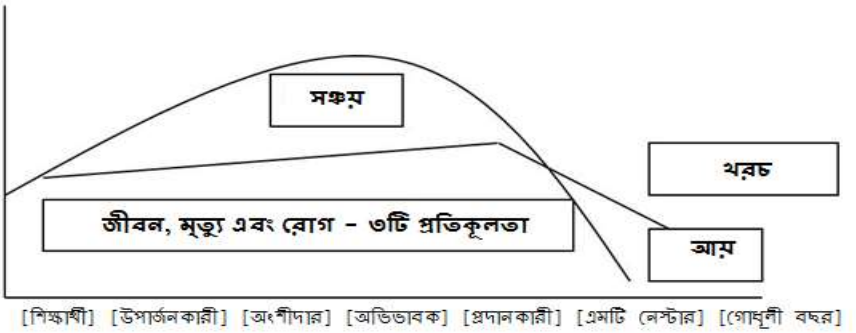

জীবনের পর্যায়গুলি এবং অগ্রাধিকার

a) **শিক্ষার্থী (২০–২৫ বছর বয়স পর্যন্ত):** যখন কেউ তার জ্ঞান এবং দক্ষতার উন্নতি করে তার ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। একজনের শিক্ষার অর্থায়নের জন্য তহবিল প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, চিকিৎসা বা ব্যবস্থাপনা শিক্ষার জন্য উচ্চ মূল্যের ফি মেটানো।

b) **উপার্জনকারী (২৫ বছরের পর থেকে):** যখন একজন কর্মসংস্থান খুঁজে পায় ও সম্ভবত তার চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট উপার্জন করে এবং তার অতিরিক্ত কিছু উদ্বৃত্ত থাকে। সেখানে পারিবারিক দায়িত্ব রয়েছে এবং অদূর ভবিষ্যতে উদ্ভূত প্রয়োজনগুলি পূরণের জন্য অর্থের জন্য কেউ সঞ্চয় এবং বিনিয়োগও করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একজন যুবক হাউজিং লোন নেয় এবং একটি বাড়িতে বিনিয়োগ করে।

c) **সঙ্গী (২৮ – ৩০ এ বিয়ে করার সময়):** যখন একজন বিবাহিত হয় এবং তার নিজের একটি পরিবার থাকে। এটি নতুন চাহিদা তৈরি করে যেমন নিজের একটি বাড়ি, সম্ভবত একটি গাড়ি, শিশুদের ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা ইত্যাদি।

d) **অভিভাবক (ধরুন ২৮ –৩৫):** যে বছরগুলিতে একজন এক বা একাধিক সন্তানের পিতামাতা হয়। এখন তাদের স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা – তাদের ভাল স্কুলে ভর্তি করা ইত্যাদি নিয়ে চিন্তা করতে হবে।

e) **প্রদানকারী (বয়স ধরুন ৩৫–৫৫):** যখন শিশু থেকে কিশোর বয়সে পরিণত হয়, এবং তাদের উচ্চ বিদ্যালয় এবং কলেজের বছরগুলি অন্তর্ভুক্ত করে। একজন শিশুকে জীবনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার যোগ্য করে তোলার জন্য শিক্ষার উচ্চ ব্যয় নিয়ে উদ্বিগ্ন। উদাহরণস্বরূপ, পাঁচ বছর ধরে চলা একটি মেডিকেল কোর্সের অর্থায়নের জন্য যে পরিমাণ সেট আপ করতে হবে তা বিবেচনা করা। অনেক ভারতীয় বাড়িতে তা তৈরি হয়। কন্যা শিশুদের বিবাহ এবং বন্দোবস্তের ব্যবস্থা উদ্বেগের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। প্রকৃতপক্ষে, শিশুদের বিবাহ এবং শিক্ষা আজ বেশিরভাগ ভারতীয় পরিবারের জন্য সঞ্চয়ের প্রধান উদ্দেশ্য।

f) **এমটি নেস্টার(৫৫–৬৫ বছর):** 'এমটি নেস্টার' শব্দটি বোঝায় যে সন্তানেরা বাসা [পরিবার] খালি রেখে উড়ে গেছে। এটি এমন সময় যখন সন্তানেরা বিয়ে করেছে এবং কখনও কখনও বাবা–মাকে ছেড়ে কাজের জন্য অন্য জায়গায় চলে গেছে। আশা করি এই পর্যায়ে, একজন একজনের দায়বদ্ধতা [হাউজিং লোন এবং অন্যান্য বন্ধকগুলির মতো] ত্যাগ করেছে এবং

পুনর্বাসনের জন্য একটি তহবিল তৈরি করেছে। এটি সেই সময় যখন বিপি এবং ডায়াবেটিসের মতো অসুস্থতাগুলি প্রকাশ পেতে শুরু করে । স্বাস্থ্য যত্ন, আর্থিক স্বাধীনতা এবং আয়ের নিরাপত্তা এই পর্যায়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে হবে।

g) **অবসর - শেষ বয়স (বয়স ৬০ এবং তার পরে):** যে বয়সে একজন সক্রিয় মানুষ কাজ থেকে অবসর নেন এবং জীবনের প্রয়োজন মেটাতে নিজের সঞ্চয় ব্যয় করেন। যতক্ষণ না স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বেঁচে থাকেন ততক্ষণ পর্যন্ত জীবনযাপনের চাহিদাগুলিই নিবদ্ধ। একজন স্বাস্থ্য সমস্যা, পর্যাপ্ত আয় এবং একাকীত্ব নিয়ে চিন্তিত। সেই সময়কালে যখন কেউ জীবনের মান উন্নত করতে চাইবে এবং এমন অনেক জিনিস উপভোগ করবে যা একজন স্বপ্ন দেখেছিল কিন্তু অর্জন করতে পারেনি - যেমন শখ করা বা ছুটিতে যাওয়া বা তীর্থযাত্রা। এই বছরের জন্য একজন কতটা প্রদান করেছে তার উপর নির্ভর করে।

আমরা উপরে দেখতে পাচ্ছি, অর্থনৈতিক জীবন চক্রের তিনটি পর্যায় রয়েছে: একটি ছাত্র বা প্রাক-চাকরি পর্ব; কাজের পর্যায় যা ১৮ থেকে ২৫ বছর বয়সের মধ্যে শুরু হয় এবং ৩৫ থেকে ৪০ বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়; এবং অবসরের বছরগুলি যা একজনের কাজ বন্ধ করার পরে শুরু হয়।

3. কেন একজনকে বিভিন্ন আর্থিক সম্পদ সংরক্ষণ এবং ক্রয় করতে হবে?

কারণটি হল যে একজন ব্যক্তির জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে যখন কেউ একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করে তখন অনেকগুলি প্রয়োজন দেখা দেয় যার জন্য তহবিলের সরবরাহ করতে হয়।

উদাহরণ

একজন ব্যক্তি যখন বিয়ে করেন এবং নিজের একটি পরিবার শুরু করেন, তখন তার নিজের ঘরের প্রয়োজন হতে পারে। শিশুরা বড় হওয়ার সাথে সাথে তাদের উচ্চশিক্ষার জন্য তহবিলের প্রয়োজন হয়। যেহেতু একজন ব্যক্তি মধ্যবয়স পেরিয়ে যায়, তাই উদ্বেগের বিষয় হল স্বাস্থ্য খরচ মেটাতে এবং অবসর গ্রহণের পরে সঞ্চয় করার জন্য অর্থ থাকা যাতে কাউকে তার সন্তানদের উপর নির্ভর করতে না হয় এবং বোঝা হয়ে না যায়। স্বাধীনতা এবং মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

সঞ্চয়-বিনিয়োগ প্রক্রিয়াটিকে দুটি সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বিবেচনা করা যেতে পারে।

i. **খরচ স্থগিত করা:** বর্তমান এবং ভবিষ্যতের খরচের মধ্যে সম্পদের বরাদ্দ থাকে।

ii. কম সম্পদের বিনিময়ে তারল্য (বা প্রস্তুত ক্রয় ক্ষমতা) সঙ্গে বিচ্ছেদ। উদাহরণ স্বরূপ, একটি জীবন বীমা পলিসি কেনার অর্থ হল একটি চুক্তির জন্য কম অর্থ বিনিময় করা।

আর্থিক পরিকল্পনায় উভয় ধরনের সিদ্ধান্ত অন্তর্ভুক্ত। ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করার জন্য একজনকে পরিকল্পনা করতে হবে এবং ভবিষ্যতে উদ্ভূত বিভিন্ন প্রয়োজন মেটাতে উপযুক্ত সম্পদে অভিজ্ঞতার সাথে বিনিয়োগ করতে হবে।

4. ব্যক্তিগত চাহিদা

উপরে আলোচিত জীবনচক্রের পর্যায়গুলো যদি আমরা দেখি তাহলে দেখতে পাব যে তিন ধরনের চাহিদা দেখা দিতে পারে। এগুলো তিন ধরনের আর্থিক পণ্যের জন্ম দেয়।

a) **ভবিষ্যতের লেনদেনে সক্ষম করা**

চাহিদার প্রথম সেটটি বিভিন্ন প্রত্যাশিত ব্যয় মেটানোর জন্য তহবিল থেকে উদ্ভূত হয় যা জীবন চক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে উত্থাপিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এ ধরনের চাহিদা দুই প্রকার:

i. **নির্দিষ্ট লেনদেনের প্রয়োজন**: যেগুলি নির্দিষ্ট জীবনের ইভেন্টগুলির সাথে যুক্ত যার জন্য সম্পদের প্রতিশ্রুতি প্রয়োজন। যেমন উচ্চশিক্ষা/নির্ভরশীলদের বিবাহের ব্যবস্থা করা; বা একটি বাড়ি বা ভোগ্যযুক্ত পণ্য ক্রয়

ii. **সাধারণ লেনদেনের প্রয়োজন:** কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে না করে বর্তমান খরচ থেকে আলাদা করে রাখা পরিমাণ – এগুলিকে জনপ্রিয়ভাবে 'ভবিষ্যত ব্যবস্থা' বলা হয়

b) আকস্মিক সভা

আকস্মিকতা হল অপ্রত্যাশিত জীবনের ঘটনা যা বড় তহবিলের জন্য কল করতে পারে। এগুলি বর্তমান আয় থেকে পূরণ করা যায় না এবং এগুলির জন্য প্রাক-তহবিল থাকা প্রয়োজন। মৃত্যু এবং অক্ষমতা বা বেকারত্বের মতো এই ঘটনাগুলির মধ্যে আয়ের ক্ষতির দিক বোঝায়। অন্যান্য, আগুনের মতো কারনে সম্পদের ক্ষতি হতে পারে।

এই ধরনের চাহিদাগুলি বীমার মাধ্যমে সমাধান করা যেতে পারে, যদি তাদের এরুপ ঘটনার সম্ভাবনা কম কিন্তু খরচের প্রভাব বেশি হয়। কেউ বিকল্পভাবে রিজার্ভ হিসাবে প্রচুর পরিমাণে সম্পদ আলাদা করে তাদের দেখা যেতে পারে।

c) সম্পদ আহরণ

সঞ্চয়ের উদ্দেশ্য হল অনুকূল বাজারের সুযোগের সদ্ব্যবহার করে সম্পদ সঞ্চয় করার জন্য একজন ব্যক্তির বিনিয়োগের ইচ্ছাকে বোঝানো। কিছু ব্যক্তি বিনিয়োগ করার সময় সতর্ক দৃষ্টিভঙ্গি নিতে পারে, আবার কেউ উচ্চতর রিটার্ন অর্জনের লক্ষ্যে আরও ঝুঁকি নিতে ইচ্ছুক হতে পারে। উচ্চতর রিটার্ন কাঙ্ক্ষিত কারণ এটি একজনের সম্পদ বা নেট মূল্য আরও দ্রুত বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। সম্পদ স্বাধীনতা, উদ্যোগ, ক্ষমতা এবং প্রভাবের সাথে যুক্ত।

5. আর্থিক পণ্য

উপরোক্ত চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আর্থিক বাজারে তিন রকমের পণ্য আছে:

লেনদেনর পণ্য	ব্যাংক আমানত এবং অন্যান্য সঞ্চয়পত্র যা একজনকে সঠিক সময়ে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্রয় করার ক্ষমতা পেতে সক্ষম হয়।
বীমার মতো আকস্মিক পণ্য	এগুলি হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটলে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে এমন বড় ক্ষতির বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করে।
সম্পদ আহরণ পণ্য	শেয়ার এবং উচ্চ ফলনশীল বন্ড বা রিয়েল এস্টেট এই ধরনের পণ্যের উদাহরণ। এখানে বিনিয়োগ আরও অর্থ উপার্জনের জন্য অর্থ প্রতিশ্রুতি দিয়ে তৈরি করা হয়।

একজন ব্যক্তির সাধারণত উপরের সমস্ত চাহিদা থাকে এবং এইভাবে তিন ধরনের পণ্যের প্রয়োজন হতে পারে।যা সংক্ষেপে হয়েছে:

i. সঞ্চয় করা প্রয়োজন – নগদের প্রয়োজনীয়তার জন্য

ii. একটি বীমা করা প্রয়োজন – অনিশ্চয়তার বিরুদ্ধে

iii. একটি বিনিয়োগের প্রয়োজন – সম্পদ তৈরি করার জন্য

6. ঝুঁকির প্রোফাইল এবং বিনিয়োগ

একজন ব্যক্তি যখন জীবনচক্রের বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে, তরুণ উপার্জনকারী থেকে মধ্য বয়সের দিকে এবং তারপরে একজনের কর্ম জীবনের শেষ বছরগুলিতে তখন ঝুঁকির প্রোফাইল বা ঝুঁকি নেওয়ার পদ্ধতিরও পরিবর্তন হয়।

যখন অল্পবয়সী একজন ব্যক্তি যথেষ্ট আক্রমণাত্মক এবং যতটা সম্ভব সম্পদ সংগ্রহ করার জন্য ঝুঁকি নিতে ইচ্ছুক হতে পারে। যাইহোক, বছরগুলি যতই বেড়ে যায় কেউ বিনিয়োগের বিষয়ে আরও বিচক্ষণ এবং সতর্ক হয়ে উঠতে পারে। একজন এখন নিজের বিনিয়োগকে সুরক্ষিত এবং একত্রিত করতে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে।

অবশেষে, একজন অবসর গ্রহণের কাছাকাছি আসার সাথে সাথে আরও রক্ষণশীল হতে পারে। ফোকাস এখন একটি কায়াতে আছে যা থেকে কেউ অবসর পরবর্তী বছরগুলিতে ব্যয় করতে পারে। কেউ নিজের সন্তানদের জন্য দান করা, দাতব্য উপহার দেওয়ার জন্য ইত্যাদির কথাও ভাবতে পারে।

ঝুঁকি প্রোফাইলের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য একজনের বিনিয়োগের ধরনও পরিবর্তিত হয়। এটি নীচে নির্দেশিত:

চিত্র ৩: ঝুঁকির প্রোফাইল এবং বিনিয়োগর ধরন

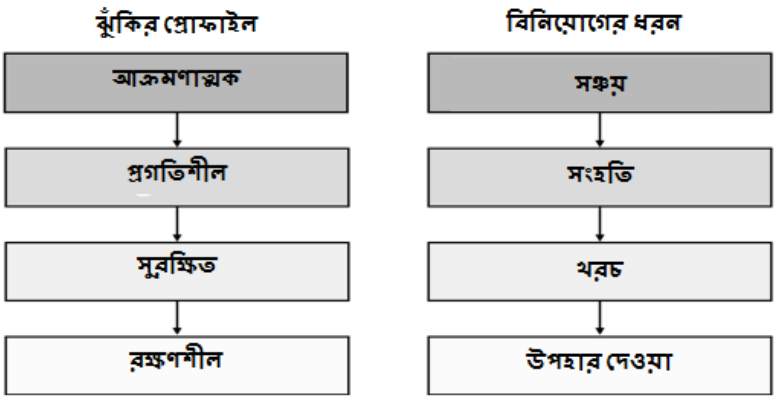

নিজে নিজে করো ১

নিচের কোনটি অপ্রত্যাশিত ঘটনার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট সুরক্ষা দেয়?

I. বীমা

II. ব্যাঙ্কের ফিক্সড ডিপোজিট মত লেনদেনের পণ্য

III. শেয়ার

IV. ঋণস্বীকারপত্র

B. আর্থিক পরিকল্পনার চরিত্র

1. আর্থিক পরিকল্পনা

আর্থিক পরিকল্পনা হল যথাযথ আর্থিক পণ্যের সুপারিশ করার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রত্যাশিত/অপ্রত্যাশিত চাহিদা মেটানোর জন্য একটি রোড ম্যাপ তৈরি করার জন্য তার ঝুঁকি প্রোফাইল এবং আয় সহ একজন ক্লায়েন্টের বর্তমান এবং ভবিষ্যত চাহিদাগুলি যত্ন সহকারে মূল্যায়ন করার প্রক্রিয়া।

আর্থিক পরিকল্পনার উপাদানগুলি:

- ✓ বিনিয়োগ – একজনের ঝুঁকি নেওয়ার ইচ্ছের ভিত্তিতে বরাদ্দ করা সম্পদ,
- ✓ ঝুকির ব্যবস্থাপনা,
- ✓ অবসরের পরিকল্পনা,
- ✓ ট্যাক্স এবং সম্পত্তির পরিকল্পনা, এবং
- ✓ একজনের প্রয়োজনে অর্থায়ন করা

এটিকে সংক্ষেপে ৩৬০ ডিগ্রি পরিকল্পনাও বলা হয়।

চিত্র ৪: আর্থিক পরিকল্পনার উপাদান

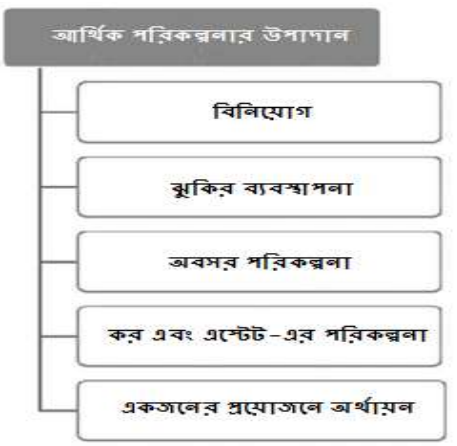

2. আর্থিক পরিকল্পনা চরিত্র

আর্থিক পরিকল্পনা একটি নতুন শৃঙ্খলা নয়। এটি আমাদের পূর্বপুরুষদের দ্বারা সহজ আকারে অনুশীলন করা হয়েছিল। তখন সীমিত বিনিয়োগের বিকল্প ছিল। কয়েক দশক আগে অনেকেই ইক্যুইটি বিনিয়োগকে জুয়া খেলার অনুরূপ বলে মনে করতেন। সঞ্চয়গুলি মূলত ব্যাঙ্ক আমানত, ডাক

সঞ্চয় স্কিম এবং অন্যান্য নির্দিষ্ট আয়ের উপকরণগুলিতে প্রেরণ করা হয়েছিল। আমাদের সমাজ এবং আমাদের গ্রাহকদের মুখোমুখি চ্যালেঞ্জগুলি আজ অনেক আলাদা। তাদের মধ্যে কয়েকটি হল:

i. যৌথ পরিবারের বিচ্ছেদ

পিতা, মাতা ও সন্তানদের সমন্বয়ে যৌথ পরিবার নিউক্লিয়ার ফ্যামিলির পথ দিয়েছে। এই পরিবারের সাধারণ প্রধান এবং উপার্জনকারী সদস্যকে নিজের এবং নিজের পরিবারের যত্ন নেওয়ার দায়িত্ব বহন করতে হবে। এর জন্য একজন পেশাদার আর্থিক পরিকল্পনাকারীর কাছ থেকে অনেক সঠিক পরিকল্পনা এবং পরামর্শের প্রয়োজন হতে পারে।

ii. একাধিক পছন্দসই বিনিয়োগ

আজ সম্পদ সৃষ্টির জন্য বিপুল সংখ্যক বিনিয়োগের উপকরণ উপলব্ধ, প্রতিটি অফার করে বিভিন্ন মাত্রার ঝুঁকি এবং রিটার্ন। আর্থিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য, একজনকে বিজ্ঞতার সাথে বেছে নিতে হবে এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষুধার ভিত্তিতে সঠিক বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আর্থিক পরিকল্পনা একজনের সম্পদ বরাদ্দে সাহায্য করতে পারে।

iii. পরিবর্তনশীল জীবনধারা

তাৎক্ষণিক আনন্দ দিনের আদেশ বলে মনে হচ্ছে। ব্যক্তিরা সর্বাধুনিক মোবাইল ফোন, গাড়ি, বড় বাড়ি, মর্যাদাপূর্ণ ক্লাবের সদস্যপদ ইত্যাদি পেতে চায়। এই ইচ্ছাগুলি পূরণ করতে, লোকেরা প্রায়শই প্রচুর পরিমাণে ঋণ নেয় এবং তাদের আয়ের একটি ভাল অংশ ঋণ পরিশোধের জন্য ব্যয় করে সঞ্চয়ের সামান্য সুযোগ রেখে। আর্থিক পরিকল্পনা পরিকল্পনা করতে এবং একজনের ব্যয়কে সাহায্য করে যাতে কেউ অপ্রয়োজনীয় খরচ কমাতে পারে যাতে সময়ের সাথে সাথে এটিকে পদোন্নতি করার সময় একজনের বর্তমান জীবনযাত্রার মান বজায় রাখা যায়।

iv. মুদ্রাস্ফীতি

মুদ্রাস্ফীতি হল একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি অর্থনীতিতে পণ্য ও পরিষেবার দামের সাধারণ স্তরের বৃদ্ধি। এর ফলে টাকার মূল্যের পতন ঘটে। ফলে টাকার ক্রয়ক্ষমতা কমে যায়। অবসরের পরে মুদ্রাস্ফীতি বিপর্যস্ত হতে পারে। আর্থিক পরিকল্পনা নিশ্চিত করতে সাহায্য করতে পারে যে কেউ মুদ্রাস্ফীতি মোকাবেলা করতে সক্ষম বিশেষ করে পরবর্তী বছরগুলিতে।

v. অন্যান্য আকস্মিক পরিস্থিতি এবং তার প্রয়োজন

আর্থিক পরিকল্পনা ব্যক্তিদেরকে চিকিৎসা জরুরী অবস্থা এবং ট্যাক্স দায়বদ্ধতার মতো অন্যান্য প্রয়োজনীয়তা ও চ্যালেঞ্জগুলি পূরণ করতে সক্ষম করে। ব্যক্তিদেরও নিশ্চিত করতে হবে যে তাদের সম্পদ এবং সম্পত্তি সমন্বিত তাদের সম্পত্তি তাদের মৃত্যুর পরে তাদের প্রিয়জনের কাছে সহজে চলে যায়। দাতব্য করার প্রয়োজন বা তার জীবদ্দশায় এমনকি তার পরেও কিছু সামাজিক ও ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা পূরণ করার মতো অন্যান্য প্রয়োজন রয়েছে। আর্থিক পরিকল্পনা এই সব অর্জনের উপায়।

3. আর্থিক পরিকল্পনা শুরু করার সঠিক সময় কখন?

আর্থিক পরিকল্পনা শুধুমাত্র ধনীদের জন্য নয়। প্রকৃতপক্ষে, পরিকল্পনা আদর্শভাবে একজনের প্রথম বেতন উপার্জন শুরু করার পরে করা উচিত। কখন পরিকল্পনা করা শুরু করা উচিত তা বলার জন্য কোনও ট্রিগার পয়েন্ট নেই।

তবে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি রয়েছে যা আমাদের গাইড করবে – আমাদের বিনিয়োগের সময়কাল যত বেশি হবে, সেগুলি তত বেশি বৃদ্ধি পাবে।

তাই তাড়াতাড়ি উপার্জন শুরু করা উচিত। একজনের বিনিয়োগ তাহলে সময়ের সর্বোচ্চ সুবিধা পাবে। আবার, পরিকল্পনা শুধুমাত্র ধনী ব্যক্তিদের জন্য নয়। এটা সবার জন্য। একজনের আর্থিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য, একজনকে অবশ্যই একটি সুশৃঙ্খল পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। আর্থিক পরিকল্পনার জন্য একটি অপরিকল্পিত, আবেগপ্রবণ দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তিদের আর্থিক দুর্দশার অন্যতম প্রধান কারণ।

নিজে নিজে করো ২

আর্থিক পরিকল্পনা শুরু করার সেরা সময় কখন?

I. অবসরের পরে
II. মানুষ তার প্রথম বেতন পাওয়ার সাথে সাথে
III. বিয়ের পর
IV. ধনী হওয়ার পরই

C. আর্থিক পরিকল্পনা – প্রকারগুলি

আসুন এখন দেখি বিভিন্ন ধরনের আর্থিক পরিকল্পনার অনুশীলন যা একজন ব্যক্তির করনীয় হতে পারে।

চিত্র ৫: আর্থিক পরিকল্পনা উপদেষ্টা পরিষেবা

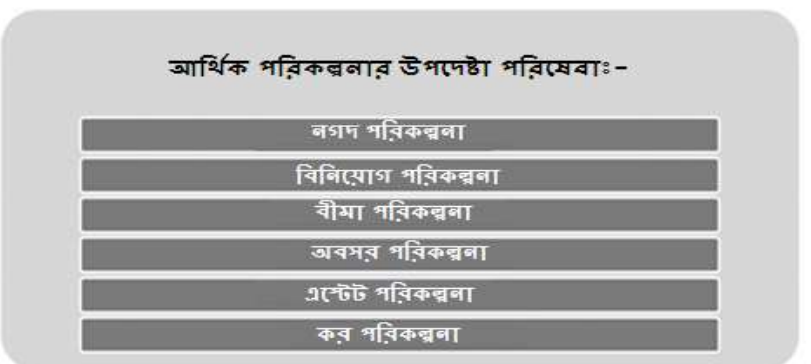

যেসব বিভিন্ন উপদেষ্টা সেবা বিবেচনা প্রদান করা যেতে পারে। এই ছয়টি ধরন তৈরি করে নেওয়া হয়েছে

- ✓ নগদ পরিকল্পনা
- ✓ বিনিয়োগ পরিকল্পনা

- ✓ বীমা পরিকল্পনা
- ✓ অবসরের পরিকল্পনা
- ✓ স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির পরিকল্পনা
- ✓ কর পরিকল্পনা

1. নগদ পরিকল্পনা

নগদ পরিচালনার দুটি উদ্দেশ্য রয়েছে।

i. অপ্রত্যাশিত চাহিদা মেটাতে সম্পদের সংরক্ষিত স্থাপন ও বজায় রাখা সহ আয়-ব্যয়ের প্রবাহ পরিচালনা করা।

ii. মূলধন বিনিয়োগের জন্য পদ্ধতিগতভাবে নগদ উদ্বৃত্ত তৈরি করা এবং বজায় রাখা।

নগদ পরিকল্পনায় বেশ কয়েকটি ধাপে জড়িত। একজনকে অবশ্যই একটি বাজেট প্রস্তুত করতে হবে এবং কতটা ব্যয় করা হয়েছে তা পরীক্ষা করার জন্য একজনের আয়-ব্যয়ের প্রবাহ বিশ্লেষণ করতে হবে। যদিও স্থির খরচ সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না, কেউ পরিবর্তনশীল খরচ কমাতে স্থগিত এবং পরিচালনা করতে পারে। পরবর্তী ধাপ হল সারা বছরের ভবিষ্যত মাসিক আয় এবং খরচের পূর্বাভাস দেওয়া এবং এই নগদ প্রবাহ পরিচালনার জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করা।

নগদ পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার আরেকটি অংশ হল বিবেচনামূলক আয় সর্বাধিক করার জন্য কৌশলগুলি তৈরি করা।

উদাহরণ

কেউ একজনের বকেয়া ঋণ পুনর্গঠন করতে সক্ষম হতে পারে।

কেউ ক্রেডিট কার্ডের বকেয়া ঋণগুলিকে একত্রিত করার মাধ্যমে এবং কম সুদের সাথে একটি ব্যাঙ্ক ঋণের মাধ্যমে পরিশোধ করতে পারে।

তাদের আরও আয় করার জন্য কেউ একজনের বিনিয়োগ পুনরায় বরাদ্দ করা যেতে পারে।

2. বীমা পরিকল্পনা

কিছু কিছু ঝুঁকি আছে যার সম্মুখে ব্যক্তিরা তাদের ব্যক্তিগত আর্থিক লক্ষ্য অর্জন থেকে বিরত রাখতে পারে। বীমা পরিকল্পনার মধ্যে এই ধরনের ঝুঁকির বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত বীমা প্রদানের জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করা হয়।

এখানে কাজ হল কতটা বীমা প্রয়োজন তা অনুমান করা এবং কোন ধরনের পলিসি সবচেয়ে উপযুক্ত তা নির্ধারণ করা।

i. উপার্জনকারীর অকাল মৃত্যু ঘটলে নির্ভরশীলদের আয় এবং ব্যয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুমান করে **জীবন বীমার** সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে।

ii. **স্বাস্থ্য বীমা** প্রয়োজনীয়তাগুলিকে হাসপাতালে ভর্তির খরচের পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যায়ন করা যেতে পারে যা পরিবারের যেকোনো চিকিৎসা জরুরী পরিস্থিতিতে হতে পারে।

a. সবশেষে একজনের সম্পদের জন্য বীমাকে ক্ষতির ঝুঁকি থেকে বাড়ি/গাড়ি/কারখানা ইত্যাদি রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় কভারের ধরন এবং পরিমাণের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করা যেতে পারে।

3. বিনিয়োগ পরিকল্পনা

বিনিয়োগের কোনো সঠিক উপায় নেই। যা উপযুক্ত তা ব্যক্তি ভেদে ভিন্ন হতে পারে। বিনিয়োগ পরিকল্পনা হল একজন ব্যক্তির ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষুধা, আর্থিক লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যগুলি পূরণের জন্য সময় দিগন্তের উপর ভিত্তি করে সবচেয়ে উপযুক্ত বিনিয়োগ ও সম্পদ বরাদ্দ কৌশল নির্ধারণ করার প্রক্রিয়া।

a) বিনিয়োগের পরিমাপ

চিত্র ৬: বিনিয়োগের পরিমাপ

এখানে প্রথম ধাপ হল নির্দিষ্ট বিনিয়োগের পরামিতি নির্ধারণ করা। এর মধ্যে যেগুলি রয়েছে:

i. **রিটার্নস:** বিনিয়োগে রিটার্ন প্রায়ই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিমাপ যা লোকেরা তাদের অর্থ বিনিয়োগ করার সময় খোঁজে। রিটার্নের হার নির্ধারণ করে যে বিনিয়োগ থেকে একজনের সম্পদ সময়ের সাথে কত দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। রিটার্নের ভূমিকার প্রশংসা করা যেতে পারে যখন কেউ 'যৌগিক ক্ষমতা' হিসেবে বিবেচনা করে। উদাহরণস্বরূপ, যদি ১০০০ টাকার পরিমাণ আজ ৮% সুদের হারে বিনিয়োগ করা হয়, পাঁচ বছরের শেষে, এটি ১৪৬৯ টাকা জমা হবে এবং ১০ বছর শেষে এটি ২১৫৯ টাকায় পৌঁছাতে দ্বিগুণেরও বেশি হবে। রিটার্নের প্রত্যাশা যা সম্পদ সংগ্রহে সহায়তা করে বিনিয়োগের প্রধান উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে একটি। একই সময়ে, একজনকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে উচ্চতর হারে রিটার্ন সাধারণত উচ্চ স্তরের ঝুঁকির সাথে হতে পারে। একজনকে রিটার্ন এবং ঝুঁকির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। এটি একজন ব্যক্তির ঝুঁকি সহনশীলতার উপর নির্ভর করে।

ii. **ঝুঁকির সহনশীলতা:** একটি বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে কেউ কতটা ঝুঁকি নিতে ইচ্ছুক তার একটি পরিমাপ।

iii. **সময়ের দিগন্ত:** এটি একটি আর্থিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য উপলব্ধ সময়ের পরিমাণ। সময় দিগন্ত যত দীর্ঘ হবে স্বল্পমেয়াদী দায় সম্পর্কে উদ্বেগ তত কম হবে। কেউ দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগ করতে পারে,আবার কম তরল সম্পদে যা উচ্চতর রিটার্ন অর্জন করে।

iv. **তারল্য:** সীমিত বিনিয়োগ ক্ষমতা বা অনিশ্চিত আয়-ব্যয়ের প্রবাহ অথবা যারা একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তিগত বা ব্যবসায়িক ব্যয় মেটানোর জন্য বিনিয়োগ করছেন, তারা তারল্য নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকেন [এটি মূল্যের ক্ষতি ছাড়াই বিনিয়োগকে নগদে রূপান্তর করার ক্ষমতাকে বোঝায়।]

v. **বিপণনযোগ্যতা:** সহজে কোনো সম্পদ কেনা বা বিক্রি করা।

vi. **বৈচিত্রতা:** ঝুঁকি কমাতে বিনিয়োগকে যে পরিমাণে বহুমুখী করতে চায়।

vii. **কর:** অনেক বিনিয়োগ নির্দিষ্ট আয়কর সুবিধা প্রদান করে এবং কেউ বিভিন্ন বিনিয়োগের ট্যাক্স-পরবর্তী রিটার্ন বিবেচনা করতে পছন্দ করেন।

b) উপযুক্ত বিনিয়োগের বাহক নির্বাচন

পরবর্তী ধাপ হল উপরের পরামিতিগুলির উপর ভিত্তি করে উপযুক্ত বিনিয়োগের বাহক নির্বাচন। প্রকৃত নির্বাচন রিটার্ন এবং ঝুঁকি সম্পর্কে ব্যক্তির প্রত্যাশার উপর নির্ভর করবে।

ভারতে বিভিন্ন ধরণের পণ্য রয়েছে যা বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে বিবেচনা করা যেতে পারে। যেগুলি অন্তর্ভুক্ত:

- ✓ ব্যাংক/কর্পোরেটের স্থায়ী আমানত,
- ✓ পোস্ট অফিসের ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের প্রকল্প,
- ✓ শেয়ারের প্রকাশ্য সমস্যা,
- ✓ ঋণস্বীকারপত্র বা অন্যান্য নিরাপত্তা,
- ✓ মিউচুয়াল ফান্ড
- ✓ ইউনিট সংযুক্ত পলিসি যা জীবন বীমা কোম্পানি ইত্যাদি দ্বারা জারি করা হয়।

4. অবসরের পরিকল্পনা

এটি হল একজন ব্যক্তির অবসর গ্রহণের পরে তার চাহিদা মেটাতে এবং এই চাহিদাগুলি পূরণের জন্য বিভিন্ন অবসরের বিকল্পগুলির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করার প্রক্রিয়া। অবসর পরিকল্পনার তিনটি পর্যায় হল

a) **সঞ্চয়:** এই উদ্দেশ্যে বিনিয়োগের অর্থ আলাদা করার জন্য বিভিন্ন ধরণের কৌশলের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করা।

b) **সংরক্ষণ:** সংরক্ষণ বলতে একজনের বিনিয়োগকে কঠোর পরিশ্রম এবং ব্যক্তির কাজের বছরগুলিতে মূল অর্থ সর্বাধিক হয় তা নিশ্চিত করার জন্য করা প্রচেষ্টাকে বোঝানো হয়।

c) **বিতরণ:** ডিস্ট্রিবিউশন অবসর গ্রহণের পরে আয়ের চাহিদা মেটানোর জন্য মূলধনের উত্তোলন/বার্ষিক অর্থ প্রদানে রূপান্তর করার সর্বোত্তম পদ্ধতিকে বোঝায়।

5. স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির পরিকল্পনা

এটি একজনের মৃত্যুর পরে তার সম্পত্তি হস্তান্তরের একটি পরিকল্পনা। মনোনয়ন এবং নিয়োগ বা উইল প্রস্তুত করার মতো বিভিন্ন প্রক্রিয়া রয়েছে। মূল ধারণাটি হল নিশ্চিত করা যে একজনের সম্পত্তি এবং সম্পদগুলি ভালোভাবে বন্টন করা হয়েছে এবং একজনের ইচ্ছা অনুযায়ী ব্যবহার করা হয়েছে।

6. কর পরিকল্পনা

বিদ্যমান কর আইন থেকে কীভাবে সর্বোচ্চ কর সুবিধা লাভ করা যায় এবং কর অবকাশের সম্পূর্ণ সুবিধা নিয়ে আয়-ব্যয় এবং বিনিয়োগের পরিকল্পনা করার জন্য কর পরিকল্পনা করা হয়। ভারতের ট্যাক্স আইন অনুসারে, একজন ব্যক্তির জীবন বীমার প্রিমিয়াম তার নিজের জীবন,তার স্বামী/স্ত্রী এবং সন্তানদের জীবন বীমা পলিসিতে প্রদত্ত আয়কর আইনের ধারা ৮০সি এর অধীনে কাটার যোগ্য। করযোগ্য আয় গণনা করা হয়। বর্তমানে, শর্ত সাপেক্ষে এই ছাড়টি ১,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত অনুমোদিত। এই ধরনের পলিসিগুলির পরিপক্কতা আয় (বিশ্বাসের যোগফল এবং বোনাস) ধারা ১০ডি এর অধীনেও ছাড় দেওয়া হয়েছে। একইভাবে, মৃত্যু দাবির পরিমাণ প্রাপকের হাতে আয়কর থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত। একজনকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে এখানে উদ্দেশ্য হল কর ফাঁকি দেওয়া এবং কম করা নয়।

জীবন বীমা এজেন্টদের প্রায়শই তাদের ক্লায়েন্ট এবং সম্ভাব্য গ্রাহকদের তাদের বীমা চাহিদা মেটানোর জন্য নয় বরং তাদের অন্যান্য আর্থিক চাহিদা মেটানোর জন্যও তাদের পরামর্শ দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। আর্থিক পরিকল্পনার একটি সঠিক জ্ঞান যেকোনো বীমা এজেন্টের কাছে অনেক মূল্যবান হবে।

নিজে নিজে করো ৩

নিচের কোনটি কর পরিকল্পনার উদ্দেশ্য নয়?

I. সর্বোচ্চ কর সুবিধা

II. বিচক্ষণ বিনিয়োগের ফলে করের বোঝা কমে যাওয়া

III. কর ফাঁকি দেওয়া

IV. কর বিরতির সম্পূর্ণ সুবিধা

সারসংক্ষেপ

- আর্থিক পরিকল্পনার প্রক্রিয়াগুলি:
  - ✓ একজনের জীবনের লক্ষ্য চিহ্নিত করা,
  - ✓ এই চিহ্নিত লক্ষ্যগুলিকে আর্থিক লক্ষ্যে অনুবাদ করা এবং

- ✓ একজনের আর্থিক ব্যবস্থাপনা এমনভাবে করা যা একজনকে সেই লক্ষ্যগুলি অর্জন করতে সাহায্য করবে

- ব্যক্তিগত জীবন চক্রের উপর ভিত্তি করে তিন ধরনের আর্থিক পণ্যের প্রয়োজন হয়। এগুলি হল:
  - ✓ ভবিষ্যতের লেনদেন সক্ষম করা,
  - ✓ আকস্মিক পরিস্থিতি মেটান এবং
  - ✓ সম্পদ সঞ্চয়
- যৌথ পরিবারের বিচ্ছিন্নতা, বর্তমানে উপলব্ধ একাধিক বিনিয়োগের বিকল্প এবং পরিবর্তিত জীবনধারা ইত্যাদির মতো পরিবর্তনশীল সামাজিক গতিশীলতার দ্বারা আর্থিক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।
- আর্থিক পরিকল্পনা শুরু করার সর্বোত্তম সময় হল প্রথম বেতন পাওয়ার পর।
- আর্থিক পরিকল্পনা উপদেষ্টা পরিষেবাতে যেগুলি অন্তর্ভুক্ত:
  - ✓ নগদ পরিকল্পনা,
  - ✓ বিনিয়োগ পরিকল্পনা,
  - ✓ বীমা পরিকল্পনা,
  - ✓ অবসরের পরিকল্পনা,
  - ✓ স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির পরিকল্পনা এবং
  - ✓ কর পরিকল্পনা

মূল শর্তাবলী

1. আর্থিক পরিকল্পনা
2. জীবনের পর্যায়গুলি
3. ঝুঁকির প্রোফাইল
4. নগদ পরিকল্পনা
5. বিনিয়োগ পরিকল্পনা
6. বীমা পরিকল্পনা
7. অবসরের পরিকল্পনা
8. স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির পরিকল্পনা
9. উপযুক্ত তথ্য
10. কর পরিকল্পনা

নিজে নিজে করোর উত্তর

উত্তর ১ – সঠিক বিকল্প হল ।

উত্তর ২ – সঠিক বিকল্প হল ।।

উত্তর ৩ – সঠিক বিকল্প হল ।।।

অধ্যায় L-03

জীবন বীমা পণ্য: প্রথাগত

অধ্যায় পরিচিতি

অধ্যায়টি আপনাকে জীবন বীমা পণ্যের জগতের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে। এটি সাধারণভাবে পণ্য সম্পর্কে কথা বলার মাধ্যমে শুরু হয় এবং তারপর জীবন বীমা পণ্যগুলির প্রয়োজনীয়তা এবং জীবনের বিভিন্ন লক্ষ্য অর্জনে তারা যে ভূমিকা পালন করে তা নিয়ে আলোচনার জন্য এগিয়ে যায়। অবশেষে আমরা কিছু প্রথাগত জীবন বীমা পণ্য সম্পর্কে দেখব ।

শিক্ষণীয় ফলাফল

A. জীবন বীমা পণ্য পরিদর্শন

B. প্রথাগত জীবন বীমা পণ্য

A. জীবন বীমা পণ্যের পরিদর্শন

1. পণ্য কি?

শুরুতে, আসুন 'পণ্য' বলতে কী বোঝায় তা সম্পর্কে দেখি। জনপ্রিয় ভাষায় একটি পণ্যকে সাধারণত কেবলমাত্র একটি পণ্য হিসাবে বিবেচনা করা হয় যা বাজারে আনা এবং বিক্রি করা হয়।

এটা বোঝা দরকার যে প্রতিটি পণ্যের বৈশিষ্ট্যের একটি গুচ্ছ যা নির্দিষ্ট সুবিধা প্রদান করে।

সমস্ত কোম্পানি তাদের পণ্যগুলিকে গ্রাহকদের কাছে আরও সুন্দর করে এবং বিভিন্ন ধরণের বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা প্রদান করে আলাদা করার চেষ্টা করে। একজন জীবন বীমা এজেন্টের ভূমিকা হল তাদের কোম্পানির পণ্যগুলিকে অন্যদের তুলনায় অনন্য এবং আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য এই বৈশিষ্ট্যগুলি ও সুবিধাগুলি বোঝানো।

উদাহরণ

কোলগেট, ক্লোজ আপ এবং প্রতিশ্রুতিপূর্ণ বিভিন্ন ব্র্যান্ডের টুথপেস্ট। তবে প্রতিটি ব্র্যান্ডের বৈশিষ্ট্য একে অপরের থেকে আলাদা।

পণ্যগুলি হতে পারে:

i. **বাস্তব:** শরীরগত বস্তুকে বোঝায় যেগুলি সরাসরি স্পর্শের মাধ্যমে দেখা বা অনুভব করা যায় (উদাহরণস্বরূপ একটি গাড়ি বা একটি টেলিভিশন সেট)

ii. **অবাস্তব:** শুধুমাত্র পরোক্ষভাবে উপলব্ধি করা যেতে পারে এমন পণ্যগুলিকে বোঝায়।

জীবন বীমা এমন একটি পণ্য যা অস্পষ্ট।

2. জীবন বীমা পণ্যের উদ্দেশ্য

মানুষের একটি ব্যাপক মূল্যবান সম্পদ রয়েছে – মানব পুঁজি – যা আমাদের উত্পাদনশীল উপার্জন ক্ষমতার উৎস। তবে জীবন ও মানুষের মঙ্গল নিয়ে একটা অনিশ্চয়তা রয়েছে। মৃত্যু এবং রোগের মতো ঘটনা আমাদের উপার্জন ক্ষমতা এবং জীবন সঞ্চয়কে ধ্বংস করতে পারে। বীমা এই ধরনের পরিস্থিতিতে সুরক্ষা প্রদান করে।

জীবন বীমা পণ্যগুলি মৃত্যু বা অক্ষমতার ফলে একজন ব্যক্তির উত্পাদনশীল ক্ষমতার অর্থনৈতিক মূল্যের ক্ষতির বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করে। যে মুহূর্তে একজন ব্যক্তি একটি জীবন বীমা পলিসি নেয় এবং প্রথম প্রিমিয়াম প্রদান করে, তার নামে একটি তাত্ক্ষণিক সম্পত্তি তৈরি করা হয় এবং এর আয়ের নির্ভরশীল বা প্রিয়জনদের জন্য উপলব্ধ হয়।

জীবন বীমা একজন ব্যক্তির দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুর ক্ষেত্রে, সেই ব্যক্তির নিকটবর্তী এবং প্রিয়জনদের মনের শান্তি এবং সুরক্ষা প্রদান করে। এই ধরনের সুরক্ষা প্রদানের বাইরেও, জীবন বীমা বাজারের অন্যান্য চাহিদা পূরণ করে যেমন সঞ্চয়, সম্পদ আহরণ, বিনিয়োগের নিরাপত্তা এবং নিরাপত্তা ও নির্দিষ্ট হারে ফেরত দেওয়া, যা এই কোর্সে আলোচনা করা হয়নি।

জীবন বীমা শিল্প গত দুই শতাব্দীতে পণ্যের অফারে প্রচুর উদ্ভাবন দেখেছে। মৃত্যু সুবিধার পণ্যগুলি নিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল কিন্তু সময়ের সাথে সাথে প্রদত্ত সম্পত্তি, অক্ষমতা সুবিধা, ভয়ঙ্কর রোগের কভার ইত্যাদির মতো একাধিক জীবিত সুবিধা যুক্ত করা হয়েছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলির একটি প্রধান উদ্ভাবন হল বাজার যুক্ত পলিসি তৈরি করা যেখানে বীমাকৃত ব্যক্তিকে তার বিনিয়োগ সম্পদ নির্বাচন এবং পরিচালনায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। আরেকটি প্রধান উদ্ভাবন ছিল নমনীয় আনবান্ডেলেদ পণ্যের বিবর্তন, যেখানে বিভিন্ন সুবিধা এবং সেইসাথে খরচের উপাদানগুলি পরিবর্তনশীল চাহিদা, ক্রয়ক্ষমতা এবং জীবন-পর্যায় অনুযায়ী পলিসিধারক দ্বারা পরিবর্তিত হতে পারে।

3. উপযুক্ত তথ্য

এজেন্ট এবং ব্রোকার সহ বীমা মধ্যস্থতাকারীদের আরও জবাবদিহি করতে এবং ভুল বিক্রির ঘটনাগুলি হ্রাস করার জন্য আইআরডিএআই 'পণ্যের উপযুক্ততা' একটি ধারণা তৈরি করেছে। 'উপযুক্ত তথ্য' হল বয়স, আয়, পারিবারিক অবস্থা, জীবনের পর্যায়, আর্থিক এবং পারিবারিক লক্ষ্য, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য, বীমা পোর্টফোলিও ইতিমধ্যেই ধারণ করা ইত্যাদি বিষয়ে সম্ভাব্য তথ্য। অর্থাৎ, একজন ভোক্তার কাছে বীমা পলিসি বিক্রি করার আগে, একজন এজেন্ট ভোক্তার প্রয়োজনের জন্য পণ্যের উপযুক্ততাকে ন্যায্যতা দিতে সক্ষম হওয়া উচিৎ।

অন্য কথায়, এজেন্ট নির্দিষ্ট সম্ভাবনার ঝুঁকির প্রোফাইল – বয়স, আয়, পারিবারিক অবস্থা, জীবনের পর্যায়, আর্থিক ও পারিবারিক লক্ষ্য, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য; ইতিমধ্যেই রাখা বীমা পোর্টফোলিও, বীমা চাহিদা ইত্যাদি বিবেচনা করে এবং সিদ্ধান্ত নেয় যে সম্ভাব্য পণ্যটি উপযুক্ত কিনা। পণ্যের প্রকৃতি, প্রিমিয়ামের পরিমাণ, প্রিমিয়াম পরিশোধের পদ্ধতি এবং পলিসির মেয়াদ এবং সেই সাথে প্রিমিয়াম প্রদানের পদ্ধতিও 'উপযুক্ত'-এর প্যারামিটারের অংশ।

আইআরডিএআই আদেশ দেয় যে সংগৃহীত উপযুক্ততা তথ্য সম্ভাব্য এবং এজেন্ট দ্বারা স্বাক্ষর করা উচিৎ; এবং পলিসি রেকর্ডের অংশ হিসাবে বীমাকারী দ্বারা সংরক্ষিত এবং কর্তৃপক্ষ দ্বারা পরিদর্শনের জন্য উপলব্ধ করা হয়েছে।

4. জীবন বীমা পণ্যের আরোহী

একজন আরোহী নিয়ম অনুযায়ী একটি অনুমোদনের মাধ্যমে যোগ করা হয়, যা চুক্তির অংশ হয়ে যায়। আরোহীদের সাধারণত সম্পূরক সুবিধা প্রদানের জন্য ব্যবহার করা হয় যেমন একটি পলিসি দ্বারা প্রদত্ত মৃত্যু সুবিধার পরিমাণ বাড়ানো দুর্ঘটনার কারণে। জীবন বীমা কোম্পানিগুলি বেশ কিছু আরোহী অফার করে যার মাধ্যমে তাদের অফারগুলির মূল্য বৃদ্ধি পায়, আরোহীরা একক প্ল্যানে একজন ব্যক্তির বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তা কাস্টমাইজ করতে সাহায্য করে।

আরোহীরা একটি আদর্শ জীবন বীমা চুক্তিতে অতিরিক্ত সুবিধা হিসাবে অক্ষমতা কভার, দুর্ঘটনা কভার এবং গুরুতর অসুস্থতা কভারের মতো সুবিধা প্রদানের একটি উপায় সরবরাহ করে। পলিসি হোল্ডাররা অতিরিক্ত প্রিমিয়াম দিয়ে তাদের সুবিধা পেতে পারেন।

নিজে নিজে করো ১

নিচের কোনটি অবাস্তব পণ্য?

I. গাড়ি

II. বাড়ি

III. জীবন বীমা

IV. সাবান

B. প্রথাগত জীবন বীমা পণ্য

আমরা এখন জীবন বীমা পণ্যের কিছু প্রথাগত ধরনের সম্পর্কে জানব।

চিত্র ১: প্রথাগত জীবন বীমা পণ্য

1. মেয়াদী বীমা পরিকল্পনা

মেয়াদী বীমা একটি চুক্তি যা শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বৈধ। এটি একটি বিমান ভ্রমণ সম্পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় স্বল্প সময়ের থেকে একাধিক বছর পর্যন্ত হতে পারে। সুরক্ষা ৬৫ বা ৭০ বছর বয়স পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারে। এক বছরের মেয়াদী পলিসি সম্পত্তি এবং দুর্ঘটনার বীমা চুক্তির মতোই। এই পলিসিতে কোনো সঞ্চয় বা নগদ মূল্যের উপাদান নেই।

অক্টোবর ২০২০-এ, আইআরডিএআই একটি স্ট্যান্ডার্ড ব্যক্তিগত মেয়াদী জীবন বীমা পণ্য প্রবর্তন করেছে, "সরল জীবন বীমা" (বিমাকারীর নামটি পণ্যের নামের পূর্বে লাগানো হবে), একটি অ-সংযুক্ত অংশগ্রহণকারী নয় এমন ব্যক্তিগত বিশুদ্ধ ঝুঁকি প্রিমিয়াম জীবন বীমা পরিকল্পনা, যা পলিসির মেয়াদে লাইফ অ্যাসিওর্ডের দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুর ক্ষেত্রে মনোনীত ব্যক্তিকে এককভাবে বিমাকৃত অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা করে।

নিয়ন্ত্রক দ্বারা নির্দিষ্ট কিছু সুবিধা এবং আরোহী ব্যতীত, অন্য কোন আরোহী/লভ্যাংশ/বিকল্প অফার করার অনুমতি নেই। এছাড়াও, আত্মহত্যা বর্জন ছাড়া পণ্যের অধীনে কোনো বর্জন থাকবে না।

সরল জীবন বীমা লিঙ্গ, বাসস্থান, ভ্রমণ, পেশা বা শিক্ষাগত যোগ্যতার সীমাবদ্ধতা ছাড়াই ব্যক্তিদের অফার করা হবে।

a) উদ্দেশ্য

একটি মেয়াদী পরিকল্পনা জীবন বীমার মূল এবং মৌলিক ধারণাটি পূরণ করে, যা বীমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পরে তার নির্ভরশীলদের একটি নিশ্চিত অর্থ প্রদান করা হয়।

পলিসিটি একটি আয় প্রতিস্থাপন পরিকল্পনা হিসাবেও কাজ করে। এখানে আশ্রিত সুবিধাভোগীদের মাসিক, ত্রৈমাসিক বা অনুরূপ পর্যায়ক্রমিক অর্থপ্রদানের একটি সিরিজ দ্বারা একমুঠো অর্থের অর্থ প্রদান করা হয়।

b) অক্ষমতা

সাধারণত একটি মেয়াদী বীমা পলিসি শুধুমাত্র মৃত্যুকে কভার করে। যাইহোক, মূল পলিসিতে একটি প্রতিবন্ধী সুরক্ষা রাইডার কেনা সম্ভব। এই ধরনের ক্ষেত্রে, যদি বীমাকৃত ব্যক্তি চুক্তির মেয়াদের সময় একটি নির্দিষ্ট অক্ষমতার শিকার হন, তাহলে সুবিধাভোগী/বীমাকৃত ব্যক্তিকে একটি অক্ষমতা সুবিধা প্রদান করা হবে। বীমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত সুবিধাগুলি অব্যাহত থাকবে।

চিত্র ২: অক্ষমতা

c) মেয়াদি বীমার রাইডার হিসাবে

মেয়াদী জীবনের অধীনে সুরক্ষা সাধারণত একটি স্বতন্ত্র পলিসি হিসাবে সরবরাহ করা হয় তবে এটি একটি পলিসিতে একজন রাইডারের মাধ্যমেও সরবরাহ করা যেতে পারে।

উদাহরণ

পেনশন প্ল্যানের একজন রাইডার পেনশন শুরু হওয়ার তারিখের আগে মারা গেলে প্রদেয় মৃত্যু সুবিধা প্রদান করে।

d) পরিবর্তনযোগ্যতা

রূপান্তরযোগ্য মেয়াদী বীমা পলিসিগুলি একজন পলিসিধারককে বীমাযোগ্যতার নতুন প্রমাণ প্রদান না করে "সারা জীবন" এর মতো একটি স্থায়ী পরিকল্পনায় একটি মেয়াদী বীমা পলিসি পরিবর্তন বা রূপান্তর করতে দেয়। এই সুবিধা তাদের সাহায্য করে যারা স্থায়ী নগদ মূল্যের বীমা করতে চায় কিন্তু এর উচ্চ প্রিমিয়াম বহন করতে অক্ষম। যখন মেয়াদী পলিসি স্থায়ী বীমাতে রূপান্তরিত হয় তখন নতুন প্রিমিয়ামের হার বেশি হবে।

e) অনন্য বিক্রয় প্রস্তাব (ইউএসপি)

মেয়াদী নিশ্চয়তার অনন্য বিক্রয় প্রস্তাব (ইউএসপি) হল এর কম দাম, যা একজনকে সীমিত বাজেটে অপেক্ষাকৃত বড় পরিমাণে জীবন বীমা কিনতে সক্ষম করে।

f) বৈকল্পিক

বেশ কয়েকটি রূপের মেয়াদী নিশ্চয়তার সম্ভব।

চিত্র ৩: মেয়াদী নিশ্চয়তার রূপ

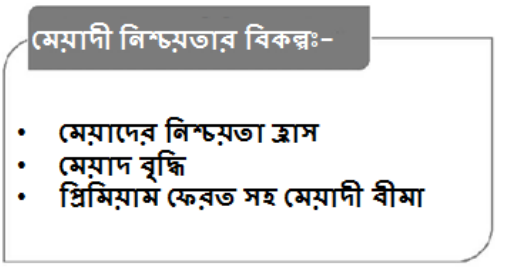

i. মেয়াদী নিশ্চয়তার হ্রাস

এই প্ল্যানগুলি সাধারণত হ্রাস করা মেয়াদী বীমা নিয়ে গঠিত যা মৃত্যু সুবিধার একটি পরিমাণ প্রদান করে যা ঋণের বকেয়ার সমান, যদি ঋণ পরিশোধের আগে ঋণগ্রহীতার মৃত্যু হয়। এগুলি প্রায়শই বন্দক মুক্তি (অধ্যায় ১৫ এ আলোচনা করা হয়েছে) বা ক্রেডিট লাইফ ইন্স্যুরেন্স হিসাবে বাজারজাত করা হয়। পরিকল্পনাগুলি সাধারণত তাদের ঋণগ্রহীতাদের জীবন কভার করার জন্য গ্রুপ বীমা হিসাবে ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রি করা হয়। বন্ধকী খালাস বীমা ক্রয় প্রায়ই বন্ধকী ঋণ-এর একটি শর্ত। এই ধরনের পরিকল্পনা অটোমোবাইল বা অন্যান্য ব্যক্তিগত ঋণের জন্যও উপলব্ধ হতে পারে।

ii. মেয়াদ বৃদ্ধির নিশ্চয়তা

নামানুসারে, পরিকল্পনাটি একটি মৃত্যু সুবিধা প্রদান করে, যা পলিসির মেয়াদের সাথে সাথে বৃদ্ধি পায়। কভারেজের পরিমাণ বাড়ার সাথে সাথে প্রিমিয়াম সাধারণত বৃদ্ধি পায়।

iii. প্রিমিয়ামের ফেরত যুক্ত মেয়াদী বীমা

আরেক ধরনের পলিসি (ভারতে বেশ জনপ্রিয়) হল প্রিমিয়াম ফেরত যুক্ত মেয়াদী নিশ্চয়তা। যদিও প্রিমিয়াম ফেরত ছাড়া একই মেয়াদী বীমা পরিকল্পনার তুলনায় প্রদত্ত প্রিমিয়াম অনেক বেশি হবে, কিছু গ্রাহকের এই ধরনের পলিসির প্রয়োজন হতে পারে।

g) প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি

নিম্নলিখিত যেসব পরিস্থিতিতে মেয়াদী বীমা প্রাসঙ্গিক হতে পারে:

i. যেখানে বীমা সুরক্ষার প্রয়োজন সেখানে সম্পূর্ণরূপে অস্থায়ী, উদা: বন্ধকী খালাসের ক্ষেত্রে

ii. একটি সঞ্চয় পরিকল্পনা অতিরিক্ত সম্পূরক হিসাবে কাজ করে।

iii. "মেয়াদ কিনুন এবং বাকিটা বিনিয়োগ করুন" দর্শনের অংশ হিসেবে, যেখানে কেউ বীমা কোম্পানির কাছ থেকে শুধুমাত্র সস্তা মেয়াদী বীমা সুরক্ষা চায় এবং অন্যান্য আকর্ষণীয় বিনিয়োগে প্রিমিয়ামের পার্থক্য বিনিয়োগ করতে চায়।

গুরুত্বপূর্ণ

মেয়াদী পরিকল্পনার সীমাবদ্ধতা: মেয়াদী বীমা পরিকল্পনাগুলি শুধুমাত্র নির্দিষ্ট সময়ের জন্য উপলব্ধ এবং কেউ ৬০ বা ৬৫ বয়সের পরে কভারেজ চালিয়ে যেতে সক্ষম নাও হতে পারে।

2. যাবজ্জীবন বিমা

সম্পূর্ণ জীবন বীমা একটি স্থায়ী জীবন বীমা পলিসির উদাহরণ। এখানে, জীবন বীমাকারী সম্মত মৃত্যু বেনিফিট প্রদানের প্রস্তাব দেয় যখন বিমাকৃত ব্যক্তি মারা যায়, মৃত্যু যখনই ঘটুক না কেন। প্রিমিয়াম সারাজীবন বা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সীমিত সময়ের জন্য পরিশোধ করা যেতে পারে।

সমগ্র জীবনের প্রিমিয়ামগুলি মেয়াদী প্রিমিয়ামের তুলনায় অনেক বেশি কারণ সমগ্র জীবন নীতিগুলি বিমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যু পর্যন্ত বলবৎ থাকার জন্য তৈরি করা হয়েছে এবং যে কোনো সময় মৃত্যু সুবিধা প্রদান করতে হবে। প্ল্যানটি পলিসি হোল্ডারের অ্যাকাউন্টে নগদ মূল্যেরও ব্যবস্থা করে। তিনি এই নগদ মূল্য থেকে একটি পলিসি ঋণের আকারে নগদ অর্থ উত্তোলন করতে পারেন বা এমনকি নগদ মূল্যের জন্য পলিসিটি সমর্পণ করে এটি খালাস করতে পারেন।

বকেয়া ঋণের ক্ষেত্রে, মৃত্যুর পরে সুবিধাপ্রাপ্তদের পরিশোধিত টাকা থেকে ঋণ এবং সুদের পরিমাণ কেটে নেওয়া হয়।

একটি সম্পূর্ণ জীবন নীতি হল পরিবারের প্রধান উপার্জনকারীর জন্য একটি ভাল পরিকল্পনা যিনি প্রিয়জনদের তার অকাল মৃত্যুতে রক্ষা করতে চান এবং বিভিন্ন ঘটনা যেমন প্রান্তিক অসুস্থতার ক্ষয় থেকে তার পুঁজি সংরক্ষণ করতে চান। প্রয়োজনে অবসরের সমগ্র জীবন বীমা পলিসির নগদ মূল্যও ব্যবহার করতে পারেন। পুরো জীবন বীমা এইভাবে পরিবারের সঞ্চয় এবং সম্পদ তৈরিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাতে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে চলে যায়।

3. বৃত্তিদানের আশ্বাস

এটি এমন একটি চুক্তি যেখানে পলিসির মেয়াদে বিমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যুর ক্ষেত্রে বিমাকৃত ব্যক্তির মনোনীতদের জন্য বিমাকৃত অর্থ প্রদান করা হয়। বিমাকৃত ব্যক্তি মেয়াদে বেঁচে থাকলে বিমাকৃতকে বিমাকৃত অর্থ প্রদান করা হয়।

পণ্যটিতে মৃত্যু এবং বেঁচে থাকার সুবিধা উভয় উপাদান রয়েছে। ব্রিত্তিদান নিশ্চয়তা সঞ্চয়ের নিরাপদ এবং বাধ্যতামূলক পদ্ধতি প্রদান করে যা একজনের বীমা এবং সঞ্চয়ের প্রোগ্রামকে সংযুক্ত করে।

লোকেরা বৃদ্ধ বয়সের বিরুদ্ধে প্রদানের একটি নিশ্চিত পদ্ধতি হিসাবে বা একটি তহবিলের মতো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পূরণের জন্য যেসব বৃত্তিদান পরিকল্পনাগুলি কিনে থাকে (a) শিক্ষাগত উদ্দেশ্যে, (b) বাচ্চাদের বিয়ের খরচ মেটানো বা (c) বন্ধকী (নিবাসন) ঋণ পরিশোধ করা।

সরকার সাধারণত প্রদত্ত প্রিমিয়ামের উপর করের সুবিধা প্রদান করে, যা এটিকে আকর্ষণীয় করে তোলে। অনেক বৃত্তিদান নীতি ৫৫ থেকে ৬৫ বছর বয়সে পরিপক্ক হয়, যখন বিমাকৃত ব্যক্তি তার অবসর গ্রহণের পরিকল্পনা করছেন। এই ক্ষেত্রে এই ধরনের নীতি অবসর সঞ্চয় সম্পূরক হতে পারে।

বৈকল্পিক: বৃত্তিদান আশ্বাসের কিছু ভিন্নতা রয়েছে – যা নীচে আলোচনা করা হয়েছে।

4. টাকা ফেরত পলিসি

টাকা ফেরত পলিসি ভারতের একটি জনপ্রিয় বৃত্তিদান পরিকল্পনা। মেয়াদে বিমাকৃত পরিমানের কিছু অংশ এবং মেয়াদ শেষে বিমাকৃত ব্যালেন্সের কিছু অংশ কিস্তিতে ফেরত দেওয়ার বিধান রয়েছে।

উদাহরণ

২০ বছরের জন্য একটি টাকা ফেরত পলিসি ৫ম, ১০ম এবং ১৫তম বছরের শেষে প্রতিটি নিশ্চিত রাশির ২০% বেঁচে থাকার সুবিধা এবং ২০ বছরের পূর্ণ মেয়াদ শেষে ৪০% বাকি থাকার সুবিধা প্রদান করতে পারে। ১৮ বছর বয়সের জীবন বিমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যু হলে, সম্পূর্ণ বিমাকৃত অর্থ এবং লভ্যাংশ (পরবর্তী বিভাগে ব্যাখ্যা করা হয়েছে) মৃত্যু সুবিধা হিসাবে প্রদান করা হয়, যদিও বিমাকৃতকে ৬০% সুবিধা প্রদান করা হত ।

টাকা ফেরত পরিকল্পনাগুলি জনপ্রিয় হয়েছে কারণ তাদের সারল্য (নগত ফেরত) উপাদান, যা তাদের স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী চাহিদা পূরণের জন্য আকর্ষণীয় করে তোলে। পলিসির মেয়াদ চলাকালীন যে কোনো সময়ে ব্যক্তি মারা গেলে এই ধরনের পরিকল্পনাগুলি সম্পূর্ণ মৃত্যু সুরক্ষা প্রদান করে।

5. অংশগ্রহণকারী (সমতুল্য) এবং অ-অংশগ্রহণকারী (অসমতুল্য) পরিকল্পনা

জীবন বীমা পণ্যগুলিকে অংশগ্রহণকারী (সমতুল্য) এবং অ-অংশগ্রহণকারী (অ-সমতুল্য) পণ্য হিসাবেও শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে। "সমতুল্য" শব্দটি এমন পলিসিগুলিকে বোঝায় যা জীবন বীমাকারীর লাভে অংশগ্রহণ করছে। অন্যদিকে, "অ-সমতুল্য", এমন পলিসিগুলিকে প্রতিনিধিত্ব করে যা লাভে অংশগ্রহণ করে না। উভয় প্রকারই ঐতিহ্যগত জীবন বীমায় উপস্থিত থাকে। সমস্ত ঐতিহ্যগত পরিকল্পনার অধীনে, পুল করা জীবন তহবিল যা পলিসিধারীদের প্রিমিয়াম থেকে প্রাপ্ত নিয়ন্ত্রক নিয়ম অনুসারে বিনিয়োগ করা হয়। যে পলিসি হোল্ডাররা 'পার প্রোডাক্ট' বেছে নেন, তারা নিশ্চিত পরিমাণ বিমা ছাড়াও, বীমাকারীর দ্বারা উত্পন্ন উদ্বৃত্তের (বোনাস) একটি অংশ পাওয়ার যোগ্য। এগুলি 'লাভ সহ' পরিকল্পনা হিসাবে পরিচিত।

6. অংশগ্রহণকারী নয় এমন পণ্য

যে পলিসি হোল্ডাররা লাভ ছাড়াই অসংযুক্ত প্ল্যান কেনেন তাদের একটি সুবিধা দেওয়া হয় যা চুক্তির শুরুতে নির্দিষ্ট এবং গ্যারান্টিযুক্ত। অ-অংশগ্রহণকারী পণ্যগুলি হয় 'সংযুক্ত প্ল্যাটফর্ম' বা 'অ-সংযুক্ত প্ল্যাটফর্মের' অধীনে অফার করা যেতে পারে। এগুলি 'লাভ ছাড়া' পরিকল্পনা হিসাবে পরিচিত।

উদাহরণ

একজনের বিশ বছরের একটি এনডাউমেন্ট পলিসি থাকতে পারে যা মেয়াদের প্রতি বছরের জন্য বিমাকৃত পরিমানের ২% নিশ্চিত যোগ করে, যাতে পরিপক্কতা সুবিধা নিশ্চিত করা হয় এবং মোট ৪০% নিশ্চিত করা হয়।

প্রথাগত অসমতুল্য পলিসিগুলির উপর আইআরডিএআই-এর নির্দেশিকাগুলির অধীনে, একটি নির্দিষ্ট ঘটনা ঘটলে যে সুবিধাগুলি প্রদান করতে হবে, তা শুরুতেই স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে এবং যা সূচক বা বেঞ্চমার্কের সাথে সংযুক্ত করা উচিত নয়। নিয়মিত বিরতিতে অর্জিত অতিরিক্ত সুবিধার

ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এর মানে হল এই পলিসির রিটার্ন পলিসি নেওয়ার সময় অবশ্যই প্রকাশ করতে হবে।

গুরুত্বপূর্ণ

মৃত্যু সুবিধাগুলি সময়ে সময়ে জারি করা আইআরডিএআই-এর প্রবিধান সাপেক্ষে বর্তমানে, ঐতিহ্যবাহী পণ্য সম্পর্কিত আইআরডিএআই (অ-সংযুক্ত) পণ্য নিয়ন্ত্রণ ২০১৯-এর নতুন প্রবিধান ৯ অনুযায়ী ন্যূনতম মৃত্যু কভারগুলি নিম্নরূপ:

সমস্ত অ-সংযুক্ত ব্যক্তিগত জীবন বীমা পণ্যগুলির জন্য, পলিসির সম্পূর্ণ মেয়াদে মৃত্যুর ন্যূনতম বিমাকৃত পরিমান বার্ষিক প্রিমিয়ামের ৭ গুণের কম হবে না, সীমিত বা নিয়মিত প্রিমিয়াম পণ্যগুলির জন্য এবং একক প্রিমিয়ামের জন্য ১.২৫ গুণের কম হবে না।

অংশগ্রহণকারী পণ্যগুলির জন্য মৃত্যুর বিমাকৃত রাশি ছাড়াও, পলিসিতে উল্লিখিত লভ্যাংশ ও অতিরিক্ত সুবিধাগুলি এবং মৃত্যুর তারিখ পর্যন্ত সংগৃহীত মৃত্যু সুবিধার অংশ হিসাবে মৃত্যুতে প্রদেয় হবে, যদি আগে পরিশোধ না করা হযে থাকে। সংক্ষেপে, দুটি পরিকল্পনা আছে,তা হল অংশগ্রহণকারী এবং অ-অংশগ্রহণকারী ।

i. অংশগ্রহণকারী পলিসিগুলির জন্য বোনাসটি তহবিলের বিনিয়োগ কর্মক্ষমতার সাথে যুক্ত থাকে এবং এর আগে ঘোষণা করা বা গ্যারান্টি দেওয়া হয় না। লভ্যাংশ একবার ঘোষণা করা হলে, এর গ্যারান্টি থেকে যায়। এটি সাধারণত পলিসিধারকের মৃত্যুর ক্ষেত্রে বা মেয়াদপূর্তির সুবিধা প্রদান করা হয়। এই লভ্যাংশটিকে বিপরীতমুখী লভ্যাংশও বলা হয়।

ii. অ-অংশগ্রহণকারী নীতির ক্ষেত্রে, পলিসির রিটার্ন পলিসির শুরুতেই প্রকাশ করা হয়।

7. পেনশনের বার্ষিক পরিকল্পনা

একটি পেনশন প্ল্যান সাধারণত একটি তহবিল যা একজন ব্যক্তির চাকরির বছরগুলিতে অর্থ প্রদান করা হয় এবং যেখান থেকে ব্যক্তিকে তার চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর পর্যায়ক্রমিক অর্থপ্রদানের আকারে সহায়তা করার জন্য অর্থ বের করে আনা হয়।

পেনশন পরিকল্পনা গ্রুপ (সাধারণত নিয়োগকর্তা চালিত) বা ব্যক্তিগত ভিত্তিতে তৈরি করা হয়। গ্রুপ পেনশন একটি "সংজ্ঞায়িত বেনিফিট প্ল্যান" হতে পারে, যেখানে একজন ব্যক্তিকে নিয়মিতভাবে একটি নির্দিষ্ট অর্থ প্রদান করা হয়, বা একটি "সংজ্ঞায়িত অবদান পরিকল্পনা", যার অধীনে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বিনিয়োগ করা হয় যা অবসরের বয়সে উপলব্ধ হয়। পেনশনগুলি মূলত জীবন বার্ষিকীর গ্যারান্টিযুক্ত, এইভাবে দীর্ঘায়ুর ঝুঁকির বিরুদ্ধে বীমা করে। একজন কর্মচারীর সুবিধার জন্য একজন নিয়োগকর্তা দ্বারা তৈরি একটি পেনশনকে সাধারণত একটি পেশাগত বা নিয়োগকর্তা পেনশন হিসাবে উল্লেখ করা হয়।

অবসর গ্রহণের সময়, সদস্যের অ্যাকাউন্টে থাকা অর্থ অবসরকালীন সুবিধা প্রদানের জন্য ব্যবহার করা হয়, সাধারণত একটি বার্ষিক ক্রয় যা তারপর একটি নিয়মিত আয় প্রদান করে। একটি বার্ষিকী হল একটি দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ যা একটি বীমা কোম্পানীর দ্বারা জারি করা হয়েছে যা একজনের আয়ের বাইরে থাকার ঝুঁকি থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। বার্ষিকীকরণের মাধ্যমে, একজনের অবদান পর্যায়ক্রমিক অর্থপ্রদানে রূপান্তরিত হয় যা সারাজীবন স্থায়ী হতে পারে।

ব্যক্তিরা বীমা কোম্পানি থেকে পেনশন প্ল্যান ক্রয় করে পেনশনের সুবিধা পেতে পারেন। যে পেনশন পরিকল্পনাগুলি সঞ্চয় বা বিলম্বিত ভিত্তিতে হতে পারে যা একজন ব্যক্তিকে দুটি উপায়ে অবদান রাখে, (i) একটি একক সমষ্টিগত অর্থ, বা (ii) সময় একটি নির্দিষ্ট সময়ের উপর যাতে সে কাঙ্খিত বয়স/তারিখ থেকে পেনশন পেতে পারে (যাকে বলা হয় 'ভেস্টিং' তারিখ)। কেউ মাসিক, ত্রৈমাসিক, অর্ধ-বার্ষিক বা বার্ষিক ধরণে পেনশন/বার্ষিকী পেতে বেছে নিতে পারেন। পেনশন প্ল্যানগুলি অবিলম্বে পাওয়া যায়, কেনার পরের মাস থেকে, একমুঠো অর্থ প্রদানের মাধ্যমে, যাকে অবিলম্বে বার্ষিক বলা হয়।

ভারতীয় বীমা শিল্পে জীবন বীমাকারীদের দ্বারা বাজারজাত করা বেশ কিছু বিলম্বিত এবং তাত্ক্ষণিক বার্ষিক পণ্য রয়েছে। প্রতিটি পণ্যের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, শর্তাবলী এবং বার্ষিক বিকল্প রয়েছে।

সরল পেনশন: বিমাকারীদের মধ্যে অভিন্নতা প্রদান করতে, বার্ষিক পরিকল্পনাগুলি সম্পর্কে বাজারে বিভ্রান্তি কমাতে এবং এমন একটি পণ্য উপলব্ধ করার জন্য যা বিস্তৃতভাবে একজন গড় গ্রাহকের চাহিদা পূরণ করবে, ২০২১ সালের জানুয়ারিতে, আইআরডিএআই সমস্ত জীবন বীমাকারীকে একটি মানক তাত্ক্ষণিক বার্ষিক পণ্য প্রবর্তন করতে বাধ্য করেছিল স্বতন্ত্র (গোষ্ঠী নয়) ভিত্তিতে সাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং মানক শর্তাবলী সহ। এই ধরনের একটি মানসম্পন্ন পণ্য গ্রাহকদের একটি সচেতন পছন্দ করতে, বীমাকারী এবং বীমাকৃতদের মধ্যে আস্থা বাড়াতে এবং ভুল বিক্রির পাশাপাশি সম্ভাব্য বিরোধ কমাতে সাহায্য করবে।

স্ট্যান্ডার্ড স্বতন্ত্র তাৎক্ষণিক বার্ষিক পণ্যটিকে "সরল পেনশন" বলা হয়, বীমাকারীর নাম দ্বারা উপসর্গযুক্ত। পণ্য দুটি বার্ষিক বিকল্প নিম্নলিখিত হিসাবে প্রস্তাব:

a) জীবন বার্ষিক ক্রয় মূল্যের ১০০% রিটার্ন সহ; এবং

b) যৌথ বার্ষিকীটি প্রাথমিক বার্ষিকীর মৃত্যুতে প্রাথমিক বার্ষিককে ১০০% বার্ষিকী এবং শেষ জীবিত ব্যক্তির মৃত্যুতে ১০০% ক্রয় মূল্য ফেরত দেওয়ার বিধান সহ।

বার্ষিক অর্থ প্রদানের ধরণ হবে মাসিক, ত্রৈমাসিক, অর্ধ-বার্ষিক এবং বার্ষিক। নিম্নলিখিত লিঙ্কে আইআরডিএআই-এর ওয়েবসাইটে বিস্তারিত পাওয়া যাবে - https://www.irdai.gov.in/ADMINCMS/cms/whatsNew_Layout.aspx?page=PageNo4353&flag=1

নিজে নিজে করো ২

পুরো জীবন বীমার জন্য প্রদত্ত প্রিমিয়াম মেয়াদী নিশ্চয়তার জন্য প্রদত্ত প্রিমিয়ামের চেয়ে _____।

I. বেশি

II. কম

III. সমান

IV. যথেষ্ট বেশি

সারসংক্ষেপ

- জীবন বীমা পণ্যগুলি একজন ব্যক্তির উত্পাদনশীল ক্ষমতার অর্থনৈতিক মূল্যের ক্ষতির বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করে, যা তার নির্ভরশীল বা নিজের কাছে উপলব্ধ থাকে।
- একটি জীবন বীমা পলিসির মূল অংশে, ব্যক্তির কাছের এবং প্রিয়জনদের মনের শান্তি এবং সুরক্ষা প্রদান করে যদি তার সাথে দুর্ভাগ্যজনক কিছু ঘটে।
- মেয়াদী বীমা শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বৈধ কভার প্রদান করে যা চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
- মেয়াদী নিশ্চয়তার অনন্য বিক্রয় প্রস্তাব (ইউএসপি) হল এর কম দাম, যা একজনকে সীমিত বাজেটে অপেক্ষাকৃত বড় পরিমাণে জীবন বীমা কিনতে সক্ষম হয়।
- যদিও মেয়াদি নিশ্চয়তা পলিসিগুলি অস্থায়ী নিশ্চয়তার উদাহরণ, যেখানে অস্থায়ী সময়ের জন্য সুরক্ষা পাওয়া যায়, সমগ্র জীবন বীমা হল একটি স্থায়ী জীবন বীমা পলিসির উদাহরণ।

মূল শর্তাবলী

1. মেয়াদী বীমা
2. যাবজ্জীবন বীমা
3. বৃত্তিদানের নিশ্চয়তা
4. টাকা ফেরত পলিসি
5. সমতুল্য এবং অসমতুল্য পরিকল্পনা
6. বিপরীত বোনাস

নিজে নিজে করোর উত্তর

উত্তর ১ – সঠিক বিকল্প হল III

উত্তর ২ – সঠিক বিকল্প হল I

অধ্যায় L-04

জীবন বীমার পণ্য: অ-প্রথাগত

অধ্যায় পরিচিতি

অধ্যায়টি আপনাকে অপ্রচলিত জীবন বীমা পণ্যের জগতের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। আমরা প্রথাগত জীবন বীমা পণ্যগুলির সীমাবদ্ধতা পরীক্ষা করে শুরু করে এবং তারপরে অপ্রচলিত জীবন বীমা পণ্যগুলির আবেদনের দিকে নজর রাখব। পরিশেষে আমরা বাজারে উপলব্ধ অ-প্রচলিত জীবন বীমার বিভিন্ন ধরণের পণ্যগুলিকে দেখব।

শিক্ষণীয় ফলাফল

A. অপ্রচলিত জীবন বীমা পণ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

B. অপ্রচলিত জীবন বীমার পণ্য

A. অপ্রচলিত জীবন বীমা পণ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

1. অপ্রচলিত জীবন বীমা পণ্য - উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজন

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা কিছু ঐতিহ্যবাহী জীবন বীমা পণ্য বিবেচনা করেছি যেগুলিতে বীমার পাশাপাশি সঞ্চয়ের উপাদানও রয়েছে।

আর্থিক বাজারে অন্যান্য সম্পদের সাথে তুলনীয় ফেরতের হার প্রদানের জন্য প্রথাগত জীবন বীমা পলিসির ক্ষমতা নিয়ে লোকেরা প্রশ্ন তুলেছে। লাভ এবং প্রিমিয়ামের একক প্যাকেজে কীভাবে তা গঠন করা হয়েছে সে সম্পর্কেও সমস্যাগুলি উত্থাপিত হয়েছে।

2. প্রথাগত পণ্যের সীমাবদ্ধতা

একটি সমালোচনামূলক পরীক্ষা উদ্বেগের নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলি প্রকাশ করবে:

নগদ মূল্যের উপাদান: ঐতিহ্যগত পলিসিতে সঞ্চয় বা নগদ মূল্য উপাদান ভালভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় না। এটি মৃত্যুহার, সুদের হার, ব্যয় এবং অন্যান্য পরামিতি সম্পর্কে কম স্বচ্ছ করে তোলে যা তৈরি করা হয়।

রিটার্নের হার: প্রথাগত পলিসিতে ফেরতের হার নির্ণয় করা সহজ নয় কারণ চুক্তি শেষ হলেই "উইথ প্রফিট পলিসি"-এর অধীনে সুবিধার মূল্য জানা যাবে। এটি অন্যান্য আর্থিক উপকরণগুলির সাথে এই নীতিগুলির তুলনা করা কঠিন করে তোলে।

সমর্পীত মূল্য: নগদ এবং সমর্পণ মূল্যে পৌঁছানোর পদ্ধতি (যেকোনো সময়ে), জীবন বীমাকারী দ্বারা সেট করা হয় এবং যা স্বচ্ছ নয়।

ফলাফল: এই পলিসিগুলির ফলাফল অন্যান্য বিনিয়োগের তুলনায় অনেক কম।

3. **অপ্রচলিত নীতির বৈশিষ্ট্য:** জীবন বীমা কোম্পানিগুলি কিছু উদ্ভাবনী বৈশিষ্ট্য সহ পলিসি তৈরি করা শুরু করেছে, সেগুলির কয়েকটি নীচে দেওয়া হল:

   a) **বিনিয়োগ লাভের সাথে সরাসরি যোগসূত্র:** মূলধন বাজারের সাথে সরাসরি যোগসূত্র সহ নীতিগুলি বিনিয়োগ লাভের প্রয়াসে ডিজাইন করা হয়েছিল।

   b) **পলিসি যা মুদ্রাস্ফীতি হারাতে পারে:** পলিসিগুলি মুদ্রাস্ফীতির হারের কাছাকাছি ফেরত দেওয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। পরিবর্তনটি হল যে বীমাকারীরা ভাবতে শুরু করেছিল যে মূল্যস্ফীতিকে হার না দিলে জীবন পলিসিগুলি মিলতে হবে।

   c) **নমনীয়তা যুক্ত পলিসি:** পলিসি যা গ্রাহকদের সিদ্ধান্ত নিতে দেয় (নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে) তারা কত প্রিমিয়াম দিতে চায়; এবং মৃত্যু সুবিধা এবং নগদ মূল্য তারা পরিমাণ ও পরিকল্পনা করেছেন।

   d) **সমর্পিত মূল্য:** যে পলিসিগুলি ঐতিহ্যগত পলিসিগুলির অধীনে উপলব্ধ আরও ভাল সমর্পণ মূল্য দেয় তাও বীমাকারীদের দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল।

এই পলিসিগুলি খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং এমনকি ভারত সহ অনেক দেশে ঐতিহ্যবাহী পণ্যগুলিকে প্রতিস্থাপন করতে শুরু করে।

নিজে নিজে করো ১

নিচের কোনটি অপ্রচলিত জীবন বীমা পণ্য?

I. নিশ্চয়তার মেয়াদ

II. সর্বজনীন জীবন বীমা

III. সম্পত্তির বীমা

IV. যাবজ্জীবন বিমা

B. অপ্রচলিত জীবন বীমা পণ্য

কিছু অপ্রচলিত পণ্য

আমরা কিছু অপ্রচলিত পণ্য নিয়ে আলোচনা করব যা ভারতীয় বাজারে এবং অন্য কোথাও উদিত হয়েছে।

1. সার্বজনীন এবং পরিবর্তনশীল জীবন

ইউনিভার্সাল লাইফ পলিসি ১৯৭৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চালু করা হয়েছিল এবং দ্রুত খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এর বৈশিষ্ট্যগুলি হল **নমনীয় প্রিমিয়াম, নমনীয় মুখের পরিমাণ এবং মৃত্যু সুবিধার পরিমাণ**। প্রথাগত পলিসির বিপরীতে, যেখানে চুক্তি কার্যকর রাখার জন্য নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামগুলিকে পর্যায়ক্রমে প্রদান করতে হয়, সর্বজনীন জীবন নীতিগুলি পলিসিধারককে (সীমার মধ্যে) কভারেজের জন্য প্রিমিয়ামের পরিমাণ নির্ধারণ করতে দেয়।

পরিবর্তনশীল জীবন ১৯৭৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চালু করা হয়েছিল। এটি একটি "সারা জীবন" পলিসির একটি প্রকার যেখানে পলিসির মৃত্যু সুবিধা এবং নগদ মূল্য একটি বিশেষ বিনিয়োগ অ্যাকাউন্টের বিনিয়োগ কর্মক্ষমতা অনুযায়ী ওঠানামা করে যেখানে প্রিমিয়াম জমা করা হয়।

আইআরডিএআই (ইউলিপ) রেগুলেশনস ২০১৯ এর সমস্যা ছাড়াও, উপরোক্ত দুটি ধরণের পণ্যের পরিকল্পনা এবং বিক্রয়, যেগুলি উভয়কে পরিবর্তনশীল বীমা পণ্য বলা হত, যা বন্ধ করা হয়েছে এবং ২০১৯ সাল থেকে ভারতে আর অনুমোদিত নয়।

2. ইউনিট সংযুক্ত বীমা

ইউনিট লিংকড প্ল্যান, যা ইউলিপ নামেও পরিচিত, ১৯৬০-এর দশকে প্রথম মার্কিন যুক্তরাজ্যে প্রবর্তিত হয়েছিল। তারা আজকে সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং উল্লেখযোগ্য পণ্যগুলির মধ্যে আবির্ভূত হয়েছে, অনেক বাজারে ঐতিহ্যগত পরিকল্পনাগুলিকে স্থানচ্যুত করেছে।

ইউনিট সংযুক্ত পলিসিগুলি ঐতিহ্যবাহী পণ্যগুলির সীমাবদ্ধতাগুলি অতিক্রম করতে সহায়তা করে।

পলিসি ধারক প্রদত্ত প্রিমিয়াম দুটি প্রধান অংশে বিভক্ত

- প্রথম অংশ যা বীমা কভার প্রদানের জন্য ব্যবহার করা হয়, এবং

- দ্বিতীয় অংশ যা বীমাকৃত ব্যক্তির দ্বারা নির্বাচিত তহবিলে বিনিয়োগ করা হয়।

এই ধরনের চুক্তির অধীনে সুবিধাগুলি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে নির্ধারিত হয় অর্থ প্রদানের তারিখে পলিসিধারকের অ্যাকাউন্টে জমা করা একক মূল্য দ্বারা।

অনেক বাজারে এই পলিসিগুলি সংযুক্ত বীমা উপাদান সহ বিনিয়োগের বাহন হিসাবে অবস্থান করা এবং বিক্রি করা হয়েছিল।

প্রথাগত সঞ্চয় পলিসির বিপরীতে যেগুলি বান্ডিল করা হয়, ইউনিট লিঙ্কযুক্ত চুক্তিগুলিকেও আনবান্ড করা হয়। বীমা এবং ব্যয়ের উপাদানের অর্থ প্রদানের জন্য তাদের পরিকাঠামোটি স্বচ্ছ।

চিত্র ১: প্রিমিয়ামের অবসান

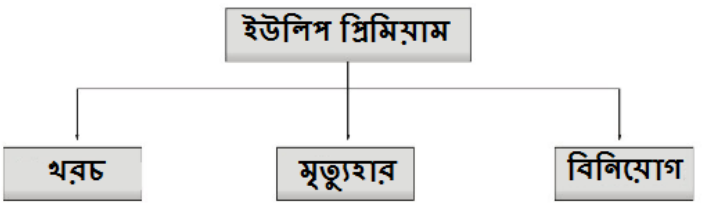

প্রিমিয়াম থেকে চার্জ কেটে নেওয়ার পরে অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স এবং আয় ইউনিটগুলিতে বিনিয়োগ করা হয়।

ইউনিটের মূল্য

ইউনিটের মান একটি নিয়ম বা সূত্র দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়, যা আগে থেকে বর্ণিত আছে। সাধারণত ইউনিটের মান নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) দ্বারা বের করে নেওয়া হয়, যেখানে সম্পদের বাজার মূল্য প্রতিফলিত করে সেখানে তহবিল বিনিয়োগ করা হয়। বিভিন্ন ব্যক্তি সূত্র অনুসরণ করে প্রদেয় একই সুবিধা পেতে পারে।

সূত্রটি নিম্নরূপ:

মোট সম্পদ মূল্য [এনএভি] = তহবিলের সমস্ত সম্পদের বাজার মূল্য / তহবিলের ইউনিটের সংখ্যা

এইভাবে, পলিসিধারীর সুবিধা জীবন বীমা কোম্পানির অনুমানের উপর নির্ভর করে না।

ইউনিট লিঙ্কড পলিসি পলিসিধারকদের বিভিন্ন ধরনের ফান্ডের মধ্যে বেছে নিতে দেয়। প্রতিটি তহবিলের একটি ভিন্ন পোর্টফোলিও মিশ্রণ থাকবে। বিনিয়োগকারী নীচে সংজ্ঞায়িত ঋণ, সুষম এবং নিরপেক্ষ তহবিলের একটি বিস্তৃত বিকল্পের মধ্যে বেছে নিতে পারেন। এমনকি এই বিস্তৃত বিভাগের মধ্যে অন্যান্য ধরনের বিকল্প থাকতে পারে।

নিরপেক্ষ তহবিল	ঋণ তহবিল	সামঞ্জস্যপূর্ণ তহবিল	অর্থ বাজার তহবিল

এই তহবিল অর্থের বড় অংশ নিরপেক্ষ এবং এই সম্পর্কিত উপকরণগুলিতে বিনিয়োগ করে।	**এই তহবিল অর্থের বড় অংশ সরকারী বন্ড, কর্পোরেট বন্ড, ফিক্সড ডিপোজিট ইত্যাদিতে বিনিয়োগ করে।**	**এই তহবিল নিরপেক্ষ এবং ঋণ উপকরণের মিশ্রণে বিনিয়োগ করে**	**এই তহবিল অর্থ বিনিয়োগ করে মূলত ট্রেজারি বিল, জমা করার শংসাপত্র, বাণিজ্যিক কাগজ ইত্যাদির মতো উপকরণে।**

এক বা একাধিক তহবিলের কার্যকারিতা চিহ্ন পর্যন্ত পাওয়া না গেলে এক ধরনের তহবিল থেকে অন্য তহবিলে পরিবর্তন করার ব্যবস্থাও রয়েছে।

ইউলিপ পলিসিগুলির কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নীচে দেওয়া হল:

i. ঐক্যবদ্ধ করা

ইউলিপ পলিসির অধীনে সুবিধাগুলি দাবির অর্থ প্রদানের তারিখে পলিসিধারকের অ্যাকাউন্টে জমা করা ইউনিট মূল্য দ্বারা নির্ধারিত হয়। একটি বিনিয়োগ তহবিলকে কয়েকটি সমান অংশে ভাগ করে একটি ইউনিট তৈরি করা হয়।

ii. স্বচ্ছ পরিকাঠামো

ইউলিপগুলিতে বীমা কভারের জন্য চার্জ এবং খরচ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে। একবার এই চার্জগুলি প্রিমিয়াম থেকে কেটে নেওয়া হলে, অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স এবং এটি থেকে আয় ইউনিটগুলিতে বিনিয়োগ করা হয়।

iii. মূল্য নির্ধারণ

ইউলিপ-এর অধীনে, বিমাকৃত প্রিমিয়ামের পরিমাণ নির্ধারণ করে যা সে নিয়মিত মধ্যবর্তী সময়ে অবদান রাখতে পারে।

সমস্ত জীবন বীমা পলিসিতে, প্রাথমিক খরচগুলি খুব বেশি। ঐতিহ্যগত পলিসির অধীনে, এই খরচ মেটানোর জন্য প্রিমিয়াম চার্জ পুরো পলিসির মেয়াদ জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে।

ইউলিপ-এর ক্ষেত্রে,সেগুলিকে প্রাথমিক প্রিমিয়াম থেকেই কেটে নেওয়া হয়। এটি উল্লেখযোগ্যভাবে বিনিয়োগের জন্য বরাদ্দকৃত পরিমাণ হ্রাস করে। এই কারণেই, প্রদত্ত প্রিমিয়ামের তুলনায় সুবিধার মূল্য, চুক্তির প্রথম বছরগুলিতে প্রদত্ত প্রিমিয়ামের তুলনায় খুব কম।

iv. মৃত্যুর সুবিধা

প্রথাগত পলিসির বিপরীতে ইউলিপ পলিসিতে মৃত্যু সুবিধার পরিমাণ প্রদত্ত প্রিমিয়ামের বেশি। পলিসির মেয়াদ চলাকালীন মৃত্যু হলে, সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বীমাকৃত উচ্চতর অর্থ [যা প্রিমিয়ামের একটি গুণিতক] বা তহবিল মূল্য (ইউনিটের সংখ্যা দ্বারা গুণিত একক) অ্যাকাউন্ট প্রদান করা হবে।

v. ঝুঁকির বিনিয়োগ বহন করা

ইউনিটের মূল্য জীবন বীমাকারীর বিনিয়োগের মূল্যের উপর নির্ভর করে, যা কোনভাবেই নিশ্চিত নয়।

জীবন বীমাকারী যদিও পোর্টফোলিওটি দক্ষতার সাথে পরিচালনা করবে বলে আশা করা হয়, তবে ইউনিট মান সম্পর্কে কোন গ্যারান্টি দেয় না। তাই, বিনিয়োগের ঝুঁকি পলিসিধারক/ইউনিট হোল্ডার বহন করে।

নিজে নিজে করো ২

নিচের কোন বিবৃতিটি ভুল?

I. পরিবর্তনশীল জীবন বীমা একটি অস্থায়ী জীবন বীমা পলিসি

II. পরিবর্তনশীল জীবন বীমা একটি স্থায়ী জীবন বীমা পলিসি

III. পলিসির একটি নগদ মূল্যের অ্যাকাউন্ট আছে

IV. পলিসিটি একটি ন্যূনতম মৃত্যু সুবিধার গ্যারান্টি প্রদান করে

সারসংক্ষেপ

- জীবন বীমা পলিসির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্বেগ ছিল আর্থিক বাজারে অন্যান্য সম্পদের তুলনায় প্রতিযোগিতামূলক রিটার্ন প্রদান করে।
- কিছু প্রবণতা যা অপ্রচলিত জীবন পণ্যের বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করে তার মধ্যে রয়েছে আনবান্ডলিং, বিনিয়োগ সংযোগ এবং স্বচ্ছতা।
- সর্বজনীন জীবন বীমা হল স্থায়ী জীবন বীমার একটি রূপ যা এর নমনীয় প্রিমিয়াম, ফ্লেক্সিবল ফেস অ্যামাউন্ট এবং ডেথ বেনিফিট অ্যামাউন্ট এবং এর মূল্য নির্ধারনের কারণগুলিকে আনবান্ডলিং দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।
- ইউলিপগুলি বাজারে প্রচলিত পরিকল্পনাগুলিকে প্রতিস্থাপন করে সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং উল্লেখযোগ্য পণ্যগুলির মধ্যে একটি হয়ে উঠেছে।
- ইউলিপগুলি জীবন বীমাকারীর বিনিয়োগ কর্মক্ষমতার সুবিধাগুলি সরাসরি এবং অবিলম্বে নগদ করার উপায় সরবরাহ করে।

মূল শর্তাবলী

1. সর্বজনীন জীবন বীমা
2. পরিবর্তনশীল জীবন বীমা
3. ইউনিট সংযুক্ত বীমা
4. মোট সম্পদ মূল্য

নিজে নিজে করোর উত্তর

উত্তর ১ – সঠিক বিকল্প হল II

উত্তর ২ – সঠিক বিকল্প হল I

অধ্যায় L-05

জীবন বীমার আবেদন

অধ্যায় পরিচিতি

জীবন বীমা শুধুমাত্র ব্যক্তিদের অকাল মৃত্যু থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে না। এটিতে অন্যান্য আবেদনও রয়েছে। এটি ফলস্বরূপ বীমা সুবিধা সহ ট্রাস্ট তৈরিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে; এটি শিল্পের মূল কর্মীদের কভার করে একটি পলিসি তৈরি করার জন্য এবং বন্ধকীগুলি উদ্ধারের জন্য প্রয়োগ করা যেতে পারে। আমরা সংক্ষেপে জীবন বীমার এই বিভিন্ন প্রয়োগের বর্ণনা করব।

শিক্ষণীয় ফলাফল

A. বিবাহিত মহিলাদের সম্পত্তি আইন- ১৮৭৪

B. কীম্যান বীমা

C. বন্ধক মুক্তি বীমা

A. জীবন বীমার আবেদন

1. বিবাহিত মহিলাদের সম্পত্তি আইন

বিবাহিত মহিলাদের সম্পত্তি আইন-১৮৭৪ এর ধারা ৬ তে নিশ্চিত করার চেষ্টা করে যে একটি জীবন বীমা পলিসির অধীনে সুবিধাগুলি একটি নিরাপদ উপায়ে স্ত্রী এবং সন্তানদের কাছে একটি ট্রাস্ট তৈরির মাধ্যমে প্রেরণ করা হবে।

চিত্র ১: এমডাবলুপি আইনের অধীনে সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি

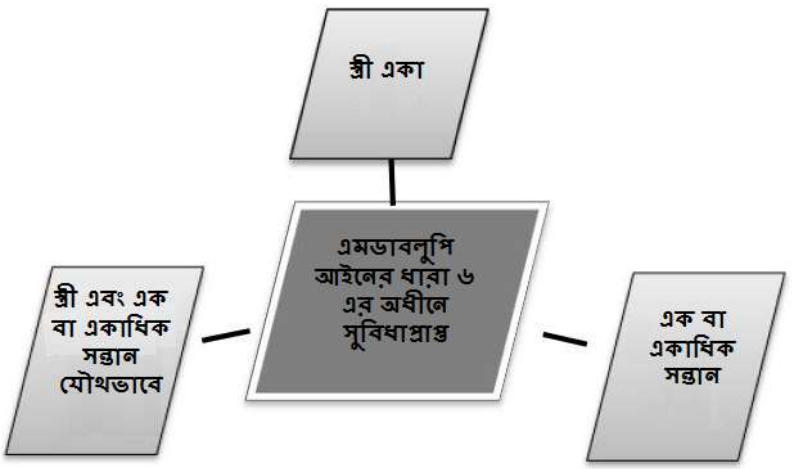

এই ধারায় বলা হয়েছে যে যখন একজন বিবাহিত পুরুষ তার নিজের জীবনের জন্য একটি পলিসি গ্রহণ করে এবং এই পলিসির মুখে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে যে এটি তার স্ত্রী এবং সন্তানদের শুধুমাত্র সুবিধার জন্য একটি ট্রাস্ট রাখা হবে। এই ধরনের পলিসির আয়, যতক্ষণ না ট্রাস্টের বস্তুগুলি থাকে ততক্ষণ স্বামীর বা তার পাওনাদারদের নিয়ন্ত্রণের অধীন বা তার সম্পত্তির অংশ হতে পারে না।

এমডাবলুপি আইনের অধীনে একটি পলিসির বৈশিষ্ট্য

i. প্রতিটি পলিসি একটি পৃথক ট্রাস্ট হিসাবে থাকবে। হয় স্ত্রী বা সন্তান (১৮ বছরের বেশি বয়সী) একজন ট্রাস্টি হতে পারেন।

ii. পলিসিটি আদালত সংযুক্তি নিয়ন্ত্রণ, পাওনাদাতা এবং এমনকী জীবন নিশ্চিতের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকবে।

iii. দাবির টাকা ট্রাস্টিদের দেওয়া হবে।

iv. পলিসি সমর্পণ করা যাবে না এবং নমিনেশন বা নিয়োগের অনুমতি দেওয়া যাবে না।

v. যদি পলিসিধারক পলিসির অধীনে সুবিধাগুলি গ্রহণ এবং পরিচালনা করার জন্য একটি বিশেষ ট্রাস্টি নিয়োগ না করেন, তবে পলিসির অধীনে সুরক্ষিত অর্থ সেই রাজ্যের দাপ্তরিক ট্রাস্টির কাছে প্রদেয় হবে যেখানে বীমা কার্যকর করা হয়েছে।

সুবিধা

ট্রাস্টটি এমন একটি চুক্তির অধীনে প্রতিষ্ঠিত হয় যা প্রত্যাহার বা সংশোধন করা যায় না। এতে এক বা একাধিক বীমা পলিসি থাকতে পারে। একজন ট্রাস্টি নিয়োগ করা গুরুত্বপূর্ণ যিনি ট্রাস্টের সম্পত্তি পরিচালনার জন্য দায়ী থাকবেন, যার মধ্যে বীমা আয় বিনিয়োগ করা, সুবিধাভোগীদের পক্ষে। এই সুবিধাগুলি ভবিষ্যতের পাওনাদারদের কাছে পাঠানোর থেকে সুরক্ষিত

2. কী-ম্যান বীমা

কী-ম্যান বীমা ব্যবসায়িক বীমার একটি গুরুত্বপূর্ণ রূপ।

সংজ্ঞা

কী-ম্যান বীমাকে একটি বিমা পলিসি হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে যা ব্যবসার একটি গুরুত্বপূর্ণ সদস্যের মৃত্যু বা বর্ধিত অক্ষমতা থেকে উদ্ভূত আর্থিক ক্ষতির জন্য সেই ব্যবসার ক্ষতিপূরণের জন্য নেওয়া হয়।

অনেক ব্যবসার প্রধান ব্যক্তিরা এর লাভের একটি বড় অংশের জন্য দায়ী বা তাদের জ্ঞান এবং দক্ষতা রয়েছে যা প্রতিষ্ঠানের জন্য অত্যাবশ্যক এবং প্রতিস্থাপন করা কঠিন। কী ম্যান বীমা নিয়োগকর্তারা এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের জীবনের উপর ব্যবসার ধারাবাহিকতা সহজতর করার জন্য এবং কোনও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির ক্ষতির ক্ষেত্রে যে খরচ এবং ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে তা ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য নেওয়া হয়। কীম্যান বীমা প্রকৃত ক্ষতির ক্ষতিপূরণ করে না তবে বীমা পলিসিতে নির্দিষ্ট করা একটি নির্দিষ্ট আর্থিক যোগান দিয়ে ক্ষতিপূরণ দেয়।

কীম্যান বীমা একটি মেয়াদী বীমা পলিসি হিসাবে অনুমোদিত যেখানে নিশ্চিত পরিমাণ মূল ব্যক্তির নিজের আয়ের পরিবর্তে কোম্পানির লাভের সাথে যুক্ত। প্রিমিয়াম কোম্পানি দ্বারা পরিশোধ করা হয়। মূল ব্যক্তি মারা গেলে, সুবিধাটি কোম্পানিকে দেওয়া হয়। কী-ম্যান বীমার আয় কোম্পানির হাতে করযোগ্য।

a) কে কী-ম্যান হতে পারে?

একজন মূল ব্যক্তি ব্যবসার সাথে সরাসরি যুক্ত যে কেউ হতে পারে যার ক্ষতি ব্যবসায় আর্থিক চাপ সৃষ্টি করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ব্যক্তিটি কোম্পানির একজন পরিচালক, একজন অংশীদার, একজন মূল বিক্রয় ব্যক্তি, মূল প্রকল্প ব্যবস্থাপক, বা নির্দিষ্ট দক্ষতা বা জ্ঞানের সাথে এমন কেউ হতে পারে যা কোম্পানির জন্য বিশেষভাবে মূল্যবান।

b) বীমাযোগ্য লোকসান

নিম্নলিখিত ক্ষতিগুলি যার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বীমা ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে সক্ষম হয়:

i. বর্ধিত সময়ের সাথে সম্পর্কিত লোকসান যখন একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি কাজ করতে অক্ষম হয়, অস্থায়ী কর্মী সরবরাহ করতে এবং প্রয়োজনে একজন প্রতিস্থাপনের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের জন্য অর্থায়ন করা হয়।

ii. মুনাফা রক্ষার জন্য বীমা। উদাহরণস্বরূপ, হারানো বিক্রয় থেকে হারানো আয় ভারসাম্য করা, মূল ব্যক্তি জড়িত ছিল এমন কোনও ব্যবসায়িক প্রকল্প বিলম্ব বা বাতিল করার ফলে ক্ষতি, প্রসারিত করার সুযোগ হারানো, বিশেষ দক্ষতা বা জ্ঞানের ক্ষতি ইত্যাদি।

3. মর্টগেজ রিডেম্পশন ইন্স্যুরেন্স (এমআরআই)

একজন ব্যক্তি একটি সম্পত্তি কেনার জন্য ঋণ নিচ্ছেন ঋণ ব্যবস্থার অংশ হিসাবে, ব্যাঙ্কের দ্বারা বন্ধকী মুক্তির বীমার জন্য অর্থ প্রদান করতে হতে পারে। "মর্টগেজ রিডেম্পশন ইন্স্যুরেন্স" জনপ্রিয়ভাবে "ক্রেডিট লাইফ ইন্স্যুরেন্স পলিসি" নামে পরিচিত।

a) এমআরআই কি?

এটি একটি বীমা পলিসি যা গৃহ ঋণ গ্রহীতাদের আর্থিক সুরক্ষা প্রদান করে। এটি মূলত একটি ক্রমবর্ধমান মেয়াদী জীবন বীমা পলিসি যা বন্ধকী ঋণের ভারসাম্য পরিশোধের জন্য নেওয়া হয় যদি সে তার সম্পূর্ণ পরিশোধের আগে মারা যায়। এটাকে ঋণ রক্ষাকারী নীতি বলা যেতে পারে। এই পরিকল্পনাটি সেই লোকদের জন্য উপযুক্ত যাদের পলিসিধারকের অপ্রত্যাশিত মৃত্যুর ক্ষেত্রে তাদের ঋণ পরিশোধের জন্য নির্ভরশীলদের সহায়তার প্রয়োজন হতে পারে।

b) বৈশিষ্ট্য

এই পলিসির অধীনে বীমা কভার একটি মেয়াদী বীমা পলিসির বিপরীতে প্রতি বছর হ্রাস পায় যেখানে পলিসির সময়কালে বীমা কভার স্থির থাকে।

নিজে নিজে করো ১

বন্দক মুক্তি বীমার পিছনে উদ্দেশ্য কী?

I. সস্তা বন্ধকীর হার সহজলভ্য

II. গৃহ ঋণ গ্রহীতাদের জন্য আর্থিক সুরক্ষা প্রদান করা

III. বন্ধক হওয়া সম্পত্তির মূল্য রক্ষা করা

IV. ডিফল্ট ক্ষেত্রে উচ্ছেদ এড়ানো

সারসংক্ষেপ

- বিবাহিত মহিলাদের সম্পত্তি আইন ১৮৭৪ এর ধারা ৬ তে স্ত্রী এবং সন্তানদের জীবন বীমা পলিসির অধীনে সুবিধার সুরক্ষা প্রদান করে।
- এমডব্লিউপি আইনের অধীনে প্রযোজ্য পলিসি আদালতের সংযুক্তি, ঋণদাতা এবং এমনকি জীবন বীমাকৃতদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকবে।
- কীম্যান বীমা ব্যবসায়িক বীমার একটি গুরুত্বপূর্ণ রূপ। এটিকে ব্যবসার কোনো গুরুত্বপূর্ণ সদস্যের মৃত্যু বা বর্ধিত ক্ষমতার কারণে আর্থিক ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য একটি ব্যবসার দ্বারা নেওয়া একটি বীমা পলিসি হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে।
- মর্টগেজ রিডেম্পশন ইন্স্যুরেন্স হল মূলত একটি ক্রমবর্ধমান মেয়াদী জীবন বীমা পলিসি যা বন্ধকী ঋণের বাকি অংশ শোধ করার জন্য একজন বন্ধক গ্রহণ করে, যদি সে তার সম্পূর্ণ পরিশোধের আগে মারা যায়।

মূল শর্তাবলী

1. বিবাহিত মহিলাদের সম্পত্তি আইন
2. কীম্যান বীমা
3. বন্দক মুক্তি বীমা

নিজে নিজে করোর উত্তর

উত্তর ১– সঠিক বিকল্প হল ॥

অধ্যায় L-06

জীবন বীমায় মূল্য ও মূল্যায়ন

অধ্যায়ের ভূমিকা

এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য হল জীবন বীমা চুক্তির মূল্য ও সুবিধার সাথে জড়িত মৌলিক উপাদানগুলি শিক্ষার্থীদের পরিচিত করানো। আমরা প্রথমে প্রিমিয়াম গঠনকারী উপাদানগুলি নিয়ে আলোচনা করব এবং তারপরে উদ্বৃত্ত ও বোনাসের ধারণা নিয়ে আলোচনা করব।

শেখার ফলাফল

A. *বীমা মূল্য – মৌলিক উপাদান*

B. *উদ্বৃত্ত ও বোনাস*

A. বীমা মূল্য - মৌলিক উপাদান

1. প্রিমিয়াম

সাধারণ ভাষায়, প্রিমিয়াম শব্দটি একটি বীমা পলিসি কেনার জন্য বীমাকৃত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদান করা মূল্যকে বোঝায়। এটি সাধারণত বীমা রাশির প্রতি হাজার টাকা প্রিমিয়ামের হার হিসাবে প্রকাশ করা হয়। প্রিমিয়ামের হারগুলি প্ল্যান ও গ্রাহকের বয়সের উপর নির্ভর করে।

এই প্রিমিয়াম হারগুলি হারের সারণী আকারে পাওয়া যায় যা বীমা কোম্পানিগুলিতে উপলব্ধ।

চিত্র ১: প্রিমিয়াম

এই সারণীতে মুদ্রিত হারগুলি "অফিস প্রিমিয়াম" হিসাবে পরিচিত। এগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পুরো মেয়াদ জুড়ে একই থাকে এবং বার্ষিক হার হিসাবে প্রকাশ করা হয়।

উদাহরণ

যদি একটি নির্দিষ্ট বয়সের জন্য বিশ বছরের এন্ডোমেন্ট পলিসির প্রিমিয়াম হয় ৪,৮০০ টাকা, এর মানে হল যে কুড়ি বছরের জন্য প্রতি বছর ৪,৮০০ টাকা করে দিতে হবে।

তবে এমন পলিসিও থাকা সম্ভব যেখানে প্রিমিয়াম শুধুমাত্র প্রথম কয়েক বছরে দিতে হবে। কোম্পানিগুলির একক প্রিমিয়াম চুক্তিও রয়েছে যেখানে চুক্তির শুরুতে শুধুমাত্র একটি প্রিমিয়াম প্রদেয়। এই পলিসিগুলি সাধারণত বিনিয়োগ ভিত্তিক হয়।

2. রিবেট (ছাড়)

জীবন বীমা কোম্পানিগুলি প্রদেয় প্রিমিয়ামের উপর নির্দিষ্ট ধরণের ছাড়ও দিতে পারে। এই ধরনের দুটি ছাড় হল:

- ✓ বীমা রাশির জন্য
- ✓ প্রিমিয়ামের মোডের জন্য

বীমারাশির জন্য ছাড়

বীমারাশির জন্য ছাড় প্রদান করা হয় যারা বীমারাশি অনেক বেশি অর্থের কেনেন। এটি গ্রাহকের কাছে প্রেরণের একটি উপায় হিসাবে প্রস্তাব করা হয়, উচ্চ মূল্যের পলিসিগুলি পরিষেবা দেওয়ার সময় বীমাকারী যে লাভগুলি করতে পারে। যুক্তি হল এই যে ৫০,০০০ টাকা ৫,০০,০০০ টাকার পলিসি প্রক্রিয়া করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রয়াস ও ব্যয় একই থাকে। কিন্তু উচ্চ বীমা রাশির নিশ্চিত পলিসি বেশি প্রিমিয়াম দেয় এবং আরও বেশি লাভ দেয়।

প্রিমিয়ামের মোডের জন্য ছাড়

একইভাবে প্রিমিয়ামের মোডের জন্য ছাড় দেওয়া হতে পারে। জীবন বীমা কোম্পানিগুলি বার্ষিক, অর্ধবার্ষিক. ত্রৈমাসিক বা মাসিক ভিত্তিতে প্রিমিয়াম প্রদানের অনুমতি দিতে পারে। মোড যত বার বার হয়, প্রিমিয়াম সংগ্রহ ও হিসাব করার জন্য প্রশাসনিক খরচ বেশি। আবার, বার্ষিক মোডে, বীমা কোম্পানী এই পরিমাণ পুরো বছর ধরে ব্যবহার করতে পারে এবং এর উপর সুদ পেতে পারে। তাই বীমা কোম্পানি বার্ষিক এবং অর্ধবার্ষিক মোডের মাধ্যমে অর্থ প্রদানকে উৎসাহিত করবে এইগুলির উপর একটি ছাড়ের অনুমতি দিয়ে। অতিরিক্ত প্রশাসনিক খরচ মেটানোর জন্য তারা মাসিক অর্থপ্রদানের জন্য একটু অতিরিক্ত মাশুলও নিতে পারে।

3. অতিরিক্ত মাশুল

ট্যাবুলার প্রিমিয়াম সেই সব ব্যক্তিদের জন্য মাশুল লাগায় যারা অতিরিক্ত ঝুঁকির কারণ হতে পারে এমন কোনো উল্লেখযোগ্য কারণের অধীন নয়। তারা আদর্শ জীবন হিসাবে পরিচিত এবং মাশুলের হারগুলি সাধারণ হার হিসাবে পরিচিত।

যদি কোনো ব্যক্তি বীমার জন্য প্রস্তাব দেন, যিনি হৃদরোগ বা ডায়াবেটিসের মতো স্বাস্থ্য সমস্যায় ভোগেন যা তার জীবনের জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারে, তাহলে তাকে নিম্ন-মান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বীমা কোম্পানি স্বাস্থ্য অতিরিক্ত উপায়ে একটি অতিরিক্ত প্রিমিয়াম আরোপ করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। একইভাবে একটি সার্কাস অ্যাক্রোব্যাটের মতো বিপজ্জনক পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের উপর একটি পেশাগত অতিরিক্ত আরোপ করা যেতে পারে। এই অতিরিক্তগুলির ফলে প্রিমিয়াম ট্যাবুলার প্রিমিয়ামের চেয়ে বেশি হবে।

আবার, কোনো বীমা কোম্পানি একটি পলিসির অধীনে কিছু অতিরিক্ত সুবিধা প্রদান করতে পারে, যা অতিরিক্ত প্রিমিয়াম প্রদানের জন্য উপলব্ধ।

উদাহরণ

বীমা কোম্পানি ডবল অ্যাক্সিডেন্ট বেনিফিট বা ডিএবি প্রদান করতে পারে (যেখানে দুর্ঘটনার ফলে মৃত্যু হলে দাবি হিসাবে বীমারাশির দ্বিগুন প্রদেয়)। এর জন্য বীমারাশির প্রতি হাজারের জন্য এক টাকা অতিরিক্ত প্রিমিয়াম মাশুল লাগাতে পারে।

একইভাবে স্থায়ী অক্ষমতা সুবিধা (পিডিবি) নামে পরিচিত একটি সুবিধা বীমারাশির প্রতি হাজারে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করে পাওয়া যেতে পারে।

4. প্রিমিয়াম নির্ধারণ

আসুন এখন পরীক্ষা করে দেখি কীভাবে জীবন বীমা কোম্পানিরা প্রিমিয়াম টেবিলে উপস্থাপিত হারে পৌঁছান। এই কাজটি একজন অ্যাকচুয়ারি দ্বারা সম্পাদিত হয়। প্রথাগত জীবন বীমা পলিসির ক্ষেত্রে প্রিমিয়াম সেট করার প্রক্রিয়া যেমন মেয়াদি বীমা, সারা জীবন এবং এন্ডোমেন্ট নিম্নলিখিত উপাদানগুলি বিবেচনা করে:

- ✓ মৃত্যুর হার
- ✓ সুদ
- ✓ ব্যবস্থাপনার ব্যয়
- ✓ মজুত
- ✓ বোনাস লোডিং

চিত্র ২: প্রিমিয়ামের উপাদানগুলি

প্রথম দুইটি উপাদান আমাদের নেট প্রিমিয়াম দেয়। নেটি প্রিমিয়ামে অন্যান্য উপাদান যোগ করে [যাকে 'লোডিং'ও বলা হয়] আমরা গ্রস বা অফিস প্রিমিয়াম পাই।

a) মৃত্যুর হার ও সুদ

মৃত্যুর হার হল প্রিমিয়ামের প্রথম উপাদান। এটি একটি ঘটনাচক্র বা সম্ভাবনা যে একটি নির্দিষ্ট বয়সের একজন ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট বছরে মারা যাবে। একজন ব্যক্তির প্রত্যাশিত মৃত্যুর হার খুঁজে বের করতে, "মৃত্যুর সারণী" ব্যবহার করা হয়।

উদাহরণ

যদি ৩৫ বছর বয়সীদের জন্য মৃত্যুর হার ০.০০৩৫ হয় তাহলে বোঝা যায় যে ৩৫ বছর বয়সে জীবিত প্রতি ১০০০ জনের মধ্যে ৩.৫ (বা ১০,০০০-এর মধ্যে ৩৫ জন), ৩৫ থেকে ৩৬ বছর বয়সের মধ্যে মারা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

টেবিলটি বিভিন্ন বয়সের জন্য মৃত্যুর হার খরচ গণনা করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ৩৫ বছর বয়সের জন্য ০.০০৩৫ X ১০০০ (বীমা রাশি) = ৩.৫০ টাকা প্রতি হাজার বীমা রাশিতে।

উপরের খরচটিকে "ঝুঁকি প্রিমিয়াম"ও বলা যেতে পারে। উচ্চ বয়সের জন্য ঝুঁকি প্রিমিয়াম বেশি হবে।

উদাহরণ

যদি পাঁচ বছর পর বীমা খরচ মেটাতে প্রতি হাজারে ৫ টাকা লাগে এবং যদি আমরা ৬% সুদের হার ধরে নিই, পাঁচ বছর পরে ৫ টাকার বর্তমান মূল্য প্রদয়ে হবে ৫ x ১/ (১.০৬)৫ = ৩.৭৪

যদি ৬% এর পরিবর্তে আমরা ১০% ধরে নিই, তাহলে বর্তমান মূল্যটি হবে মাত্র ৩.১০। অন্য কথায় সুদের হার যত বেশি ধরে নেওয়া হবে, বর্তমান মূল্য তত কম হবে।

মৃত্যুর হার এবং সুদ সম্পর্কে আমাদের অধ্যয়ন থেকে আমরা দুটি প্রধান সিদ্ধান্তে আসতে পারি

- ✓ মৃত্যু হারের সারণীতে মৃত্যুর হার যত বেশি হবে, প্রিমিয়াম তত বেশি হবে
- ✓ সুদের হার যত বেশি ধরে নেওয়া হয়, প্রিমিয়াম তত কম

নেট প্রিমিয়াম

মৃত্যুর হার ও সুদের অনুমান "নেট প্রিমিয়াম" দেয়

মোট প্রিমিয়াম

মোট প্রিমিয়াম হল নেট প্রিমিয়াম এবং একটি পরিমাণ যাকে বলা হয় লোডিং। লোডিংয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করার সময় তিনটি বিবেচ্য বা গাইডিং নীতি রয়েছে যা মনে রাখা দরকার:

b) খরচ ও মজুত

জীবন বীমাকারীদের বিভিন্ন ধরনের অপারেটিং খরচ বহন করতে হয় যার মধ্যে রয়েছে:

- ✓ এজেন্টদের প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ,
- ✓ এজেন্টদের কমিশন
- ✓ কর্মীদের বেতন,
- ✓ অফিসের জায়গা,
- ✓ অফিসের স্টেশনারি,
- ✓ বিদ্যুৎ-এর মাশুল,
- ✓ অন্যান্য বিবিধ ইত্যাদি

এই সমস্ত প্রিমিয়াম থেকে পরিশোধ করতে হবে যা বীমাকারীদের দ্বারা সংগৃহীত হয়। এই খরচগুলি উপযুক্তভাবে নেট প্রিমিয়ামে লোড করা হয়।

c) **তামাদি ও আকস্মিকতা**

খরচ ছাড়াও, অন্যান্য কারণ রয়েছে যা জীবন বীমাকারীদের গণনাকে ভুল করতে পারে।

ঝুঁকির উৎস হল তামাদি ও প্রত্যাহার। তামাদি মানে পলিসিধারী প্রিমিয়াম প্রদান বন্ধ করে দেয়। প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে, পলিসিধারী পলিসি সমর্পণ করে এবং পলিসির অর্জিত নগদ মূল্য থেকে একটি পরিমাণ পান।

তামাদি সাধারণত প্রথম তিন বছরের মধ্যে ঘটে, বিশেষ করে চুক্তির প্রথম বছরে।

d) লাভ সহ (অংশগ্রহণকারী) পলিসি ও বোনাস লোডিং

'লাভ সহ' পলিসির ধারণাটি উদ্ভূত হয়েছিল যখন জীবন বীমাকারীরা প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তাদের শোধাক্ষম রাখার জন্য একটি বাফার তৈরি করতে অগ্রিম উচ্চ লোডিং চার্জ করার অনুশীলন শুরু করে। যদি পরবর্তী অভিজ্ঞতা আরও অনুকূল বলে প্রমাণিত হয়, জীবন বীমাকারী তার ফলস্বরূপ লাভের কিছু অংশ বোনাসের মাধ্যমে পলিসিধারকদের সাথে ভাগ করবে।

সবেমিলে আমরা বলতে পারি যে:

মোট প্রিমিয়াম = নেট প্রিমিয়াম + খরচের লোডিং + আকস্মিকতার জন্য লোডিং + বোনাস লোডিং

নিজে নিজে করো ১

পলিসি তামাদি মানে কি?

I. পলিসিধারক একটি পলিসির জন্য প্রিমিয়াম প্রদান সম্পূর্ণ করে

II. পলিসিধারক একটি পলিসির জন্য প্রিমিয়াম প্রদান বন্ধ করে দেয়

III. পলিসি পরিপক্কতা অর্জন করে

IV. বাজার থেকে পলিসি প্রত্যাহার করা হয়

B. উদ্বৃত্ত ও বোনাস

1. উদ্বৃত্ত ও বোনাসের নির্ধারণ

প্রত্যেক জীবন বীমা কোম্পানি তার সম্পদ ও দায়গুলির একটি পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন করবে বলে আশা করা হয়। এই ধরনের মূল্যায়নের দুটি উদ্দেশ্য আছে:

i. জীবন বীমা কোম্পানির আর্থিক অবস্থা মূল্যায়ন করা এবং এটি শোধাক্ষম বা দেউলিয়া কিনা তা নির্ধারণ করা

ii. পলিসিধারক/শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে বিতরণের জন্য উপলব্ধ উদ্বৃত্ত নির্ধারণ করা

সংজ্ঞা

উদ্বৃত্ত হল দায়মূল্যের তুলনায় সম্পদের মূল্যের অতিরিক্ত। এটি ঋণাত্মক হলে এটি একটি স্ট্রেন হিসাবে পরিচিত।

আসুন দেখা যাক কিভাবে জীবন বীমায় উদ্বৃত্তের ধারণা একটি সংস্থার লাভের থেকে আলাদা।

সাধারণভাবে সংস্থাগুলি লাভকে দুটি উপায়ে দেখে। প্রথমতঃ, লাভ হল একটি প্রদত্ত অ্যাকাউন্টিং সময়ের জন্য ব্যয়ের অতিরিক্ত আয়, যেমনি লাভ ও ক্ষতি অ্যাকাউন্টে প্রদর্শিত হয়। লাভ একটি সংস্থার ব্যালেন্স শীটের অংশও গঠন করে – এটিকে দায়বদ্ধতার উপর সম্পদের অতিরিক্ত হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। দুটি উদাহরণেই, লাভের হিসাব সময়ের শেষে নির্ধারিত হয়।

উদ্বৃত্ত = সম্পদ – দায়

আসুন বোঝা যাক, জীবন বীমায় দায় মানে কি। জীবন বীমা পলিসিগুলির একটি প্রদত্ত ব্লকের জন্য, জীবন বীমা কোম্পানিকে ভবিষ্যতের দাবি, ব্যয় এবং অন্যান্য প্রত্যাশিত পরিশোধ (পে-আউট)গুলি মেটানোর জন্য ব্যবস্থা করতে হবে যা হতে পারে। বীমা কোম্পানি এই পলিসির জন্য ভবিষ্যতে প্রিমিয়াম পাওয়ার আশা করেন।

এইভাবে দায়গুলি হল সমস্ত অর্থপ্রদানের বর্তমান মূল্য যা এই পলিসিগুলিতে প্রত্যাশিত প্রিমিয়ামের বর্তমান মূল্য থেকে কম করতে হবে। ছাড়ের উপযুক্ত হার [সুদের হার] প্রয়োগের মাধ্যমে বর্তমান মূল্য পাওয়া যায়।

জীবন বীমা কোম্পানির বাস্তব অভিজ্ঞতা তার ধারণার চেয়ে ভালো হওয়ার ফলে উদ্বৃত্তের উদ্ভব হয়। জীবন বীমা কোম্পানিরা লাভের পলিসির ধারকদের সাথে এর ফলে উদ্ভূত সুবিধাগুলি ভাগ করে নিতে বাধ্য।

উদাহরণ

৩১শে মার্চ ২০১৩ তারিখে XYZ সংস্থার লাভ, সেই তারিখের হিসাবে তার আয় কম খরচ বা সম্পদ কম দায় হিসাবে দেওয়া হয়।

উভয় উদাহরণেই, লাভ স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত এবং পরিচিত।

2. বোনাস

বীমা কোম্পানিকে তার বিভাজ্যে উদ্বৃত্ত ঘোষণা করতে হবে এবং একটি বোনাস আকারে কোম্পানির পলিসিধারক এবং শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে [যদি থাকে]। ভারত, যুক্তরাজ্য এবং অন্যান্য অনেক দেশে উদ্বৃত্ত বন্টন জনপ্রিয়।

বোনাস একটি চুক্তির অধীনে প্রদেয় মূল সুবিধার সংযোজন হিসাবে প্রদান করা হয়। সাধারণত এটি প্রতি বছর মূল বীমা রাশি বা মূল পেনশনের সংযোজন হিসাবে উপস্থিত হতে পারে। এটি প্রকাশ করা হয়, উদাহরণস্বরূপ, বীমা রাশির প্রতি হাজারে ৬০ টাকা

বোনাসের সবচেয়ে সাধারণ রূপ হল বিপরীত বোনাস। একবার ঘোষিত এই বোনাস সংযোজনগুলি, প্রতিবছর করা হলে, পলিসির সাথে সংযুক্ত হয় এবং কেড়ে নেওয়া যাবে না। এগুলিকে বিপরীত বোনাস বলা হয় কারণ এগুলি শুধুমাত্র মৃত্যু বা পরিপক্কতার দ্বারা দাবির সময় পাওয়া যায়। সমর্পণের ক্ষেত্রেও বোনাস প্রদেয় হতে পারে যদি চুক্তিটি ন্যূনতম মেয়াদ [ধরেনিন ৫ বছর] চলার মাধ্যমে যোগ্য হয়।

বিপরীত বোনাসের প্রকার

চিত্র ৩: বিপরীত বোনাসের প্রকার

i. সরল বিপরীত বোনাস

এটি চুক্তির অধীনে মূল নগদ সুবিধার শতাংশ হিসাবে প্রকাশ করা একটি বোনাস। উদাহরণস্বরূপ, ভারতে এটি প্রতি হাজারে বীমা রাশি হিসাবে ঘোষণা করা হয়।

ii. যৌগিক বোনাস

এখানে কোম্পানি মূল সুবিধা ও ইতিমধ্যে সংযুক্ত বোনাসের শতাংশ হিসাবে একটি বোনাস প্রকাশ করে। তাই এটি বোনাসের উপরে একটি বোনাস। এটি ব্যক্ত করার একটি উপায় হতে পারে @ ৮% মূল বীমা রাশি ও সংযুক্ত বোনাস।

iii. টার্মিনাল বোনাস

নাম অনুসারে, এই বোনাসটি শুধুমাত্র চুক্তির সমাপ্তির সময় [মৃত্যু বা পরিপক্কতা দ্বারা] সংযুক্ত হয়। এটি শুধুমাত্র পরবর্তী বছরে উদ্ভূত দাবির জন্য প্রযোজ্য। এইভাবে ২০১৩-এর জন্য ঘোষিত টার্মিনাল বোনাস শুধুমাত্র ২০১৩-১৪-এ উত্থাপিত দাবিগুলির জন্য প্রযোজ্য হবে এবং পরবর্তী বছরগুলির জন্য নয়। টার্মিনাল বোনাস চুক্তির সময়কালের উপর নির্ভর করে এবং এর সাথে বৃদ্ধি পায়। ২৫ বছর ধরে চলা একটি চুক্তিতে ১৫ বছর ধরে চলা চুক্তির চেয়ে বেশি টার্মিনাল বোনাস থাকবে।

3. অবদান পদ্ধতি

উত্তর আমেরিকায় অবলম্বিত উদ্বৃত্ত বিতরণের আরেকটি পদ্ধতি হল "অবদান" পদ্ধতি। এখানে, উদ্বৃত্ত, অর্থাৎ মৃত্যুর হার, সুদ এবং ব্যয়ের ক্ষেত্রে যা হওয়া প্রত্যাশিত ছিল এবং বছরে যা ঘটেছিল তার মধ্যে পার্থক্য ঘোষণা করা হয় এবং লভ্যাংশ হিসাবে বিতরণ করা হয়।

লভ্যাংশ নগদে প্রদান করা যেতে পারে, ভবিষ্যৎ প্রিমিয়াম সমন্বয়/কমানোর উপায়ে, পলিসিতে অ-বাজেয়াপ্ত পরিশোধিত সংযোজন কেনার অনুমতি দিয়ে বা পলিসির ক্রেডিট জমা হিসাবে।

4. ইউনিট লিঙ্কড পলিসি

মূল্য নির্ধারণের পলিসি এবং ইউলিপ পলিসিগুলির অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি ইতিমধ্যেই এটি আগের অধ্যায়ে কভার করা হয়েছে।

সারাংশ

- সাধারণ কথায়, প্রিমিয়াম শব্দটি একটি বীমা পলিসি কেনার জন্য বীমাকৃত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদান করা মূল্যকে বোঝায়।
- জীবন বীমা পলিসির জন্য প্রিমিয়াম নির্ধারণের প্রক্রিয়ায় মৃত্যুর হার, সুদ, ব্যয় ব্যবস্থাপনা এব রিজার্ভ বিবেচনা করা হয়।
- মোট প্রিমিয়াম হল নেট প্রিমিয়াম এবং একটি পরিমাণ যাকে লোডিং বলা হয়ে থাকে।
- তামাদি মানে পলিসিধারক প্রিমিয়াম বন্ধ করে দেয়। প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে, পলিসিধারক পলিসি সমর্পণ করেন এবং পলিসির অর্জিত নগদ মূল্য থেকে একটি পরিমাণ পান।
- জীবন বীমা কোম্পানির বাস্তব অভিজ্ঞতা তার ধারণার চেয়ে ভালো হওয়ার ফলে উদ্বৃত্তের উদ্ভব হয়
- উদ্বৃত্ত বরাদ্দ স্বচ্ছলতার প্রয়োজনীয়তা বজায় রাখা, বিনামূল্যে সম্পদ বৃদ্ধি ইত্যাদির দিকে হতে পারে।
- বোনাসের সবচেয়ে সাধারণ রূপ হল বিপরীত বোনাস।

মূখ্য শব্দাবলি

1. প্রিমিয়াম
2. ছাড়
3. বোনাস
4. উদ্বৃত্ত
5. মজুত
6. লোডিং
7. বিপরীত বোনাস

নিজে করোর উত্তর

উত্তর ১ – সঠিক বিকল্প হল ॥.

অধ্যায় L-07

জীবন বীমা নথি রচনা

অধ্যায় ভূমিকা

অধ্যায় ৭ এ আমরা দেখেছি যে বীমা শিল্প প্রচুর সংখ্যক নথি ফর্ম নিয়ে কাজ করে. জীবন বীমার জন্য নির্দিষ্ট কয়েকটি নথি আছে, যা এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে একটি পলিসি নথিতে অন্তর্ভুক্ত প্রধান বিধানগুলি নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। গ্রেস পিরিয়ড, পলিসি ল্যাপস সম্পর্কিত বিধান এবং অ-বাজেয়াপ্ত এবং কিছু অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কিত বিধান গুলিও আলোচনা করা হয়েছে ।

শেখার ফলাফল

A. প্রস্তাবনা পর্যায়ের নথি রচনা

B. পলিসি পর্যায়ের নথি রচনা

C. পলিসির শর্ত এবং বিশেষাধিকার

A. প্রস্তাবনা পর্যায়ে নথি রচনা

অধ্যায় ৭ এ প্রসপেক্টাস এবং প্রস্তাবিত ফর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা সাধারণ বিষয়গুলির পাশাপাশি কিছু অতিরিক্ত বিষয় আছে যা জীবন বীমাকারীদের বোঝা দরকার।

প্রসপেক্টাস: বীমাতে প্রসপেক্টাস এর অর্থ হলো বীমা পণ্য বিক্রি বা প্রচারের জন্য বিমাকারী কর্তৃক জারি করা ভৌত, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনো বিন্যাসে জারি করা একটি নথি। একটি বীমা পণ্যের প্রসপেক্টাসে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে–

a) সংশ্লিষ্ট বিমা পন্যের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বরাদ্দ করা স্বতন্ত্র সনাক্তকরণ নম্বর ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার (UIN):

b) লাভের সুযোগ

c) বীমা কভারের পরিমাণ

d) ব্যাখ্যাসহ বীমা কভার এর ওয়ারেন্টি, বর্জন/ব্যতিক্রম এবং শর্তাবলী।

প্রসপেক্টাসে আরো উল্লেখ করতে হবে যে :

a) বীমার দ্বারা কভার করা হবে এমন আকস্মিকতা প্রয়োজনীয়তার বিবরণ

b) এ ধরনের প্রসপেক্টাসের শর্তাবলীর অধীনে বীমার যোগ্য জীবন বা সম্পত্তি এক বা একাধিক শ্রেণীবিভাগ

জীবন বীমাতে, প্রসপেক্টাসে রাইডার্স (স্বাস্থ্য এবং সাধারন বীমাতে যাকে অ্যাড-অন কভার বলা হয়) অনুমোদিত পণ্য এবং তার সুবিধা উল্লেখ করা উচিত।

প্রস্তাবনা ফর্ম: স্বাস্থ্য বীমার ক্ষেত্রে প্রস্তাবকের পরিবারের সদস্যদের বাবা মা সহ বিবরণ অর্থাৎ তাদের দীর্ঘায়ু স্বাস্থ্যের অবস্থা এবং তাদের মধ্যে যে কোন একজনের অসুস্থতা এগুলি প্রস্তাবনা ফরমের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়। পণ্যের ওপর নির্ভর করে বীমার জন্য প্রস্তাবিত জীবনের চিকিৎসার বিশদ, তার ব্যক্তিগত রোগের ইতিহাস এবং ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য গুলি ও জিজ্ঞেস করা হতে পারে। প্রস্তাবনা ফর্ম হলো সেই নথি যা থেকে বীমাকারীর তাদের আশানুরূপ সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য পান।

বীমা আইন এর ৪৫ নম্বর ধারা অনুযায়ী তিন বছর পর ভুল বিবৃতির ভিত্তিতে পলিসি কে প্রশ্নবিদ্ধ করা হবে না। প্রস্তাবনা ফর্ম/ মেডিক্যাল ফর্ম ইত্যাদির সমস্ত প্রশ্নের উত্তর সততার সাথে দেওয়ার এবং ধারা ৪৫ এর পরিপ্রেক্ষিতে এটি না করার প্রভাব সম্পর্কে তাদের পরামর্শ দেওয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বীমাকারীর রয়েছে।

জীবন বীমার প্রস্তাবনা ফর্মে বীমা আইনের ৪৫ নং ধারার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করতে হবে। জীবন বীমা কভারের জন্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় সম্ভাব্য ব্যক্তি কে আইনের ৪৫ ধারার বিধান দ্বারা পরিচালিত হতে হবে।

একইভাবে, এই আইনের ৩৯ নং ধারাটি হল মনোনয়নের বিধান সম্পর্কে। যেখানেই প্রস্তাবক মনোনয়নের সুবিধা পেতে পারে সেখানেই এজেন্ট আইনের ৩৯ ধারা সম্পর্কে তাকে অবহিত করবে এবং প্রস্তাবক কে সুবিধাটি নিতে উৎসাহিত করবে।

প্রস্তাবিত জীবনে ব্যক্তিগত আর্থিক পরিকল্পনা সম্পর্কিত দিকগুলি যার মধ্যে তার কাজের সময়কাল, প্রত্যাশিত আয় এবং ব্যয়, তার সাথে সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ, স্বাস্থ্য অবসর এবং বীমার প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতিও জীবন বীমার প্রস্তাবনা ফর্মে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে।

বয়সের প্রমাণ: বীমা করা জীবনের ঝুঁকি মূল্যায়ন করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হওয়ায় জীবন বীমা কারীরা সঠিক বয়স যাচাই করার জন্য নথি প্রমাণ সংগ্রহ করে। বৈধ বয়স প্রমাণ মানক বা অমানক হতে পারে অধ্যায় ৭-এ আলোচনা করা হয়েছে।

জীবন বীমা কারীরা নিম্নলিখিত উপাদান গুলি ও যাচাই করেন:

a) এজেন্টের গোপন রিপোর্ট

এজেন্ট হল প্রাথমিক কর্মী বা কেরানি. পলিসি ধারক সম্পর্কে সমস্ত বস্তুগত তথ্য এবং বিবরণ ঝুঁকি মূল্যায়ন এর সাথে প্রাসঙ্গিক সেগুলি এজেন্টকে তার রিপোর্টে প্রকাশ করতে হবে। অর্থাৎ স্বাস্থ্য, অভ্যাস, পেশা, আয় এবং পরিবারের বিবরণ রিপোর্টে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

b) মেডিকেল এক্সামিনারের রিপোর্ট

অনেক সময় জীবন বীমাকৃতকে বীমা কোম্পানির তালিকাভুক্ত একজন চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষা করাতে হয়। উচ্চতা, ওজন, রক্তচাপ কার্ডিয়াক স্ট্যাটাস ইত্যাদি শারীরিক বৈশিষ্ট্যের বিশদ বিবরণ ডাক্তার তার রিপোর্টে উল্লেখ করেন যাকে মেডিকেল এক্সামিনারের রিপোর্ট বলে। বীমা কোম্পানির কেরানি এইভাবে জীবন বীমাকৃতের বর্তমান স্বাস্থ্য অবস্থার একটি হিসেব পান।

ডাক্তারি পরীক্ষা ছাড়াই বীমার জন্য অনেক প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত এবং গৃহীত হয়। এগুলি নন-মেডিকেল কেস হিসেবে পরিচিত। মেডিক্যাল এক্সামিনররের রিপোর্ট সাধারণত প্রয়োজন হয় যখন প্রস্তাবিত টাকার পরিমাণ বা প্রস্তাবিত বয়সের কারণে প্রস্তাবটি নন-মেডিকেল কেসের অন্তর্ভুক্ত হয় না। বয়স বেশি বা প্রস্তাবনায় প্রকাশিত এমন কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে যা যার জন্য মেডিকেল পরীক্ষা এবং মেডিকেল এক্সামিনের রিপোর্টের দরকার পড়ে।

c) নৈতিক বিপত্তির রিপোর্ট

জীবন বীমা পলিসি কেনার জন্য একজন কে তার আচরণে পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা হল নৈতিক বিপদ এবং এই ধরনের পরিবর্তন ক্ষতির সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। এটি একটি বিষয় যা বীমা কর্মীরা ঝুঁকি মূল্যায়ন এর সময় গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেন।

জীবন বীমা কোম্পানি, কোন ব্যক্তির জীবন বীমা ক্রয় করে লাভ করার জন্য ,নিজের বা অন্যের জীবন শেষ করার সম্ভাবনা থেকে রক্ষা করতে চায়। জীবন বীমা কর্মীরা তাই এমন কোনো কারণে সন্ধান করবে যা এই ধরনের বিপদের ইঙ্গিত দিতে পারে । এই উদ্দেশ্যে বীমা বীমা কোম্পানির প্রয়োজন হতে পারে যে কোম্পানির একজন কর্মকর্তা একটি নৈতিক বিপদের রিপোর্ট জমা দেবে ।

উদাহরণ

বিকাশ সদ্য একটি জীবন বীমা পলিসি ক্রয় করেছে। তারপর তিনি এমন একটি স্থানে স্কিইং অভিযানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন যা পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক স্কিইং স্থান গুলির মধ্যে একটি হিসেবে গণ্য করা হয় এর আগে তিনি এমন অভিযানে যেতে অস্বীকার করেছেন।

B. পলিসি পর্যায়ের নথি রচনা

1. প্রথম প্রিমিয়াম রশিদ

একটি বীমাচুক্তি শুরু হয় যখন বীমা কোম্পানি প্রথম প্রিমিয়াম রশিদ (FPR) জারি করে।

বীমা চুক্তি শুরু হওয়ার একটি প্রমাণ হলো FPR । প্রথম প্রিমিয়াম রশিদের নিম্নলিখিত তথ্যগুলি থাকে

i. জীবন বীমা কৃত ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা
ii. পলিসি নম্বর
iii. প্রদান করা প্রিমিয়াম এর পরিমান
iv. প্রিমিয়াম প্রদান করার পদ্ধতি এবং পুনরাবৃত্তি
v. প্রিমিয়াম প্রদানের পরবর্তী নির্ধারিত তারিখ
vi. ঝুঁকি শুরু হওয়ার তারিখ
vii. পলিসির চূড়ান্ত পূর্ণ হওয়ার তারিখ
viii. শেষ প্রিমিয়াম প্রদানের তারিখ
ix. নিশ্চিত রাশি

FPR জারি করার পর, বীমা কোম্পানি পরবর্তী প্রিমিয়াম রশিদ প্রদান করবে যখন একটি প্রস্তাব কারীর কাছ থেকে আরো প্রিমিয়াম পাবে। এই রশিদ গুলি রিনুয়াল প্রিমিয়াম রিসিট (RPR) নামে পরিচিত। প্রিমিয়াম প্রদান সম্পর্কিত কোন বিবাদের ক্ষেত্রে RPR গুলি অর্থ প্রদানের প্রমাণ হিসেবে কাজ করবে।

2. পলিসির নথি

পলিসি নথি হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নথি। **এটি বীমাকৃত ব্যক্তি এবং বীমা কোম্পানির মধ্যে চুক্তির প্রমাণ।** এটি নিজে কোন চুক্তি নয়। যদি পলিসি ধারক পলিসি নথি হারিয়ে ফেলে, তাতে বীমা চুক্তির ওপর কোনো প্রভাব পড়বে না। বীমা কোম্পানি চুক্তিতে কোন পরিবর্তন না করে একটি ডুপ্লিকেট পলিসি জারি করবে। পলিসি নথিতে একজন যোগ্য কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর থাকতে হবে এবং ভারতীয় স্ট্যাম্প আইন অনুযায়ী স্ট্যাম্প থাকতে হবে। জীবন বীমা কারীরা পলিসি নথি তৈরি করার

সময় অত্যন্ত সর্তকতা অবলম্বন করেন কারণ শব্দের ব্যাখ্যা উদ্ভূত যেকোনো অস্পষ্টতা বা বিভ্রান্তির দায়ভার তাদের বহন করতে হয়।

একটি আদর্শ পলিসি নথি প্রধানত তিনটি অংশ থাকে:

a) পলিসির সময়সূচী

পলিসির সময়সূচী নথির প্রথম অংশটি গড়ে তোলে। এটি সাধারণত পলিসির প্রথম পৃষ্ঠায় থাকে। জীবন বীমার পলিসি সময়সূচী সাধারণত একই রকমের হবে। তাদের মধ্যে সাধারণত নিম্নলিখিত তথ্যগুলি থাকবে:

চিত্র ১: পলিসি নথির উপাদান

i. বীমা কোম্পানির নাম

ii. একটি পলিসির কিছু সাধারন বিবরণ হল:

- ✓ পলিসি ধারকের নাম এবং ঠিকানা
- ✓ জন্ম তারিখ এবং বয়স
- ✓ পলিসি চুক্তির পরিকল্পনা এবং মেয়াদ
- ✓ নিশ্চিত রাশি
- ✓ প্রিমিয়ামের পরিমাণ
- ✓ প্রিমিয়াম পরিশোধের মেয়াদ
- ✓ আরম্ভের তারিখ ম্যাচিওরিটির তারিখ এবং শেষ প্রিমিয়াম পরিশোধের শেষ তারিখ
- ✓ পলিসিটি লাভ সহ বা লাভ ছাড়া
- ✓ মনোনীত ব্যাক্তির নাম
- ✓ প্রিমিয়াম প্রদানের পদ্ধতি-বার্ষিক, অর্ধবার্ষিক, ত্রৈমাসিক, মাসিক বেতন থেকে
- ✓ পলিসি নাম্বার যা পলিসি চুক্তির ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার।

iii. বীমাকারীর অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি। ঘটনা ঘটেছে এবং যে পরিমাণ অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এটি দিয়ে বীমা চুক্তির হৃদয় গঠন করে।

iv. অনুমোদিত স্বাক্ষরকারীর স্বাক্ষর এবং পলিসি স্টাম্প

v. স্থানীয় বীমা ন্যায়পালের ঠিকানা.

b) আদর্শ বিধান

পলিসি নথির দ্বিতীয় উপাদানটি আদর্শ পলিসি বিধানগুলি সমন্বয়ে গঠিত যেমন বয়সের প্রমাণ , প্রিমিয়াম প্রদান ,অতিরিক্ত সময় ইত্যাদি যা সাধারণ বীমা চুক্তিতে উপস্থিত থাকে। এই বিধান গুলির মধ্যে কয়েকটি কিছু নির্দিষ্ট ধরনের চুক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না-ও হতে পারে যেমন মেয়াদ, একক প্রিমিয়াম বা অংশগ্রহণ না করা(লাভ সহ) পলিসি। এই আদর্শ বিধানগুলি চুক্তির অধীনে প্রযোজ্য অধিকার এবং বিশেষাধিকার এবং অন্যান্য শর্তগুলিকে সংজ্ঞায়িত করে।

c) সুনির্দিষ্ট পলিসির বিধান

পলিসি নথির তৃতীয় অংশ গঠিত হয়েছে সুনির্দিষ্ট বিধান দ্বারা যা আলাদা আলাদা পলিসি চুক্তির জন্য নির্দিষ্ট। এগুলি নথির প্রথম পাতায় মুদ্রিত হতে পারে অথবা একটি সংযুক্তি আকারে আলাদাভাবে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

যদিও মানক পলিসি বিধান, যেমন অনুগ্রহের দিন অথবা বিলোপের ক্ষেত্রে অ-বাজেয়াপ্তকরণ, এগুলি প্রায়ই চুক্তির অধীনে বিধিবদ্ধভাবে প্রদান করা হয়, কিন্তু নির্দিষ্ট পলিসি বিধানগুলি সাধারণত বিমাকারী এবং বীমাকৃতের মধ্যে নির্দিষ্ট চুক্তির সাথে যুক্ত থাকে।

উদাহরণ

চুক্তি লেখার সময় সন্তানসম্ভবা মহিলার জন্য গর্ভাবস্থার কারণে মৃত্যু বাদ দেওয়ার একটি ধারা।

পরীক্ষা মূলক প্রশ্ন ১

প্রথম প্রিমিয়াম রশিদ (FPR) বলতে কী বোঝায়? সবচেয়ে উপযুক্ত বিকল্পটি নির্বাচন করুন।

I. ফ্রী লুক পিরিওড শুরু হয়ে গেছে

II. এটি একটি প্রমাণ যে বীমাচুক্তি শুরু হয়ে গেছে

III. পলিসি এখন আর বাতিল করা যাবে না

IV. পলিসি একটি নির্দিষ্ট নগদ মূল্য অর্জন করেছে।

C. পলিসি শর্ত এবং বিশেষাধিকার

গ্রেস পিরিয়ড

অধ্যায় ৪-এ উল্লিখিত গ্রেস পিরিয়ড বা অতিরিক্ত সময় বিধানটি একটি পলিসিকে কার্যকরী করে তোলে যেটার জন্য পলিসিটি গ্রেস পিরিয়ডের সময় বলবৎ থাকে এবং যেটা ছাড়া প্রিমিয়াম পরিশোধ না করার জন্য চুক্তি বিলোপ পেত।প্রিমিয়ামগুলি সঠিক তারিখে দেওয়া হয়েছে এবং পলিসি কার্যকরী

রয়েছে এই শর্তে প্রতিটি জীবন বীমা চুক্তি মৃত্যু লাভ প্রদান করে।"গ্রেস পিরিয়ড" ধারাটি পলিসিধারককে প্রিমিয়াম পরিশোধ করার জন্য অতিরিক্ত সময় দেয়।

তবে যদি প্রিমিয়াম বকেয়া থাকে এবং বীমাকারক এইসময় মারা যান তবে বীমাকারী তার মৃত্যু লাভ থেকে প্রিমিয়াম কেটে নেন।গ্রেস পিরিয়ড শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও যদি প্রিমিয়াগুলি বকেয়া থাকে তবে পলিসিটি শেষ হয়ে গেছে বলে বিবেচিত হবে এবং কোম্পানির মৃত্যু লাভ প্রদানের বাধ্যবাধকতা থাকবে না।অ-বাজেয়াপ্ত বিধানের অধীনে প্রযোজ্য যেকোনো কিছুই প্রদেয় অর্থের পরিমাণের অন্তর্ভুক্ত হবে।

গুরুত্বপূর্ণ

ল্যাপস্ এবং পুনঃস্থাপন/ পুনরুজ্জীবন

আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি যে গ্রেস পেরিয়ড এর দিনগুলিতেও প্রিমিয়াম পরিশোধ না করা হলে একটি পলিসি ল্যাপস বা বিলোপ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সুসংবাদ হলেও যে অধিকাংশ বিলোপ হয়ে যাওয়া জীবন বীমা পলিসি গুলি পুনঃস্থাপন করা যেতে পারে পুনরুজ্জীবিত প্রডাক্ট রেগুলেশন অনুসারে একটি নন লিংক্ড পলিসি বকেয়া প্রিমিয়ামের তারিখ থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে পুনরুজ্জীবিত করা যেতে পারে যেখানে একটি লিংক পলিসি তিন বছরের মধ্যে পুনরুজ্জীবিত করা যেতে পারে।

সংজ্ঞা

পুনঃস্থাপন হল সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি জীবন বীমা কোম্পানি একটি পলিসি কে পুনরায় বলবৎ করে যা প্রিমিয়াম শোধ না করার কারণে বা বাজেয়াপ্ত না করা বিধানগুলি অধীনে অব্যাহত রাখা হয়েছিল।

পলিসির পুনরুজ্জীবন অবশ্য বীমা কারকের নিঃশর্ত অধিকার হতে পারে না । এটি শুধুমাত্র নির্দিষ্ট শর্তাবলীর অধীনে সম্পন্ন হতে পারে:

i. **নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পুনরুজ্জীবনের জন্য আবেদন:** পলিসির মালিককে এই ধরনের পুনঃস্থাপনের বিধিতে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে পুনরুজ্জীবনের আবেদনটি সম্পন্ন করতে হবে ধরা যাক বিলোপের তারিখ থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে।

ii. **অব্যাহত বীমা যোগ্যতার সন্তোষজনক প্রমাণ:** বীমা গ্রহীতাকে অবশ্যই বীমা কোম্পানির কাছে তার অব্যাহত বীমা যোগ্যতার সন্তোষজনক প্রমাণ দিতে হবে শুধুমাত্র তার স্বাস্থ্য সন্তোষজনক হওয়া উচিত এমন নয় অন্যান্য কারণ যেমন আর্থিক আয় এবং নৈতিকতার যথেষ্ট অবনতি হওয়া উচিত নয়।

iii. **অতিরিক্ত বকেয়া প্রিমিয়াম গুলি সুদের সাথে পরিশোধ করা:** পলিসির মালিককে অতিরিক্ত বকেয়া প্রিমিয়াম গুলি সুদের সাথে প্রতিটি প্রিমিয়ামের নির্ধারিত তারিখের মধ্যে দিতে হবে।

iv. অব্যাহত বীমাযোগ্যতার প্রমাণ মূল্যায়ন করার পরে বীমাকারী বিদ্যমান শর্তাবলী এবং প্রিমিয়াম অনুসারে পলিসি পুনরুজ্জীবিত করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে বা এমনকি প্রিমিয়াম বৃদ্ধি বা ঝুঁকি কভার হ্রাস বা উভয়ের সাথে পুনরুজ্জীবনের প্রস্তাব দিতে পারে।

সম্ভবত উপরে শব্দ গুলির মধ্যে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হলো এই যে পুনরুজ্জীবনের জন্য বীমাযোগ্যতার উপযুক্ত প্রমাণ দিতে হবে। যে ধরনের প্রমাণের কথা বলা হয়েছে তা নির্ভর করবে

প্রতিটি পৃথক নীতির পরিস্থিতির ওপর. যদি পলিসিটি খুব অল্প সময়ের জন্য বিলোপ পর্যায়ে থাকে, বীমাকারী কোন বীমাযোগ্যতার প্রমাণ ছাড়াই পুনঃস্থাপন করতে পারে বা বীমাকৃতের কাছ থেকে শুধুমাত্র সুস্থতা প্রত্যয়নকারী একটি সাধারণ বিবৃতি প্রয়োজন হতে পারে।

যদিও কোম্পানি কিছু নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে মেডিকেল পরীক্ষা বা বীমাযোগ্যতার প্রমাণ চাইতে পারে:

i. যদি অনুগ্রহের মেয়াদ দীর্ঘকাল ধরে শেষ হয়ে গেছে এবং পলিসিটি প্রায় এক বছর ধরে ল্যাপস অবস্থায় আছে।

ii. যদি বীমাকারীর কাছে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ থাকে যে স্বাস্থ্য বা অন্য সমস্যা থাকতে পারে। পলিসি তে নিশ্চিত টাকার পরিমাণ বা মুখ্য টাকার পরিমাণ বেশি হলে নতুন মেডিকেল পরীক্ষার প্রয়োজন হতে পারে।

গুরুত্বপূর্ণ

বিলম্বিত পলিসির পুনরুজ্জীবন একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা কাঠামো যা বীমাকারীর সক্রিয়ভাবে উৎসাহিত করার চেষ্টা করে যেহেতু বিলম্বিত অবস্থায় পলিসিগুলি বিমাকারী বা পলিসিধারক উভয়ের জন্য সামান্য উপকারী হতে পারে.

অ-বাজেয়াপ্ত বিধান

বীমা আইন ১৯৩৮ ধারা ১১৩ যা আত্মসমর্পণ মূল্য অর্জন করেছে পলিসি গুলিকে ল্যাপসেশন থেকে রক্ষা করে এমনকি পরবর্তী প্রিমিয়াম প্রদান না করেও পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ বাঁচিয়ে রাখে। কারণ পলিসি ধারকের পলিসির অধীনে জমা হওয়া নগদ অর্থের ওপর দাবি করার অধিকার আছে।

a) সমর্পণ মান

সমর্পণ মান হলো সেই পরিমাণ টাকা যা আপনি যখন প্ল্যান থেকে অকাল প্রস্থানের সিদ্ধান্ত নেবেন তখন পাবেন অর্থাৎ যখন আপনি পলিসির মেয়াদপূর্তির আগে পলিসি সম্পূর্ণরূপে বাতিল বা প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নেন।

জীবন বীমা গ্রহীতার কাছে সাধারণত একটি তালিকা থাকে যা বিভিন্ন সময়ে সমর্পণের মান তালিকাভুক্ত করে এবং সেই পদ্ধতি ও তালিকা ভুক্ত করেন যা সমর্পণের মান গণনা করার জন্য ব্যবহৃত হয়। সূত্রটি বীমার ধরন, পরিকল্পনা এবং পলিসির বয়স এবং পলিসি প্রিমিয়াম পরিশোধের সময়কার বিবেচনা করে।

আত্মসমর্পণের সময়ে বীমাকৃত নগদ যে পরিমাণ অর্থ হাতে পায় তা পলিসিতে নির্ধারিত সমর্পণ মূল্যের পরিমাণ এর থেকে আলাদা হতে পারে। যেকোনো অর্জিত বোনাস, পুনরুদ্ধার ইত্যাদির কারণে প্রকৃত পরিমাণ আলাদা হতে পারে।

গ্যারান্টি যুক্ত সমর্পণ মূল্য[GSV]:ভারতে IRDAI নির্দেশিকা অনুসারে (২০১৯ সালে সংশোধিত) আইনটি একটি গ্যারান্টিড সমর্পণ মূল্য [GSV] প্রদান করে যদি সমস্ত প্রিমিয়াম কমপক্ষে পরপর দুই বছরের জন্য পরিশোধ করা হয়। প্রদত্ত প্রিমিয়ামে শতকরা হিসেবে যে মূল্যটি আসে তাকে গ্যারান্টিযুক্ত সমর্পণ মূল্য বলা হয়। এই মূল্য প্রিমিয়াম পরিশোধের সময়কালের উপর নির্ভর করে। পলিসি নথিতে GSV উল্লেখ করা আবশ্যক।

b) পলিসি লোন

জীবন বীমা পলিসি যেগুলি নগদ মূল্য জমা করে সেগুলিতে পলিসিধারককে ঋণের নিরাপত্তা হিসাবে পলিসির নগদ মূল্য ব্যবহার করে বীমাকারীর কাছ থেকে অর্থ ধার করার অধিকার দেওয়ার বিধান রয়েছে। পলিসি লোন সাধারণত পলিসি সমর্পণ মূল্যের কিছু শতাংশের (ধরা যাক ৯০%)মধ্যে সীমিত থাকে। উল্লেখ্য যে পলিসি ধারক তার নিজের একাউন্ট থেকে অর্থ ধার নেবেন। পলি সিটি সমর্পণ করা হলে তিনি অর্থের পরিমাণটি পাওয়ার যোগ্য হতেন। সে ক্ষেত্রে বীমাটি বন্ধ হয়ে যেত।

বীমাকারীরা পলিসি লোনের ওপর সুদ নেন যেগুলি অর্ধ বার্ষিক বা বার্ষিক ভাবে প্রদেয়। যদিও ঋণ এবং সুদ পর্যায়ক্রমে পরিশোধযোগ্য যদি ঋণ পরিশোধ না করা হয় তবে বীমাকারীর অবরোধেও ঋণ এবং সুদের পরিমাণ প্রদেয় পলিসি লাভের থেকে কেটে নেওয়া হবে। একটি লোন আর্থিক জরুরি পরিস্থিতিতে পলিসি ধারককে ত্রাণ প্রদান করে বিমাকে বাঁচিয়ে রেখে।

যেহেতু জামানত হিসাবে রাখা পলিসির উপর ঋণ মঞ্জুর করা হয়, তাই পলিসিটি বীমাকারীর অনুকূলে বরাদ্দ করতে হবে (পরবর্তী অনুচ্ছেদে ব্যাখ্যা করা হয়েছে)। যেখানে পলিসি ধারক তার মৃত্যুর পর অর্থ গ্রহণের জন্য কাউকে মনোনীত করেছেন (পরবর্তী অনুচ্ছেদে ব্যাখ্যা করা হয়েছে), এই মনোনয়ন বাতিল করা হবে না তবে পলিসিতে বীমাকারীর অংশের পরিমাণে মনোনীত ব্যক্তির অধিকার প্রভাবিত হবে।

উদাহরণ

অর্জুন একটি জীবন বীমা পলিসি কিনেছেন যেখানে পলিসির অধীনে প্রদেয় মোট মৃত্যু দাবি ছিল ২.৫ লক্ষ টাকা। পলিসির অধীনে অর্জুনের মোট বকেয়া ঋণ এবং সুদের পরিমাণ ১.৫ লাখ টাকা। তাই অর্জুনের মৃত্যুর ঘটনায়, মনোনীত ব্যক্তি এক লক্ষ টাকা পাবেন।

বিশেষ নীতির বিধান এবং অনুমোদন

a) মনোনয়ন

i. বীমা আইন ১৯৩৮-এর ধারা ৩৯-এর অধীনে, কোন পলিসি ধারক একজন ব্যক্তি বা একাধিক ব্যক্তিকে মনোনীত করতে পারেন, পলিসি ধারকের মৃত্যুর পর যাদের পলিসি দ্বারা সুরক্ষিত অর্থ দান করা হবে।

ii. একজন পলিসি ধারক এক বা একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন হিসেবে নির্বাচিত করতে পারেন।

iii. মনোনীত ব্যাক্তির বৈধ ডিসচার্জের জন্য অধিকারী এবং এই অর্থের প্রাপ্যদের বিশ্বস্ত হিসেবে অর্থটি ধরে রাখতে হবে ।

iv. পলিসি কেনার সময় বা পরে পলিসির মেয়াদপূর্তির আগে যেকোনো সময় মনোনয়ন করা যেতে পারে।

v. পলিসির পাঠ্য বা পলিসির অনুমোদনের মাধ্যমে মনোনয়ন অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

vi. অনুমোদন বা আরও অনুমোদন বা উইলের মাধ্যমে যে কোন ক্ষেত্রে পলিসি পূর্ণ হওয়ার আগে যেকোন সময় মনোনয়ন বাতিল বা পরিবর্তন করা যেতে পারে।

গুরুত্বপূর্ণ

মনোনয়ন শুধুমাত্র মনোনীত ব্যক্তিকে বীমাকারীর কাছ থেকে বীমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যুর ক্ষেত্রে পলিসি অর্থ পাওয়ার অধিকার দেয়। যদিও অর্থ শুধুমাত্র বৈধ উত্তরাধিকারী পাবে. একজন মনোনীত ব্যক্তির দাবির ওপর সম্পূর্ণ (বা আংশিক) অধিকার নেই। তবে বীমা আইন, ১৯৩৮-এর ৩৯(৭) ধারা অনুসারে, ২৬শে ডিসেম্বর, ২০১৪-এর পরে অর্থপ্রদানের জন্য পূর্ণ হওয়া সমস্ত পলিসির ক্ষেত্রে, পলিসির মালিক কর্তৃক পিতামাতা, পত্নী, সন্তান বা পত্নী এবং সন্তানদেরকে মনোনয়ন, মনোনীতদেরকে বীমা কোম্পানীর প্রদেয় পরিমাণের সুবিধাজনকভাবে অধিকারী করে তোলে।

যেখানে মনোনীত একজন নাবালক, সেখানে পলিসি ধারককে একজন নিয়োগকারী নিয়োগ করতে হবে। নিয়োগকারীকে একজন নিয়োগকারী হিসাবে কাজ করার জন্য তার সম্মতি দেখাতে পলিসি নথিতে স্বাক্ষর করতে হবে। মনোনীত ব্যক্তি যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ বয়সে পৌঁছান তখন নিয়োগকারী তার মর্যাদা হারাবেন। পলিসি ধারক যেকোনো সময় নিয়োগকারী কে পরিবর্তন করতে পারেন।যদি কোনও নিয়োগকারী না দেওয়া থাকে এবং মনোনীত একজন নাবালক হয়, তাহলে জীবন বিমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যুতে, পলিসিধারকের আইনি উত্তরাধিকারীদের মৃত্যু দাবি প্রদান করা হবে।

যেখানে একাধিক মনোনীত ব্যক্তি নিয়োগ করা হয়, মৃত্যু দাবি তাদের যৌথভাবে বা জীবিত থাকা ব্যক্তিদের জন্য প্রদান করা হবে। পলিসি শুরু হওয়ার পরে করা মনোনয়নগুলি কার্যকর হওয়ার জন্য বীমাকারীদেরকে অবহিত করতে হবে।

বীমা আইনের ৩৯(১১) ধারা অনুযায়ী যদি একজন পলিসিধারী পলিসির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে মারা যান কিন্তু তার মৃত্যুর কারণে তার পলিসির আয় এবং সুবিধা তাকে না দেওয়া হয়, তবে তার মনোনীত ব্যক্তি পলিসির আয় এবং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন।

চিত্র ২ : মনোনয়ন সংক্রান্ত বিধান

b) অ্যাসাইনমেন্ট

যেহেতু জীবন বীমা একটি প্রতিশ্রুতি বা ঋণ বহন করে যা বীমা কোম্পানি বীমাকৃতের পাওনা রাখে, তাই এটি অর্থ বা সম্পত্তির জন্য একটি নিরাপত্তা হিসাবে বিবেচিত হয়। আমরা দেখেছি যে পলিসির সমর্পণ মূল্যের বিপরীতে বীমাকারীদের দ্বারা ঋণ নেওয়া হয়। একইভাবে, ব্যাংক সহ

অনেক আর্থিক প্রতিষ্ঠান বীমা নিরাপত্তার বিপরীতে অগ্রিম ঋণ দেয় এবং এটি তাদের অনুকূলে বরাদ্দ করে ।

অ্যাসাইনমেন্ট শব্দটি সাধারণত অন্য ব্যক্তির পক্ষে লিখে সম্পত্তি হস্তান্তরকে বোঝায়।

একটি জীবন বীমা অ্যাসাইনমেন্ট মানে বীমার অধিকার, শিরোনাম এবং স্বার্থ এক ব্যক্তির থেকে অন্য ব্যক্তির কাছে হস্তান্তর করার কাজকে বোঝায়। যে ব্যক্তি অধিকার হস্তান্তর করেন তাকে অ্যাসাইনর বলা হয় এবং যার কাছে সম্পত্তি হস্তান্তর করা হয় তাকে অ্যাসাইনি বলা হয়। অ্যাসাইনমেন্টের সময়, পলিসির মালিকানা পরিবর্তিত হয় এবং তাই নমিনেশন বাতিল করা হয়, যখন পলিসি লোনের জন্য বীমা কোম্পানির কাছে অ্যাসাইনমেন্ট করা ছাড়া।

চিত্র ৩ : অ্যাসাইনমেন্টের ধরন

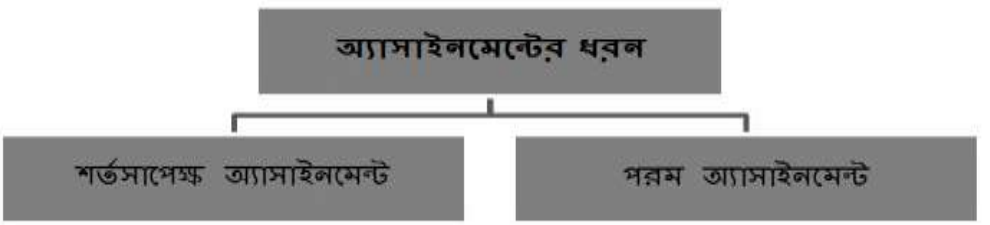

শর্তসাপেক্ষ অ্যাসাইনমেন্ট	পরম অ্যাসাইনমেন্ট
শর্তসাপেক্ষ অ্যাসাইনমেন্ট বলে যে বীমা, জীবন বীমাকৃত ফিরে পাবে তার পরিপক্কতার তারিখে বা অ্যাসাইনীর মৃত্যুতে ।.	• পরম অ্যাসাইনমেন্ট বলে যে সমস্ত অধিকার, শিরোনাম এবং স্বার্থ যা বীমাতে অ্যাসাইনর এর রয়েছে তা প্রাক্তন বা তার ভূসম্পত্তিতে প্রত্যাবর্তন ছাড়াই অ্যাসাইনিকে হস্তান্তর করা হয়। • বীমা টি এইভাবে অ্যাসাইনীর সাথে সম্পূর্ণভাবে ন্যস্ত। পরেরটি অ্যাসাইনর এর সম্মতি ছাড়াই তার পছন্দ মতো যে কোনও পদ্ধতিতে বীমার সাথে মোকাবিলা করতে পারে।

পরম অ্যাসাইনমেন্ট সাধারণত অনেক বাণিজ্যিক পরিস্থিতিতে দেখা যায় যেখানে বীমাটি সাধারণত গৃহায়ণ ঋণের মতো বীমাধারকের দ্বারা গৃহীত ঋণের বিপরীতে বন্ধক রাখা হয়।

বৈধ নিয়োগের শর্তাবলী

আসুন এখন দেখা যাক একটি বৈধ অ্যাসাইনমেন্টের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তগুলো।

i. অ্যাসাইনোর অবশ্যই পরম অধিকার এবং শিরোনাম বা নিয়োগযোগ্যে আগ্রহ থাকতে হবে নির্ধারিত বীমাতে ।

ii. কার্যভারের **বলবৎ কোনো আইনের বিরোধিতা করা উচিত নয়।**

iii. অ্যাসাইনি অন্য অ্যাসাইনমেন্ট করতে পারে, কিন্তু নমিনেশন করতে পারে না কারণ অ্যাসাইনি জীবন বিমাকৃত ব্যক্তি নয়।

গুরুত্বপূর্ণ:

- একটি জীবন বীমা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বরাদ্দ করা যেতে পারে।
- অ্যাসাইনমেন্টটি হস্তান্তরকারী বা অ্যাসাইনোর বা যথাযথভাবে অনুমোদিত প্রতিনিধি দ্বারা স্বাক্ষরিত হতে হবে এবং কমপক্ষে একজন সাক্ষী দ্বারা সত্যায়িত হতে হবে।
- শিরোনাম হস্তান্তরটি বিশেষভাবে পলিসি বা একটি পৃথক উপকরণের অনুমোদনের আকারে উল্লেখ করতে হবে।
- বীমাধারককে অবশ্যই বীমাকারীকে অ্যাসাইনমেন্টের নোটিশ দিতে হবে, যা ছাড়া অ্যাসাইনমেন্ট বৈধ হবে না।
- ধারা ৩৮(২) সুনির্দিষ্ট করে যে একজন বীমাকারী অ্যাসাইনমেন্টটি গ্রহণ করতে পারে বা প্রত্যাখ্যান করতে পারে, যদি এটি বিশ্বাস করার পর্যাপ্ত কারণ থাকে যে এই ধরনের অ্যাসাইনমেন্ট বিশ্বস্ত নয় বা বীমাধারীর স্বার্থে বা জনস্বার্থে নয় বা এটি তাদের বীমা পলিসি ব্যবসার উদ্দেশ্য।
- যাইহোক, বীমাকারীকে, অনুমোদনের উপর কাজ করতে অস্বীকার করার আগে, এই ধরনের প্রত্যাখ্যানের কারণগুলি লিখিতভাবে রেকর্ড করতে হবে এবং বীমাধারকের কাছে এই ধরনের হস্তান্তর বা নিয়োগের নোটিশ দেওয়ার তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে বীমাধারকের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

চিত্র ৪ : বীমা অ্যাসাইনমেন্ট সংক্রান্ত বিধান

বীমাধারকরদের জন্য সাধারণভাবে বর্ধিত সুবিধা

a) বীমার প্রতিলিপি:

একটি জীবন বীমানথি শুধুমাত্র একটি প্রতিশ্রুতির প্রমাণ। বীমা নথি ক্ষতি বা ধ্বংস কোনোভাবেই চুক্তির অধীনে কোম্পানিকে তার দায় থেকে অব্যাহতি দেয় না। বীমা নথি হারানোর ক্ষেত্রে জীবন বীমা কোম্পানির সাধারণত নির্দিষ্ট পদ্ধতি থাকে যা অনুসরণ করতে হয়।

কথিত ক্ষতির বিষয়ে সন্দেহ করার কোন কারণ আছে কিনা তা দেখতে সাধারণত দফতর মামলাটি পরীক্ষা করবে। সন্তোষজনক প্রমাণের প্রয়োজন হতে পারে যে নথিটি হারিয়ে গেছে এবং কোনোভাবেই সরিয়ে ফেলা হয়নি। সাধারণত একটি জামিন সহ বা জামিন ছাড়া ক্ষতিপূরণ বন্ড প্রদান করার মাধ্যমে দাবিদারের সাথে দাবি মীমাংসা করা যেতে পারে।

যদি অর্থপ্রদান শীঘ্রই বকেয়া হয় এবং অর্থপ্রদানের পরিমাণ বেশি হয়, তবে দফতরটি ক্ষতির রিপোর্ট করে বিস্তৃত প্রচলন সহ একটি জাতীয় কাগজে একটি বিজ্ঞাপন স্থাপন করতে পারে । অন্য কারো থেকে কোন আপত্তি নেই তা নিশ্চিত করে একটি নকল পলিসি জারি করা যেতে পারে।

b) **পরিবর্তন**

বীমাকারীরা বীমার শর্তাবলীতে পরিবর্তন করতে চাইতে পারেন। বীমাকারী এবং বীমাকৃত উভয়ের সম্মতি সাপেক্ষে এই ধরনের পরিবর্তন করার বিধান রয়েছে। প্রিমিয়ামের মোডে পরিবর্তন বা বাধ্যতামূলক প্রকৃতির পরিবর্তন ব্যতীত বীমার প্রথম বছরে সাধারণত পরিবর্তনের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে না – যেমন

- ✓ নাম বা ঠিকানা পরিবর্তন;
- ✓ বেশি বা কম প্রমাণিত হলে, বয়সের পুনরায় অনুমোদন;
- ✓ দুর্ঘটনায় দ্বিগুণ সুবিধা বা স্থায়ী অক্ষমতা সুবিধা প্রদানের জন্য অনুরোধ

পরবর্তী বছরগুলিতে পরিবর্তনের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। এই পরিবর্তনগুলির মধ্যে কিছু বীমাতে বা একটি পৃথক কাগজে উপযুক্ত অনুমোদন দেওয়ার দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। অন্যান্য পরিবর্তন, যার জন্য নীতিগত অবস্থার একটি বস্তুগত পরিবর্তন প্রয়োজন, বিদ্যমান পলিসি বাতিল এবং নতুন পলিসি জারি করার প্রয়োজন হতে পারে।

কিছু প্রধান ধরনের পরিবর্তন যা অনুমোদিত

i. বীমা বা মেয়াদের নির্দিষ্ট শ্রেণীর পরিবর্তন [যেখানে ঝুঁকি বাড়ে না]

ii. প্রাপ্য টাকার পরিমাণে হ্রাস

iii. প্রিমিয়াম পরিশোধের পদ্ধতিতে পরিবর্তন

iv. বীমা শুরু হওয়ার তারিখে পরিবর্তন

v. বীমাকে দুই বা ততোধিক বীমাতে বিভক্ত করা

vi. একটি অতিরিক্ত প্রিমিয়াম বা সীমাবদ্ধ ধারা অপসারণ

vii. লাভহীন থেকে লাভের পরিকল্পনায় পরিবর্তন করুন

viii. নামের সংশোধন

ix. দাবি পরিশোধ এবং দুর্ঘটনায় দ্বিগুণ সুবিধা মঞ্জুর জন্য নিষ্পত্তি বিকল্প

এই পরিবর্তনগুলি সাধারণত ঝুঁকি বৃদ্ধির সাথে জড়িত নয়। বীমাতে অন্যান্য পরিবর্তন আছে যা অনুমোদিত নয়। এগুলি এমন পরিবর্তন হতে পারে যা প্রিমিয়াম কমানোর প্রভাব রাখে। উদাহরণ হল প্রিমিয়াম পরিশোধের মেয়াদের সম্প্রসারণ; লাভের থেকে লাভহীন পরিকল্পনা পরিবর্তন; বীমার এক শ্রেণী থেকে অন্য শ্রেণীতে পরিবর্তন, যেখানে এটি ঝুঁকি বাড়ায়: এবং প্রাপ্য টাকার পরিমাণ বারে ।

পরীক্ষামূলক প্রশ্ন ২

কোন পরিস্থিতিতে বীমাধারকের একজন অ্যাসাইনোর নিয়োগ করতে হবে?

I. বীমাকৃত নাবালক

II. মনোনীত একজন নাবালক

III. বীমাধারী সুস্থ মনের নয়

IV. পলিসিধারী বিবাহিত নন

সারসংক্ষেপ

- স্বাস্থ্য, অভ্যাস এবং পেশা, আয় এবং পরিবারের বিবরণ প্রতিনিধির রিপোর্টে প্রতিনিধিকে উল্লেখ করতে হবে।
- উষ্ণতা, ওজন, রক্তচাপ, কার্ডিয়াক স্ট্যাটাস ইত্যাদির মতো শারীরিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত বিশদগুলি ডাক্তার দ্বারা তার রিপোর্টে লিপিবদ্ধ এবং উল্লেখ করা হয় যাকে মেডিকেল পরীক্ষকের প্রতিবেদন বলা হয়।
- নৈতিক ক্ষতি হল জীবন বীমা কেনার ফলে একজন ক্লায়েন্টের আচরণের পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা এবং এই ধরনের পরিবর্তন ক্ষতির সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়।
- একটি বীমা চুক্তি শুরু হয় যখন জীবন বীমা কোম্পানি একটি প্রথম প্রিমিয়াম রসিদ (FPR) জারি করে। FPR প্রমাণ যে বীমা চুক্তি শুরু হয়েছে।
- বীমা নথি হল বীমার সাথে যুক্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নথি। এটা বীমাধারী এবং বীমা কোম্পানির মধ্যে চুক্তির প্রমাণ।
- স্ট্যান্ডার্ড বীমা নথি সাধারণত তিনটি অংশ থাকে যা হল বীমার সময়সূচী, স্ট্যান্ডার্ড প্রভিশন এবং বীমার নির্দিষ্ট বিধান।
- গ্রেস পিরিয়ড ধারা পলিসিধারককে প্রিমিয়াম পরিশোধ করার জন্য একটি অতিরিক্ত সময় প্রদান করে।
- পুনঃস্থাপন হল সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি জীবন বীমা কোম্পানী এমন একটি বীমা চালু করে যা হয় প্রিমিয়াম পরিশোধ না করার কারণে বাতিল করা হয়েছে বা বাজেয়াপ্ত না করা বিধানগুলির একটির অধীনে অব্যাহত রাখা হয়েছে।

- একটি বীমা ঋণ একটি সাধারণ বাণিজ্যিক ঋণ থেকে দুটি দিক থেকে আলাদা, প্রথমত বীমা মালিক ঋণ পরিশোধ করতে আইনত বাধ্য নন এবং বীমাকারীর বীমাকৃতের ক্রেডিট পরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজন নেই।
- মনোনয়ন হল যেখানে বীমাকৃত ব্যক্তি(দের) নাম প্রস্তাব করে যাকে তাদের মৃত্যুর পরে বীমা কোম্পানির দ্বারা বীমাকৃত অর্থ প্রদান করা উচিত।
- একটি জীবন বীমার অ্যাসাইনমেন্ট মানে বীমার অধিকার, শিরোনাম এবং স্বার্থ এক ব্যক্তির থেকে অন্য ব্যক্তির কাছে হস্তান্তর করার কাজকে বোঝায়। যে ব্যক্তি অধিকার হস্তান্তর করেন তাকে অ্যাসাইনর বলা হয় এবং যার কাছে সম্পত্তি হস্তান্তর করা হয় তাকে অ্যাসাইনি বলা হয়।
- পরিবর্তন বীমাকারী এবং বীমাকৃত উভয়ের সম্মতি সাপেক্ষে। সাধারণভাবে কিছু সাধারণ ব্যতীত বীমার প্রথম বছরে পরিবর্তনের অনুমতি দেওয়া হতে পারে না।

মূখ্য শব্দাবলি

1. প্রতিনিধিদের গোপনীয় প্রতিবেদন
2. মেডিকেল পরীক্ষকের প্রতিবেদন
3. নৈতিক বিপদ প্রতিবেদন
4. প্রথম প্রিমিয়াম রসিদ (FPR)
5. বীমা নথি
6. বীমার সময়সূচী
7. স্ট্যান্ডার্ড বিধান
8. বিশেষ ধারা
9. গ্রেস পিরিয়ড
10. বীমা তামাদি হওয়া
11. বীমা পুনরুজ্জীবন
12. সমর্পণ মূল্য
13. মনোনয়ন
14. অ্যাসাইনমেন্ট

পরীক্ষামূলক প্রশ্নের উত্তর

উত্তর ১- সঠিক উত্তর হল II.

উত্তর ২- সঠিক উত্তর হল II.

অধ্যায় L-08

জীবন বীমা আন্ডাররাইটিং

অধ্যায় ভূমিকা

একজন সম্ভাব্য গ্রাহকের কাছ থেকে একটি প্রস্তাব সুরক্ষিত হয়ে গেলে একজন জীবন বীমা এজেন্টের কাজ শেষ হয়ে যায় না। প্রস্তাবটি অবশ্যই বীমা কোম্পানির দ্বারা গৃহীত হতে হবে এবং পলিসিতে পরিণত হতে হবে।

প্রতিটি জীবন বীমা প্রস্তাবকে একটি গেটওয়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয় যেখানে জীবন বীমা কোম্পানি সিদ্ধান্ত নেয় প্রস্তাবটি গ্রহণ করবে কিনা এবং যদি তাই হয় তবে কোন শর্তে। এই অধ্যায়ে আমরা আন্ডাররাইটিং প্রক্রিয়া এবং প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত উপাদানগুলি সম্পর্কে আরও জানব।

শেখার ফলাফল

A. *আন্ডাররাইটিং -- মূল ধারণা*

B. *নন-মেডিক্যাল আন্ডাররাইটিং*

C. *মেডিক্যাল আন্ডাররাইটিং*

A. আন্ডাররাইটিং -- মূল ধারণা

1. আন্ডাররাইটিং প্রক্রিয়া

আন্ডাররাইটিং-এর দুটি উদ্দেশ্য আছে

i. ঝুঁকি মূল্যায়ন, ঝুঁকি শ্রেণীবদ্ধ করতে এবং গ্রহণের শর্তাবলী বা ঝুঁকি প্রত্যাখ্যান করার সিদ্ধান্ত নিতে।

ii. বীমা কোম্পানির বিরুদ্ধে নির্বাচন বিরোধী প্রতিরোধ করতে।

সংজ্ঞা

আন্ডাররাইটিং শব্দটি জীবন বীমার জন্য প্রতিটি প্রস্তাবের ঝুঁকির মাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যায়ন করার প্রক্রিয়াকে বোঝায় এবং তারপরে বীমা মঞ্জুর করতে হবে কি, হবে না এবং কী শর্তে তা নির্ধারণ করে।

নির্বাচন-বিরোধী লোকেদের প্রবণতা, যারা সন্দেহ করে বা জানে যে তাদের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, প্রক্রিয়ায় লাভের জন্য বীমা খোঁজে।

উদাহরণ

যদি জীবন বীমা কোম্পানি তাদের কাকে বীমা প্রদান করে সে বিষয়ে নির্বাচনশীল না হয়, এমন একটি সুযোগ রয়েছে যে হৃদরোগের সমস্যা বা ক্যান্সারের মতো গুরুতর অসুস্থ ব্যক্তিরা, যারা খুব বেশী দিন বেঁচে থাকার আশা করেননি, তারা বীমা কেনার চেষ্টা করবেন।

অন্য কথায়, যদি এক বীমা কোম্পানি আন্ডাররাইটিং বিচক্ষণতা ব্যবহার না করে, তাহলে তার বিরুদ্ধে নির্বাচন করা হবে এবং প্রক্রিয়ায় ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে।

2. ঝুঁকির মধ্যে ইক্যুইটি

"ইক্যুইটি" শব্দের অর্থ হল যে আবেদনকারীরা একই ধরনের ঝুঁকির সম্মুখীন হবেন তাদের অবশ্যই একই প্রিমিয়াম শ্রেণীতে রাখতে হবে। প্রিমিয়াম নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত মৃত্যুর হার সারণী, আদর্শ জীবন বা গড় ঝুঁকির মৃত্যুর অভিজ্ঞতাকে উপস্থাপন করে। তারা জীবন বীমা গ্রহণের প্রস্তাব করা ব্যক্তিদের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অন্তর্ভুক্ত করে।

a) ঝুঁকি শ্রেণিবিন্যাস

ইক্যুইটি উপস্থিত করানোর জন্য, আন্ডাররাইটার ঝুঁকি শ্রেণীবিন্যাস নামে পরিচিত একটি প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত হন, যেমন ব্যক্তিগত জীবন শ্রেণীবদ্ধ করা হয় এবং তাদের ঝুঁকির মাত্রার উপর নির্ভর করে বিভিন্ন ঝুঁকি শ্রেণিতে নিয়োগ করা হয়।

চিত্র ১ :ঝুঁকি শ্রেণিবিন্যাস

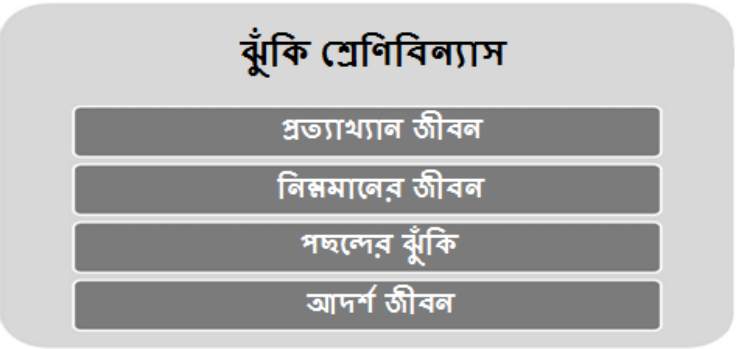

i. আদর্শ জীবন

এর মধ্যে রয়েছে যাদের প্রত্যাশিত মৃত্যুর হার মৃত্যুর সারণী দ্বারা উপস্থাপিত আদর্শ জীবনের সাথে মিলে যায়।

ii. পছন্দের ঝুঁকি

এগুলি হল যাদের প্রত্যাশিত মৃত্যুর হার আদর্শ জীবনের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম এবং তাই কম প্রিমিয়াম মাশুল করা যেতে পারে।

iii. নিম্নমানের জীবন

এগুলি হল যাদের প্রত্যাশিত মৃত্যুর হার গড় বা সাধারণ জীবনের চেয়ে বেশি, কিন্তু এখনও বীমাযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। এগুলো উচ্চতর (বা অতিরিক্ত) প্রিমিয়াম সহ বীমার জন্য গৃহীত হতে পারে বা নির্দিষ্ট বিধিনিষেধের অধীন হতে পারে।

iv. প্রত্যাখ্যান জীবন

তারা যাদের প্রতিবন্ধকতা এবং প্রত্যাশিত অতিরিক্ত মৃত্যুর হার এত বেশি যে তাদের সাশ্রয়ী মূল্যে বীমা কভারেজ প্রদান করা যায় না। কখনও কখনও কোনো ব্যক্তির প্রস্তাব সাময়িকভাবে প্রত্যাখ্যান করা হতে পারে যদি তিনি একটি সাম্প্রতিক চিকিৎসার ঘটনার সংস্পর্শে আসেন, যেমন অপারেশন।

3. আন্ডাররাইটিং প্রক্রিয়া

আন্ডাররাইটিং প্রক্রিয়া দুটি পর্যায়ে সঞ্চালিত হয়:

- ✓ ফিল্ড পর্যায়ে
- ✓ আন্ডাররাইটিং বিভাগ পর্যায়ে

a) ফিল্ড বা প্রাথমিক পর্যায়

ফিল্ড পর্যায়ের আন্ডাররাইটিং প্রাথমিক আন্ডাররাইটিং নামেও পরিচিত। একজন আবেদনকারী বীমা কভারেজ প্রদানের জন্য উপযুক্ত কিনা তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একজন এজেন্ট বা কোম্পানির প্রতিনিধি দ্বারা সংগৃহীত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করে। এজেন্ট প্রাথমিক আন্ডাররাইটার হিসাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি বীমা করা জীবন সম্বন্ধে জানতে সবচেয়ে ভালো অবস্থানে আছেন।

অনেক বীমা কোম্পানীর প্রয়োজন হতে পারে যে এজেন্টদের একটি বিবৃতি বা একটি গোপনীয় প্রতিবেদন সম্পূর্ণ করা, প্রস্তাবিত জীবন সম্পর্কে এজেন্টের দ্বারা নির্দিষ্ট তথ্য, মতামত এবং সুপারিশ প্রদানের জন্য বলা।

প্রাথমিক আন্ডাররাইটার হিসাবে জালিয়াতি পর্যবেক্ষণ এবং এজেন্টের ভূমিকা

ঝুঁকি গ্রহণের বিষয়ে বেশিরভাগ সিদ্ধান্ত প্রস্তাবকারীর দ্বারা প্রস্তাবিত ফর্মে প্রকাশ করা তথ্যের উপর নির্ভর করে। আন্ডাররাইটিং বিভাগে বসে থাকে একজন আন্ডাররাইটারের পক্ষে এই তথ্যগুলি অসত্য কিনা এবং প্রতারণা করার ইচ্ছাকৃত উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতারণামূলকভাবে ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে কিনা তা জানা কঠিন হতে পারে।

এজেন্ট এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রস্তাবিত জীবনের সাথে তার প্রত্যক্ষ বা ব্যক্তিগত যোগাযোগের কারণে যে তথ্যগুলি উপস্থাপন করা হয়েছে তা সত্য কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য তিনি সবচেয়ে ভালো অবস্থানে আছেন।

b) বিভাগীয় পর্যায়ে আন্ডাররাইটিং

আন্ডাররাইটিং এর প্রধান পর্যায় হল বিভাগ বা অফিস পর্যায়। এতে বিশেষজ্ঞ ও ব্যক্তিদের জড়িত যারা জীবন বীমার প্রস্তাব গ্রহণ করবেন কিনা এবং কোন শর্তে মামলার সমস্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য বিবেচনা করেন।

4. আন্ডাররাইটিং-এর পদ্ধতি

চিত্র **২:** আন্ডাররাইটিং-এর পদ্ধতি

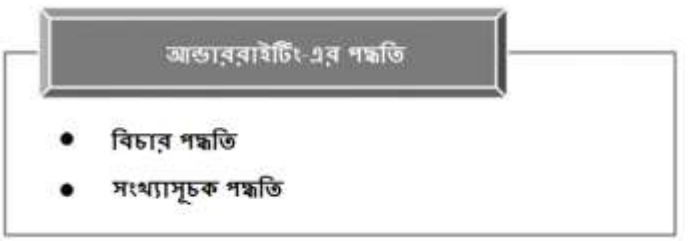

আন্ডাররাইটাররা এই উদ্দেশ্যে দুই ধরণের পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারে:

বিচার পদ্ধতি	**সংখ্যাসূচক পদ্ধতি**
এই পদ্ধতির অধীনে বিষয়ী রায় ব্যবহার করা হয়, বিশেষ করে জটিল মামলার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়।	এই পদ্ধতির অধীনে আন্ডাররাইটাররা সমস্ত নেতিবাচক বা প্রতিকূল কারণগুলির জন্য ইতিবাচক রেটিং পয়েন্ট নির্ধারণ করে (যে কোন ইতিবাচক বা অনুকূল কারণগুলির জন্য নেতিবাচক পয়েন্ট)।
উদাহরণ: একটি অশান্ত দেশ/এলাকায় অবস্থানরত একজন ব্যক্তিকে জীবন বীমা দেওয়া যাবে কিনা তা নির্ধারণ করা।	**উদাহরণ:** হৃদরোগ এবং/বা পরিবারে স্বল্প বয়সে মৃত্যুর ইতিহাস সহ একজন ব্যক্তির ইতিবাচক পয়েন্ট হিসেবে নির্দিষ্ট করা যেতে পারে। এইভাবে নির্ধারিত পয়েন্টের মোট সংখ্যা জড়িত ঝুঁকির পরিমাণ নির্ধারণে

	একজন আন্ডাররাইটারকে সাহায্য করবে।
এই ধরনের পরিস্থিতিতে, বিভাগটি একজন ডাক্তারের বিশেষজ্ঞ মতামত পেতে পারে যাকে মেডিক্যাল রেফারিও বলা হয়।	এই ইতিবাচক/নেতিবাচক পয়েন্টের মোট যোগফলকে এবং/বা বলা হয় এক্সট্রা মর্টালিটি রেটিং (ইএমআর)। উচ্চতর ইএমআর নির্দেশ করে যে জীবন নিম্নমানের।

আন্ডাররাইটিং সিদ্ধান্ত

আন্ডাররাইটিং-এর জন্য প্রস্তাবিত জীবন সম্পর্কে আন্ডাররাইটাররা যে বিভিন্ন ধরণের সিদ্ধান্ত নিতে পারে তা এখন বিবেচনা করা যাক।

a) সাধারণ হারে গ্রহণ (ওআর) হল সবচেয়ে সাধারণ সিদ্ধান্ত। এই রেটিংটি নির্দেশ করে যে ঝুঁকিটি প্রিমিয়ামের একই হারে গ্রহণ করা হয় যা একটি সাধারণ বা সাধারণ জীবনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

চিত্র ৩ : আন্ডাররাইটিং সিদ্ধান্ত

b) **অতিরিক্ত সহ গ্রহণ:** নিম্নমানের ঝুঁকির বৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ঠের সাথে মোকাবিলা করার এটি সবচেয়ে সাধারণ উপায়। এতে প্রিমিয়ামের ট্যাবুলার হারের উপর অতিরিক্ত মাশুল নেওয়া হয়।

c) **বীমারাশির উপর একটি পূর্বস্বত্ব সহ গ্রহণযোগ্যতা:** একটি পূর্বস্বত্ব হল এক ধরনের ধারণ যা জীবন বীমা কোম্পানি ব্যবহার করতে পারে (আংশিক বা সম্পূর্ণ) একটি দাবির ক্ষেত্রে যে পরিমাণ সুবিধা প্রদান করতে হবে তার উপর।

উদাহরণ: একজন বীমাকৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিবেচনা করুন যিনি যক্ষার মত কোন রোগে ভুগছেন এবং পুনরুদ্ধার করেছেন। পূর্বস্বত্ব আরোপ করা বোঝায় যে এই ব্যক্তি যদি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যক্ষা রোগের পুনর্ভাবের কারণে মারা যায়, তবে শুধুমাত্র একটি হ্রাসকৃত মৃত্যু সুবিধা প্রদেয় হতে পারে।

d) **একটি নিয়ন্ত্রণমূলক ধারা সহ গ্রহণ:** নির্দিষ্ট ধরণের বিপদের জন্য একটি নিয়ন্ত্রণমূলক ধারা প্রয়োগ করা যেতে পারে যা নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে মৃত্যুর ক্ষেত্রে মৃত্যু সুবিধা সীমিত করে।

উদাহরণ হল গর্ভবতী মহিলাদের উপর আরোপিত এক গর্ভাবস্থার ধারা যা প্রসবের তিন মাসের মধ্যে গর্ভাবস্থা সম্পর্কিত মৃত্যুর ক্ষেত্রে প্রদেয় বীমা সীমিত করে।

e) **প্রত্যাখ্যান বা স্থগিত:** অবশেষে, একজন জীবন বীমা আন্ডাররাইটার বীমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান বা প্রত্যাখ্যান করার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এটি তখন ঘটবে যখন কিছু স্বাস্থ্য/অন্যান্য বৈশিষ্ট্য থাকে যা এতটাই প্রতিকূল যে তারা যথেষ্ট ঝুঁকি বাড়ায়।

উদাহরণ: একজন ব্যক্তি যিনি ক্যান্সারে ভুগছেন এবং উপশমের সম্ভাবনা কম, তিনি প্রত্যাখ্যানের প্রার্থী হবেন

একইভাবে কিছু ক্ষেত্রে পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়া এবং আরও অনুকূল না হওয়া পর্যন্ত ঝুঁকি গ্রহণ স্থগিত করা বিচক্ষণের কাজ হতে পারে।

উদাহরণ

যে মহিলার সবেমাত্র হিস্টেরেক্টমি অপারেশন হয়েছে তাকে তার জীবন বীমার অনুমতি দেওয়ার আগে কয়েক মাস অপেক্ষা করতে বলা হতে পারে, যাতে অপারেশন পরবর্তী জটিলতাগুলি অপ্রকট হয়ে যেতে পারে।

নিজে নিজে কর ১

নিম্নলিখিত কোন ক্ষেত্রে জীবন বীমা কোম্পানির দ্বারা প্রত্যাখ্যান বা স্হগিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে?

I. একজন সুস্থ ১৮ বছর বয়সী

II. একজন খেলোয়াড়

III. এইডস-এ আক্রান্ত একজন ব্যক্তি

IV. একজন গৃহিণী যার নিজের কোনো আয় নেই

B. নন-মেডিক্যাল আন্ডাররাইটিং

1. নন-মেডিক্যাল আন্ডাররাইটিং

বহু সংখ্যক জীবন বীমা প্রস্তাবগুলি সাধারণত বীমা করার জন্য একটি মেডিক্যাল পরীক্ষা না করেই বীমা করার জন্য নির্বাচিত হতে পারে যাতে বীমা করা যায় এমন একটি জীবনের বীমাযোগ্যতা পরীক্ষা করা যায়। এই ধরনের ক্ষেত্রে নন-মেডিক্যাল প্রস্তাব হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়।

বিবিধ কারণের পরিপ্রেক্ষিতে কয়েক ধরণের পলিসিতে জড়িত ব্যয় সহ, জীবন বীমা কোম্পানি ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য জোর না করেই বীমা প্রদান করে।

2. নন-মেডিক্যাল আন্ডাররাইটিং-এর জন্য শর্তাবলি

যাইহোক, নন-মেডিক্যাল আন্ডাররাইটিং নির্দিষ্ট শ্রেণীর জীবনের জন্য প্রযোজ্যতা, বীমার নির্দিষ্ট পরিকল্পনা, বীমার নির্দিষ্ট ঊর্ধ্বসীমা, প্রবেশের বয়স সীমা, বীমার সর্বোচ্চ মেয়াদ ইত্যাদির মতো শর্তগুলির জন্য আহ্বান জানায়।

3. আন্ডাররাইটিং-এর রেটিং ফ্যাক্টর

রেটিং ফ্যাক্টরগুলি আর্থিক পরিস্থিতি, জীবনধারা, অভ্যাস, পারিবারিক ইতিহাস, স্বাস্থ্যের ব্যক্তিগত ইতিহাস এবং সম্ভাব্য বীমাকৃত ব্যক্তির জীবনে অন্যান্য ব্যক্তিগত পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন দিককে নির্দেশ করে যা বিপদ সৃষ্টি করতে পারে এবং ঝুঁকি বাড়াতে পারে। আন্ডাররাইটিং-এর মধ্যে এই বিপদগুলি এবং তাদের সম্ভাব্য প্রভাব চিহ্নিত করা এবং সেই অনুযায়ী ঝুঁকি শ্রেণীবদ্ধ করা উচিত।

রেটিং ফ্যাক্টরগুলোকে মোটামুটিভাবে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে - যেগুলো নৈতিক বিপদে অবদান রাখে এবং যেগুলো শারীরিক [মেডিক্যাল] বিপদে অবদান রাখে। জীবন বীমা কোম্পানিগুলি প্রায়শঃই তাদের আন্ডাররাইটিং-কে সেই অনুসারে বিভাগগুলিতে ভাগ করে। আয়, পেশা, জীবনধারা এবং অভ্যাসের মতো বিষয়গুলি যা নৈতিক বিপদে অবদান রাখে, **আর্থিক আন্ডাররাইটিং**-এর অংশ হিসাবে মূল্যায়ন করা হয়, যখন স্বাস্থ্যের চিকিৎসার পরিপ্রেক্ষিতে **মেডিক্যাল আন্ডাররাইটিং**-এর আওতায় পড়ে।

a) মহিলাদের বীমা

সাধারণত পুরুষদের তুলনায় নারী দীর্ঘায়ু হয়। যাইহোক, তারা নৈতিক বিপদের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। এর কারণ হল ভারতীয় সমাজে বহু নারী পুরুষ আধিপত্য ও সামাজিক শোষণের শিকার। পণ-হত্যার মতো অশুভ আজও বিদ্যমান। মহিলাদের দীর্ঘায়ুও গর্ভাবস্থার সাথে সম্পর্কিত সমস্যাগুলি থেকে প্রভাবিত হতে পারে।

মহিলাদের বীমাযোগ্যতা বীমার প্রয়োজন এবং প্রিমিয়াম প্রদানের ক্ষমতা দ্বারা পরিচালিত হয়। বীমা কোম্পানিগুলি এইভাবে শুধুমাত্র তাদেরই সম্পূর্ণ বীমা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারে যাদের নিজস্ব আয় আছে এবং অন্যান্য শ্রেণীর মহিলাদের উপর সীমা আরোপ করতে পারে। একইভাবে গর্ভবতী মহিলাদের উপর কিছু শর্ত আরোপ করা যেতে পারে।

b) অপ্রাপ্তবয়স্ক

নাবালকদের নিজেদের কোনো চুক্তি করার ক্ষমতা নেই। সুতরাং একজন নাবালকের জীবন সম্পর্কে একটি প্রস্তাব পেশ করতে হবে অন্য একজন ব্যক্তির দ্বারা যিনি মাতাপিতা বা আইনি অভিভাবকের ক্ষমতায় নাবালকের সাথে সম্পর্কিত। বীমার প্রয়োজনীয়তা নিশ্চিত করাও প্রয়োজন হবে, যেহেতু নাবালকদের সাধারণত তাদের নিজস্ব কোনো উপার্জিত আয় থাকে না। নাবালকদের জন্য বীমা বিবেচনা করার সময় সাধারণত তিনটি শর্ত চাওয়া হবে:

i. তাদের সঠিকভাবে বিকশিত শরীর আছে কিনা

খারাপ শরীর অপুষ্টি বা অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যার কারণে মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।

ii. সঠিক পারিবারিক ইতিহাস ও ব্যক্তিগত ইতিহাস

এখানে প্রতিকূল নির্দেশক থাকলে, এটি ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।

iii. পরিবারে পর্যাপ্তভাবে বীমা করা হয়েছে কিনা

পরিবারে বীমা করানোর সংস্কৃতি আছে কিনা তা পরীক্ষা করা দরকার। নাবালকের পরিবারের অন্য কোনো সদস্যের বীমা করা না থাকলে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে। বীমার পরিমাণ সাধারণত মাতাপিতার সাথে যুক্ত থাকে।

c) বীমারাশি বিশাল

প্রস্তাবিত বীমাকারীর বার্ষিক আয়ের তুলনায় বীমার পরিমাণ খুব বেশি হলে আন্ডাররাইটারকে সতর্ক হতে হবে। সাধারণত বীমা রাশি একজনের বার্ষিক আয়ের প্রায় দশ থেকে বারো গুণ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এই অনুপাত খুব বেশি হলে, তা বীমাকারীর বিরুদ্ধে নির্বাচনের সম্ভাবনা বাড়ায়।

উদাহরণ

যদি কোনো ব্যক্তির বার্ষিক আয় ৫ লক্ষ টাকা হয় এবং তিনি ৩ কোটি টাকা জীবন বীমা কভারের জন্য প্রস্তাব করেন থাকেন, তাহলে এটি উদ্বেগের কারণ।

আত্মহত্যার প্রত্যাশায় বা স্বাস্থ্যের প্রত্যাশিত অবনতির ফলে এত বড় পরিমাণ বীমা প্রস্তাবিত হওয়ার সম্ভাবনার কারণে সাধারণত এই ধরনের ক্ষেত্রে উদ্বেগ দেখা দিতে পারে। এত বিশাল অঙ্কের জন্য তৃতীয় কারণ হতে পারে বিক্রয়কারীর দ্বারা অতিরিক্ত ভুল বিক্রি করা।

বিশাল বীমারাশি মানে প্রিমিয়াম অনুপাতে বৃদ্ধি এবং এই ধরনের প্রিমিয়াম প্রদান অব্যাহত থাকবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করবে। সাধারণত, প্রদেয় প্রিমিয়াম একজন ব্যক্তির বার্ষিক আয়ের এক তৃতীয়াংশের মধ্যে হওয়া উচিত।

d) বয়স

মৃত্যুর হারের ঝুঁকি বয়সের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। বেশী বয়সের লোকেদের জন্য বীমা বিবেচনা করার সময় আন্ডাররাইটারকে সতর্ক হতে হবে।

উদাহরণ

৫০ বছরের বেশি বয়সে প্রথমবার বীমা প্রস্তাব করা হলে, নৈতিক বিপদ সন্দেহ করা উচিত এবং কেন এই ধরনের বীমা আগে নেওয়া হয়নি সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

আমাদের আরও লক্ষ্য রাখতে হবে যে হৃদরোগ এবং কিডনি অকেজোর মতো অবক্ষয়জনিত রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বয়সের সাথে সাথে বৃদ্ধি পায় এবং বয়স্ক বয়সে আরও বেশি হয়। জীবন বীমাকারীরা কিছু বিশেষ রিপোর্টের জন্যও চাইতে পারেন যখন বেশী বীমারাশি/ বেশী বয়স বা দুটোরই সংমিশ্রণে প্রস্তাব জমা দেওয়া হয়।

উদাহরণ

এই ধরনের রিপোর্টের উদাহরণ হল ইসিজি, ইইজি; বুকের এক্স-রে এবং ব্লাড সুগার পরীক্ষা। এই পরীক্ষাগুলি প্রস্তাবিত জীবনের স্বাস্থ্য সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রকাশ করতে পারে যা প্রস্তাবে দেওয়া উত্তর বা একটি সাধারণ চিকিৎসা পরীক্ষা প্রদান করতে পারে।

উদাহরণ

যখন প্রস্তাবিত বীমাকারী ব্যক্তির বাসস্থান থেকে দূর অবস্থিত একটি শাখায় প্রস্তাব জমা দেওয়া হয়

একজনের বাসস্থানের নিকটবর্তী যোগ্য মেডিক্যাল পরীক্ষক থাকা স্বত্বেও অন্য কোথায় মেডিক্যাল পরীক্ষা করা হয়।

তৃতীয় ঘটনা হল যখন স্পষ্ট বীমাযোগ্য স্বার্থ ছাড়াই অন্যের জীবনের উপর একটি প্রস্তাব করা হয়, অথবা যখন মনোনীত ব্যক্তি প্রস্তাবিতের নিকট নির্ভরশীল নয়।

এই ধরনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একটি তদন্ত করা যেতে পারে। অবশেষে, যখন এজেন্ট বীমা প্রস্তাবিতের সাথে সম্পর্কিত হয় তখন এজেন্সি ম্যানেজার/ডেভেলপমেন্ট অফিসারের মতো শাখা কর্মকর্তার কাছ থেকে একটি নৈতিক ঝুঁকির রিপোর্ট দাবি করা যেতে পারে।

e) পেশা

পেশাগত বিপদ তিনটি উৎসা থেকে আসতে পারে:

- ✓ দুর্ঘটনা
- ✓ স্বাস্থ্য বিপদ
- ✓ নৈতিক বিপদ

চিত্র ৪ :পেশাগত বিপদের উৎস

i. **দুর্ঘটনাজনিত বিপদ** দেখা দেয় কারণ নির্দিষ্ট ধরনের কাজ কাউকে দুর্ঘটনার ঝুঁকির মুখে ফেলে। এই বিভাগে অনেক রকমের কাজ আছে – যেমন, সার্কাসের শিল্পী, মাঁচা বাঁধা শ্রমিক, ধ্বংসকরণ বিশেষজ্ঞ এবং ফিল্মী স্টান্ট শিল্পী।

ii. **স্বাস্থ্য বিপদ** দেখা দেয় যখন চাকরির প্রকৃতি এমন হয় যে চিকিৎসা বৈকল্যের সম্ভাবনার জন্ম দেয়। বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য বিপদ রয়েছে।

- ✓ রিকশাচালকদের মতো কিছু কাজে অনেক শারীরিক চাপের সাথে জড়িত এবং শ্বাসযন্ত্রের সিস্টেমকে প্রভাবিত করে।

- ✓ এমন পরিস্থিতি যেখানে কেউ বিষাক্ত পদার্থের সংস্পর্শে আসতে পারে যেমন খনির ধূলো বা কার্সিনোজেনিক পদার্থ (যার ফলে ক্যান্সার হয়) যেমন রাসায়নিক এবং পারমাণবিক বিকিরণ।
- ✓ ভূর্গভস্ত টানেল বা গভীর সমুদ্রের মতো উচ্চ চাপের পরিবেশে কাজ করা তীব্র ডিকম্প্রেশন অসুস্থতার কারণ হতে পারে।
- ✓ অবশেষে, নির্দিষ্ট কাজের পরিস্থিতিতে অতিরিক্ত প্রকট (যেমন কম্পিউটারের সামনে আঁটসাঁট হয়ে বসে থাকা বা উচ্চ শব্দের সেটিং-এ কাজ করা) দীর্ঘমেয়াদ শরীরের নির্দিষ্ট অঙ্গগুলির কার্যকারিতাকে ব্যাহত করতে পারে।

iii. **নৈতিক বিপদ** তখন আসে যখন কোনো কাজের সাথে ঘনিষ্ঠতা জড়িত বা অপরাধমূলক উপাদান বা মাদক ও অ্যালকোহলের প্রতি প্রবণতা সৃষ্টি করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ একটি নাইটক্লাবে একজন ড্যান্সার বা মদের বারে একজন এনফোর্সার বা সন্দেহভাজন অপরাধী লিঙ্কসহ একজন ব্যবসায়ীর "দেহরক্ষী"। আবার সুপারস্টার এন্টারটেনারদের মতো নির্দিষ্ট ব্যক্তির কাজের প্রোফাইল তাদের নেশার জীবনযাত্রার দিকে নিয়ে যেতে পারে, যা কখনও কখনও করুণ পরিণতিতে শেষ হয়।

যখন একটি পেশা এই ধরনের কোনো বিপজ্জনক বিভাগের অধীনে পড়ে, তখন বীমার জন্য আবেদনকারীকে একটি পেশাগত প্রশ্নাবলী পূরণ করতে হতে পারে যা চাকরির নির্দিষ্ট বিবরণ, জড়িত দায়িত্ব এবং ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে। একটি সমরূপ অতিরিক্ত আকারে পেশার জন্য একটি রেটিং আরোপ করা যেতে পারে (উদাহরণস্বরূপ প্রতি হাজার বীমারাশিতে দুই টাকা নিশ্চিত।) বীমাকারীর পেশা পরিবর্তন হলে এই ধরনের অতিরিক্ত হ্রাস বা সরানো যেতে পারে।

f) জীবনশৈলী ও অভ্যাস

জীবনশৈলী ও অভ্যাস হল এমন শর্ত, যেগুলি বিস্তৃত ব্যক্তিগত জীবনশৈলী বৈশিষ্ট্যকে কভার করে, যা এজেন্টের গোপনীয় রিপোর্ট এবং নৈতিক বিপদ রিপোর্টে প্রকাশ করা যেতে পারে, যা ঝুঁকির সংস্পর্শে আসার পরামর্শ দেয়। বিশেষ করে তিনটি বৈশিষ্ট্য গুরুত্বপূর্ণ:

ধূমপান ও তামাক ব্যবহার: তামাক ব্যবহার শুধু নিজের মধ্যে ঝুঁকি বাড়ায় না বরং অন্যান্য চিকিৎসা ঝুঁকি বাড়াতেও সাহায্য করে। কোম্পানিগুলি আজকাল ধূমপায়ী ও অ-ধূমপায়ীদের জন্য এবং গুটখা ও পান মসলার মতো অন্যান্য ধরণের তামাক ব্যবহারকারীদের জন্যে পৃথক পৃথক হার ধার্য্য করে।

অ্যালকোহল: মাঝে মাঝে বা পরিমিত পরিমাণে অ্যালকোহল পান করাকে বিপদ হিসাবে বিবেচনা করা হয় না। তবে, দীর্ঘমেয়াদি অতিরিক্ত মদ্যপান লিভারের কার্যকারিতা ব্যাহত করতে পারে, পাচনতন্ত্রকে প্রভাবিত করতে পারে এবং মানসিক ব্যাধির দিকে পরিচালিত করতে পারে। মদ্যপান দুর্ঘটনা, হিংসা, পারিবারিক নির্যাতন, হতাশা এবং আত্মহত্যার সাথেও যুক্ত।

বস্তুর অপব্যবহার: বস্তুর অপব্যবহার বলতে বিভিন্ন ধরনের বস্তু যেমন মাদক বা মাদকদ্রব্য, ঘুমের ওষুধ এবং অন্যান্য অনুরূপ উদ্দীপকের ব্যবহার বোঝায়। এর মধ্যে কিছু এমনকি অবৈধ ও তাদের ব্যবহার অপরাধমূলক স্বভাব এবং নৈতিক বিপদ নির্দেশ করে।

নিজে নিজে কর ২

নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে কোনটি নৈতিক বিপদের উদাহরণ?

I. স্টান্ট করতে গিয়ে স্টান্ট শিল্পী মারা যান

II. একজন ব্যক্তি প্রচুর পরিমাণে মদ্যপান করছেন কারণ তিনি বীমাকৃত

III. বীমাকারী প্রিমিয়াম প্রদান করতে অক্ষম

IV. প্রস্তাবকারী পলিসি নথি হারিয়ে ফেলেছেন

C. মেডিক্যাল আন্ডাররাইটিং

1. মেডিক্যাল আন্ডাররাইটিং

আসুন, এখন আমরা কয়েকটি চিকিৎসা বিষয় বিবেচনা করি যা একজন আন্ডাররাইটারের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করবে। এগুলি সাধারণত মেডিক্যাল আন্ডাররাইটিং-এর মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়। তারা প্রায়ই একজন মেডিক্যাল পরীক্ষকের রিপোর্টের জন্য আহ্বান করতে পারে। আসুন পরীক্ষা করা হয় এমন কিছু ফ্যাক্টরের দিকে নজর দেওয়া যাক।

চিত্র ৫: মেডিক্যাল ফ্যাক্টর যা একজন আন্ডাররাইটারের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে

a) পরিবারের ইতিহাস

মৃত্যুর ঝুঁকির উপর পারিবারিক ইতিহাসের প্রভাব তিনটি দিক থেকে অধ্যয়ন করা হয়েছে।

i. **বংশগত:** কিছু রোগ এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে, মাতাপিতা থেকে বাচ্চাদের কাছে প্রেরণ করা যেতে পারে।

ii. **পরিবারের গড় আয়ু:** হৃদযন্ত্রের সমস্যা বা ক্যান্সারের মতো কিছু রোগের কারণে মাতাপিতা তাড়াতাড়ি মারা গেলে, এটি একটি নির্দেশক হতে পারে যে সন্তানরাও বেশি দিন না বাঁচতেও পারে।

iii. **পারিবারিক পরিবেশ:** তৃতীয়তঃ, পরিবার যে পরিবেশে বাস করে তা সংক্রমণ ও অন্যান্য ঝুঁকির কারণ হতে পারে।

জীবন বীমা কোম্পানিদের এইভাবে প্রতিকূল পারিবারিক ইতিহাসের ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। তারা অন্যান্য রিপোর্টের জন্য আহ্বান করতে পারে এবং এই ধরনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত মৃত্যুর হার আরোপ করতে পারে।

b) Personal history ব্যক্তিগত ইতিহাস

ব্যক্তিগত ইতিহাস মানবদেহের বিভিন্ন সিস্টেমের অতীতের দুর্বলতাগুলিকে বোঝায় যা বীমা করা জীবন ভোগ করেছে। জীবন বীমার প্রস্তাবনা ফর্মে সাধারণত এক সেট প্রশ্ন থাকে যা জিজ্ঞাসা করে যে বীমা করা জীবন এইগুলির মধ্যে কোনটির জন্য চিকিৎসা করা হয়েছে কিনা।

আন্ডাররাইটারদের দ্বারা বিবেচিত প্রধান অসুস্থতাগুলির মধ্যে রয়েছে কার্ডিওভাসকুলার রোগ, শ্বাসযন্ত্রের রোগ, ম্যালিগন্যান্ট টিউমার/ক্যান্সার, কিডনি সম্বন্ধীয় অসুস্থতা, এন্ডোক্রাইন সিস্টেমের অসুস্থতা, পাচনতন্ত্রের রোগ যেমন গ্যাস্ট্রিক আলসার এবং লিভারের সিরোসিস ও স্নায়ুতন্ত্রের রোগ।

c) ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যসমূহ

এগুলিও রোগের প্রবণতার উল্লেখযোগ্য নির্দেশক হতে পারে।

i. গঠন

একজন ব্যক্তির গঠন তার উচ্চতা, ওজন, বুক এবং পেটের ঘের নিয়ে গঠিত। প্রদত্ত বয়স ও উচ্চতার জন্য একটি প্রমাণ ওজন রয়েছে যা সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এবং যদি এই প্রমাণ ওজনের সাথে ওজন খুব বেশি বা কম হয়, আমরা বলতে পারি যে ব্যক্তিটি অতিরিক্ত ওজনের বা কম ওজনের।

একইভাবে, এটি প্রত্যাশিত যে একজন সাধারণ ব্যক্তির বুক কমপক্ষে চার সেন্টিমিটার প্রসারিত হওয়া উচিত এবং তার পেটের ঘের প্রসারিত বুকের বেশি হওয়া উচিত নয়।

ii. রক্তচাপ

আরেকটি নির্দেশক হল ব্যক্তির রক্তচাপ। এর দুটি ব্যবস্থা রয়েছে

- ✓ সিস্টোলিক
- ✓ ডায়াস্টোলিক

যখন প্রকৃত রিডিং স্বাভাবিক মানের থেকে অনেক বেশি হয়, তখন আমরা বলি যে ব্যক্তির উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশন রয়েছে। যখন এটি খুব কম হয়, তখন একে হাইপোটেনশন বলা হয়। আগেরটির মারাত্মক পরিণতি হতে পারে।

iii. প্রস্রাব – নির্দিষ্ট মাধ্যাকর্ষণ

অবশেষে, একজনে প্রস্রাবে নির্দিষ্ট মাধ্যাকর্ষণের রিডিং মূত্রতন্ত্রের বিভিন্ন লবণের মধ্যে ভারসাম্য নির্দেশ করতে পারে। এটি সিস্টেমের কোনো ত্রুটি নির্দেশ করতে পারে।

d) ব্যাকডেটিং:

ব্যাকডেটিং মানে পলিসির শুরুর তারিখকে আগের তারিখে পরিবর্তন করা। উদাহরণস্বরূপ, আপনি ১লা জুন ২০১৩ তারিখে একটি জীবন বীমা পলিসি কিনেছিলেন কিন্তু পরে আপনি মনে করেন যে পলিসিটি এপ্রিল ২০১৩ তারিখে কিনলে আরও ভালো রিটার্ন পেতেন। আপনি ও আপনার বীমা কোম্পানি সরকারিভাবে এপ্রিল, ২০১৩ তে পলিসিটি শুরু করতে পরিবর্তন করতে সম্মত। এক্ষেত্রে, আপনি পলিসিটি ব্যাকডেটেড করেছেন। সাধারণতঃ, পলিসিটি এক মাসের কম সময়ের মধ্যে ব্যাকডেটেড হলে কোনো সুদ নেওয়া হয় না।

ব্যাকডেটিং নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে করা হয়:

i) **বয়সের উপর ভিত্তি করে কম প্রিমিয়াম পাওয়া:** পলিসি প্রদানের সময়, বীমাকোম্পানি পলিসিধারকের নিকটতম বয়স বিবেচনা করে। এর মানে হল আপনার বয়স ৩২ বছর ৭ মাস হলে, বীমাকারী আপনার বয়স ৩৩ বছর হিসাবে বিবেচনা করবে। এই নিকটতম বয়স আপনাকে উচ্চ প্রিমিয়াম পট্টিতে ফেলতে পারে। যাইহোক, আপনি যদি পলিসিটি ২ মাসের মধ্যে ব্যাকডেট করেন, তাহলে বীমা কোম্পানি আপনার বয়স ৩২ বছর ৫ মাস হিসাবে বিবেচনা করবে। এখন আপনি ৩২ বছর বয়সীদের জন্য একটি প্ল্যানের উপর ভিত্তি করে কম প্রিমিয়া প্রদান করা হবে।

ii) **অর্থ প্রদানের সময় নির্ধারণ:** কিছু পেশা আছে যেখানে আয় স্থিতিশীল নয়। এই ধরনের পরিস্থিতিতে যদি কেউ দুর্ঘটনাবশত তার অফ-সিজনে একটি জীবন বীমা পলিসি কিনে থাকেন তাহলে পলিসিটি সর্বাধিক উপার্জনের সময়কালের ব্যাকডেটেড হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একজন কৃষকের মৌসুমী আয় থাকতে পারে। তিনি তার ফসলের কার্য গ্রহণ করার পরেই বীমা প্রদান করতে পছন্দ করবেন। এক্ষেত্রে, একজন কৃষক ফসল কাটার মরসুমে এটি শুরু করার জন্য পলিসিটি ব্যাকডেট করতে পারেন।

iii) **বিশেষ তারিখগুলির সাথে একত্র হতে:** আপনি আপনার গুরুত্বপূর্ণ তারিখগুলি সাথে একত্র হতে পলিসিটিকে ব্যাকডেট করতে পারেন, যেমন জন্মদিন ও বিবাহবার্ষিকী। এটি আপনার প্রিমিয়ামের শেষ তারিখ মনে রাখতে সহজ করে।

iv) **শীঘ্র পরিপক্কতার দাবি:** ব্যাকডেটিং পলিসির মেয়াদ হ্রাস করে এবং তাড়াতাড়ি পরিপক্কতার সুবিধা দেয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি মার্চ ২০০০-এ কেনা একটি ৩০ বছরের জীবন বীমা কভার এপ্রিল ১৯৯৯--এ ব্যাকডেটেড করা হয়, তাহলে পলিসিটি মার্চ ২০৩০ এর পরিবর্তে এপ্রিল, ২০২৯-এ পরিপক্ক হবে। এন্ডোমেন্ট পলিসির ক্ষেত্রে, এটি লাভজনক হতে পারে কারণ মেয়াদপূর্তির সুবিধাগুলি আগে জমা হয়।

নিজে নিজে কর ৩

মেডিক্যাল আন্ডাররাইটিং-এ বংশগত ইতিহাসের গুরুত্ব রয়েছে কেন?

I. ধনী মাতাপিতার স্বাস্থ্যবান সন্তান
II. কিছু রোগ মা-বাবা থেকে বাচ্চাদের মধ্যে ছড়িয়ে যেতে পারে
III. দরিদ্র মাতা-পিতার সন্তান অপুষ্টিতে ভোগে
IV. পারিবারিক পরিবেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

সারাংশ

- সাম্যভাব আনার জন্য, আন্ডাররাইটার ঝুঁকির শ্রেণীবিভাগে নিযুক্ত হন যেখানে ব্যক্তিগত জীবন শ্রেণীবদ্ধ করা হয় এবং তাদের ঝুঁকির মাত্রার উপর নির্ভর করে বিভিন্ন ঝুঁকি শ্রেণীতে নিয়োগ করা হয়।
- আন্ডাররাইটিং প্রক্রিয়া দুটি পর্যায়ে সঞ্চালিত হয়:
  - ✓ ফিল্ড পর্যায়ে এবং
  - ✓ আন্ডাররাইটিং বিভাগ পর্যায়ে
- আন্ডারাইটারদের দ্বারা নেওয়া আন্ডাররাইটিং সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে রয়েছে প্রমাণ হারে প্রমাণ ঝুঁকি গ্রহণ করা বা নিম্ন-প্রমাণে ঝুঁকির জন্য অতিরিক্ত মাশুল করা। কখনও কখনও বীমারাশির উপর পূর্বস্বত্বের সাথে গ্রহণযোগ্যতা থাকে বা বিধিনিষেধমূলক ধারাগুলির উপর ভিত্তি করে গ্রহণ করা হয়। যেখানে ঝুঁকি বেশি সেখানে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান বা স্থগিত করা হয়।
- বহু সংখ্যক জীবন বীমা প্রস্তাবগুলি সাধারণত একটি মেডিক্যাল পরীক্ষা না করেই বীমার জন্য নির্বাচিত হতে পারে। এই ধরনের ক্ষেত্রে নন-মেডিক্যাল প্রস্তাব হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়।
- নন-মেডিক্যাল আন্ডাররাইটিং-এর জন্য কিছু রেটিং ফ্যাক্টর অন্তর্ভুক্ত
  - ✓ বয়স
  - ✓ বিশাল বীমারাশি
  - ✓ নৈতিক বিপদ ইত্যাদি
- মেডিক্যাল আন্ডাররাইটিং-এ বিবেচিত কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত
  - ✓ পারিবারিক ইতিহাস,
  - ✓ বংশগত ও ব্যক্তিগত ইতিহাস ইত্যাদি

মূখ্য শব্দাবলি

1. আন্ডাররাইটিং
2. আদর্শ জীবন
3. নন-মেডিক্যাল আন্ডাররাইটিং
4. রেটিং ফ্যাক্টর
5. মেডিক্যাল আন্ডাররাইটিং
6. নির্বাচন বিরোধী

নিজে নিজে করোর উত্তর

উত্তর ১ – সঠিক বিকল্প হল III.
উত্তর ২ – সঠিক বিকল্প হল II.
উত্তর ৩ – সঠিক বিকল্প হল II.

অধ্যায় L-09
জীবন বীমা দাবি

অধ্যায় সূচনা

এই অধ্যায়টি দাবির ধারণা ও দাবিগুলি কীভাবে নিশ্চিত করা হয় তা ব্যাখ্যা করে। এরপর অধ্যায়টি দাবির ধরনের ব্যাখ্যা করে। শেষে আপনি মৃত্যুর দাবির জন্য জমা দিতে হবে এমন ফর্মগুলি ও বীমা কোম্পানির দ্বারা দাবি প্রত্যাখ্যান থেকে একজন সুবিধাভোগীকে রক্ষা করার জন্য যে সুরক্ষা ব্যবস্থাগুলি রয়েছে সেগুলি সম্পর্কে শিখবেন, যদি বীমাকারীর দ্বারা কোনও বস্তুগত তথ্য গোপন না থাকে।

শিক্ষার ফলাফল

A. দাবির ধরণ ও দাবির পদ্ধতি

B. দাবি পরিস্থিতি ঘটেছে কিনা তা নিশ্চিত করা

C. জীবন বীমা পলিসির দাবির পদ্ধতি

A. দাবির ধরণ ও দাবির পদ্ধতি

দাবির ধারণা

বীমা কোম্পানি ও বীমা পলিসির আসল পরীক্ষা তখন হয় যখন পলিসি দাবিতে পরিণত হয়। একটি দাবি যেভাবে নিষ্পত্তি করা হয় এবং সুবিধা প্রদান করা হয় তার ভিত্তিতে জীবন বীমার প্রকৃত মূল্য বিচার করা হয়।

আইআরডিএআই-এর পলিসিধারকেদের হিতের সুরক্ষা নিয়ম ২০১৭ নির্দেশ করে যে জীবন বীমাকারীরা দেরি না করে মৃত্যুর দাবি প্রক্রিয়া করবেন এবং মৃত্যুর খবর পাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে একসাথে সমস্ত প্রয়োজনীয়তা পূরণ করবেন।

সমস্ত প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র/স্পষ্টীকরণ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সমস্ত প্রাসঙ্গিক কারণ দেখিয়ে একটি মৃত্যুর দাবি পরিশোধ, প্রত্যাখ্যান ব অস্বীকার করা হবে।

বীমাকারীর মতে দাবিটি তদন্তের পরোয়ানা দিলে, তা দ্রুততার সাথে, তা জানানোর তারিখ থেকে ৯০ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ করবে এবং তার পরে ৩০ দিনের মধ্যে দাবি নিষ্পত্তি করবে।

আইআরডিএআই সুনির্দিষ্ট করে যে পরিপক্কতা দাবি, উত্তরজীবিতা সুবিধা দাবি এবং বার্ষিকীর ক্ষেত্রে, জীবন বীমাকারী অগ্রিম সূচনা পাঠিয়ে, পোস্ট-ডেটেড চেক পাঠিয়ে বা আরবিআই দ্বারা অনুমোদিত যে কোনো ইলেকট্রনিক প্রণালীর মাধ্যমে দাবিদারের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি জমা দেওয়ার মাধ্যমে দাবির প্রক্রিয়া শুরু করবে, যাতে নির্ধারিত তারিখে বা তার আগে দাবি পরিশোধ করা যায়।

সংজ্ঞা

দাবি হল এক চাহিদা যা বীমাকারীকে চুক্তিতে উল্লিখিত প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হবে।

জীবন বীমা চুক্তির অধীনে একটি দাবি বীমা চুক্তির অধীনে অন্তর্ভুক্ত এক বা একাধিক ঘটনা ঘটানোর কারণে শুরু হয়। যদিও কিছু কিছু দাবিতে, চুক্তিটি চলতে থাকে, অন্যদের ক্ষেত্রে চুক্তিটি শেষ হয়ে যায়।

দাবি দুই ধরনের হতে পারে:

i. উত্তরজীবিতা দাবি প্রদেয় হয় যখন জীবন বীমাকারী জীবিত এবং

ii. মৃত্যু দাবি

চিত্র ১ :দাবির প্রকার

যখন একটি **মৃত্যু দাবি** শুধুমাত্র জীবন বীমাকারীর মৃত্যুর পরে আসে, **উত্তরজীবিতা দাবি** প্রদেয় হয় পলিসিতে নির্দিষ্ট ঘটনা ঘটলে।

গুরুত্বপূর্ণ

সমস্ত দাবির পরিস্থিতিতে বীমা কোম্পানিকে নিশ্চিত করতে হবে যে দাবিদারের পরিচয় প্রমাণিত এবং কেওয়াইসি নিয়ম অনুসারে ভালভাবে নথিভুক্ত করা হয়েছে।

উদাহরণ

এই ধরনের নির্দিষ্ট ঘটনা যেখানে দাবি বীমাকৃতকে প্রদান করা হয়।

i. বীমাকৃত ব্যক্তি পলিসির পরিপক্কতায় পৌঁছেছেন

ii. বীমাকৃত ব্যক্তি একটি মানি ব্যাক পলিসির অধীনে পূর্ব-নির্ধারিত সময়কালে পৌঁছায়, যখন কিস্তিগুলি প্রদেয় হয়; বা বার্ষিক প্ল্যানের অধীনে

iii. পলিসির অধীনে গুরুতর অসুস্থতার ঘটনা (রাইডার বেনিফিট হিসাবে বা অন্যথায়)

iv. পলিসিধারক বা স্বত্বনিয়োগী দ্বারা পলিসি সমর্পণ

B. দাবি পরিস্থিতি ঘটেছে কিনা তা নিশ্চিত করা

i. **উত্তরজীবিতা দাবি** মেয়াদপূর্তিতে পৌঁছালে বা পলিসিতে উল্লেখিত শর্ত পূরণ করলে বীমাকৃতের কাছে প্রদেয়।

ii. **মেয়াদপূর্তির দাবি এবং মানিব্যাক কিস্তির দাবিগুলি** সহজেই প্রবর্তিত হয় কারণ তারিখের উপর ভিত্তি করে হওয়ায় সেগুলি চুক্তির শুরুতে নির্ধারিত। উদাহরণস্বরূপ, চুক্তির প্রস্তুতির সময় মেয়াদপূর্তির তারিখ এবং মানিব্যাক পলিসির অধীনে উত্তরজীবিতা সুবিধার কিস্তি পরিশোধ করার তারিখগুলি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

iii. **সমর্পণ মূল্য পরিশোধ** অন্যান্য দাবি পরিশোধ থেকে আলাদা। এখানে, অন্যান্য দাবির থেকে আলাদা, ঘটনাটি পলিসিধারক বা স্বত্বনিয়োগীর চুক্তি বাতিল করার এবং চুক্তির অধীনে তার বা তার পাওনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তের দ্বারা পরিচালিত হয়। অকালপক্ক প্রত্যাহারের জন্য সাধারণত একটি জরিমানা আছে। প্রদত্ত পরিমাণ একটি পূর্ণ দাবির অধীনে যা বকেয়া হবে তার চেয়ে কম হবে এবং তাই যদি সম্পূর্ণ দাবিটি পরিশোধ করা হয় তার থেকে কম হবে।

iv. **গুরুতর অসুস্থতার** দাবিগুলি তার দাবির সমর্থনে পলিসিধারক প্রদত্ত মেডিক্যাল ও অন্যান্য রেকর্ডের উপর ভিত্তি করে নিশ্চিত করা হয়।

v. **বার্ষিক**: বার্ষিক অর্থ পরিশোধের ক্ষেত্রে (পেনশন প্ল্যান), বীমাকৃতদের পর্যায়ক্রমে জীবন শংসাপত্র প্রদান করতে হবে।

গুরুতর অসুস্থতার সুবিধার উদ্দেশ্য হল পলিসিধারককে গুরুতর অসুস্থতার ঘটনায় তার ব্যয়ভার বহন করতে সক্ষম করা। যদি এই পলিসিটি নিয়োগ করা হয়, তাহলে সমস্ত সুবিধা স্বত্বনিয়োগীর কাছে প্রদেয় হবে এবং এটি গুরুতর অসুস্থতার সুবিধার উদ্দেশ্য পূরণ করবে না। এই পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য, পলিসিধারকদের একটি শর্তসাপেক্ষ কার্যের মাধ্যমে তারা কতটা সুবিধা বরাদ্দ করতে পারে সে সম্বন্ধে শিক্ষিত হতে হবে।

পরিপক্কতা বা মৃত্যু দাবি বা আত্মসমর্পণ চুক্তির অধীনে বীমা কভারের সমাপ্তির দিকে পরিচালিত করে এবং আর কোনো বীমা কভার পাওয়া যায় না।

দাবির ধরণ: পলিসির মেয়াদে নিম্নলিখিত পরিশোধগুলি ঘটতে পারে:

a) উত্তরজীবিতা সুবিধা পরিশোধ

পলিসির মেয়াদের সময় নির্দিষ্ট সময়ে বীমাকারীকে পর্যায়ক্রমিক পরিশোধ করা হয়।

I. পলিসির সমর্পণ

সমর্পণ মূল্য বিনিয়োগের মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং বিভিন্ন ফ্যাক্টরের উপর নির্ভর করে যেমন বীমারাশি, বোনাস, পলিসির মেয়াদ এবং প্রদত্ত প্রিমিয়াম। জীবন বীমা পলিসির অকালপক্ক সমাপ্তি হল পলিসি চুক্তির স্বেচ্ছায় সমাপ্তি। পলিসি কেবলমাত্র তখনই সমর্পণ করা যেতে পারে যদি এটি পেড-আপ মূল্য অর্জন করে থাকে। বীমাকৃতকে প্রদেয় পরিমাণ হল **সমর্পণ মূল্য** যা সাধারণত প্রদত্ত প্রিমিয়ামের শতকরা। বীমাকৃতকে প্রদত্ত প্রকৃত সমর্পণ মূল্য গ্যারান্টিকৃত সমর্পণ মূল্য (জিএসভি) এর চেয়ে বেশি।

II. রাইডার সুবিধা

বীমা কোম্পানির দ্বারা রাইডারের অধীনে পরিশোধ করা হয় শর্তাবলি অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট ঘটনা ঘটলে।

গুরুতর অসুস্থতা রাইডারের অধীনে, গুরুতর অসুস্থতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে, শর্ত অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয়। বীমা কোম্পানির দ্বারা নির্দিষ্ট করা গুরুতর অসুস্থতার তালিকায় অসুস্থতাটি অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত।

হসপিটাল কেয়ার রাইডারের অধীনে, বীমাকারীর হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার ঘটনায় বীমা কোম্পানি শর্তাবলি সাপেক্ষে চিকিৎসার খরচ প্রদান করে।

রাইডার পরিশোধ করার পরেও পলিসি চুক্তি চলতে থাকে।

বীমাচুক্তিতে উল্লিখিত পলিসির মেয়াদের শেষে নিম্নলিখিত দাবির অর্থ প্রদান করা হয়।

III. পরিপক্কতা দাবি

এই ধরনের দাবিতে, বীমা কোম্পানি মেয়াদের শেষে বীমাকৃতকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়, যদি বীমাকৃত ব্যক্তি প্ল্যানের সম্পূর্ণ মেয়াদ বেঁচে থাকে। এটি **পরিপক্কতা দাবি** হিসাবে পরিচিত।

i. **অংশগ্রাহী প্ল্যান** : একটি অংশগ্রাহী প্ল্যানের অধীনে প্রদেয় পরিপক্কতা দাবির পরিমাণ হল বীমারাশির সহিত জমাকৃত বোনাস বকেয়া ছাড়া, যেমন বকেয়া প্রিমিয়াম ও পলিসি ঋণ ও তার উপর সুদ।

ii. **প্রিমিয়াম ফেরত (আরওপি) প্ল্যান:** কিছু ক্ষেত্রে পলিসি পরিপক্ক হওয়ার সময় মেয়াদে প্রদত্ত প্রিমিয়াম ফেরত দেওয়া হয়।

iii. **ইউনিট লিঙ্কড ইন্সুরেন্স প্ল্যান (ইউলিপ)** : ইউলিপ-এর ক্ষেত্রে, বীমা কোম্পানি পরিপক্কতার দাবি হিসাবে তহবিল মূল্য প্রদান করে।

iv. মানিব্যাক প্ল্যান: মানিব্যাক পলিসির ক্ষেত্রে, বীমা কোম্পানি পলিসির মেয়াদে ইতিমধ্যেই প্রদত্ত উত্তরজীবিতা সুবিধাগুলিকে বাদ দিয়ে পরিপক্কতা দাবি পরিশোধ করে।

দাবি পরিশোধের পর বীমার সংযোগ বন্ধ হয়ে যায়।

b) মৃত্যুর দাবি

যদি বীমাকৃত তার পলিসির মেয়াদ চলাকালীন মৃত্যু হয়, দুর্ঘটনাক্রমে বা অন্য কোনো কারণে, বীমা কোম্পানি বীমাকৃতের বীমা রাশি ও জমাকৃত বোনাস প্রদান করে, অংশগ্রাহী করে, বীমাকারীর দ্বারা কম বকেয়া আদায় করা হবে [যেমন বকেয়া পলিসি ঋণ এবং সুদ বা সুদ সহ প্রিমিয়াম]। এটি হল **মৃত্যুর দাবি**, যা নমিনি বা স্বত্বনিয়োগী বা আইনি উত্তরাধিকারীকে দেওয়া হয় পরিস্থিতি যাই হোক না কেন। একটি মৃত্যুর দাবি সাধারণত মৃত্যুর পরিণাম হিসাবে চুক্তির সমাপ্তি চিহ্নিত করে।

মৃত্যুর দাবি হতে পারে:

- ✓ প্রারম্ভিক (তিন বছরের কম পলিসি সময়কাল) বা
- ✓ অ-প্রারম্ভিক (তিন বছরের বেশি)

নমিনি বা স্বত্বনিয়োগী বা আইনি উত্তরাধিকারীকে মৃত্যুর কারণ, তারিখ এবং স্থান সম্পর্কে বীমা কোম্পানিকে অবহিত করতে হবে।

i. মৃত্যুর দাবির জন্য ফর্ম জমা দিতে হবে

সাধারণত, নিম্নলিখিত ফর্মগুলি দাবির প্রক্রিয়াকরণের সুবিধার্থে সুবিধাভোগীকে বীমা কোম্পানির কাছে জমা দিতে হয়:

- ✓ নমিনি দ্বারা দাবি ফর্ম
- ✓ দাহ বা কবরস্থ করার শংসাপত্র
- ✓ চিকিৎসকের শংসাপত্রের ব্যবস্থা করা
- ✓ হাসপাতালের শংসাপত্র
- ✓ কোম্পানির শংসাপত্র
- ✓ পৌর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত মৃত্যু শংসাপত্র ইত্যাদি মৃত্যুর প্রমাণ হিসাবে
- ✓ পুলিশ রিপোর্টের প্রত্যয়িত আদালতের প্রতিলিপি যেমন প্রথম তথ্য রিপোর্ট (এফআইআর), তদন্ত রিপোর্ট, পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট এবং চূড়ান্ত রিপোর্ট - দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর ক্ষেত্রে এই রিপোর্টগুলির প্রয়োজন হয়।

চিত্র ২ : মৃত্যুর দাবির জন্য যে ফর্মগুলি জমা করতে হবে

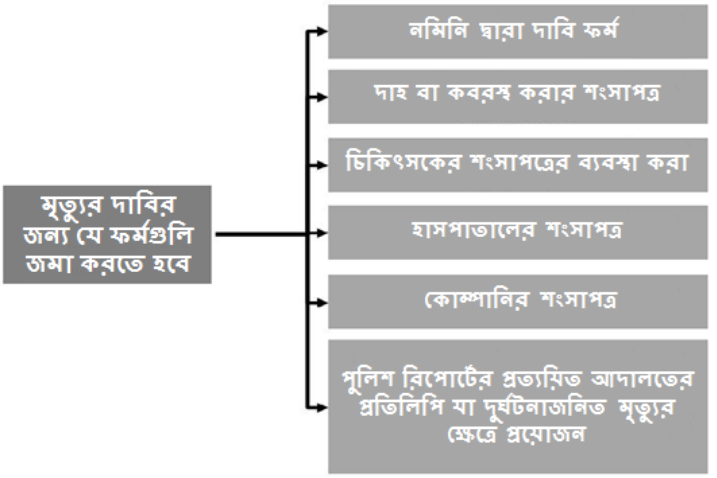

ii. মৃত্যু দাবি অস্বীকার

মৃত্যুর দাবি পরিশোধ বা অস্বীকার করা যেতে পারে। যদি দাবি প্রক্রিয়াকরণের সময়, বীমা কোম্পানি বুঝতে পারে যে প্রস্তাবকারী কোনো ভুল বিবৃতি দিয়েছেন বা পলিসির সাথে প্রাসঙ্গিক বস্তুগত তথ্য ধামাচাপা দিয়েছেন, তাহলে চুক্তিটি বাতিল বলে ঘোষণা করা হবে। পলিসির অধীনে সমস্ত সুবিধা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

iii. ধারা ৪৫: অবিসংবাদিত ধারা

তবে জরিমানা বীমা আইন, ১৯৩৮ এর **ধারা ৪৫**-এ অধীনে হয়।

গুরুত্বপূর্ণ

ধারা ৪৫ বিবৃতি দেয়:

"পলিসির তারিখ থেকে তিন বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে, অর্থাৎ পলিসি প্রদান করার তারিখ বা ঝুঁকি শুরু হওয়ার তারিখ বা পুনরুজ্জীবনের তারিখ বা পলিসিতে রাইডারের তারিখ, যেটি পরে হয়, যে কোনো কারণে জীবন বীমার কোনো পলিসিতে প্রশ্ন করা হবে না।"

C. জীবন বীমা পলিসির দাবির পদ্ধতি

যদিও সমস্ত বীমা কোম্পানির জন্য কোনো মানসম্মত দাবির পদ্ধতি নেই, আইআরডিএআই দাবি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বীমা কোম্পানিদের জন্য নির্দেশিকা নির্ধারণ করেছে।

নিয়ম ৮: জীবন বীমা পলিসির ক্ষেত্রে দাবির পদ্ধতি

i. একটি জীবন বীমা পলিসিতে- প্রাথমিক নথিগুলির উল্লেখ থাকবে যা সাধারণত দাবির সমর্থনে একজন দাবিদারকে জমা দিতে হয়।

ii. একটি জীবন বীমা কোম্পানি, দাবি পাওয়ার পরে কোনোরকম দেরী ছাড়াই দাবিটির প্রক্রিয়া করবে। যে কোনো প্রশ্ন বা অতিরিক্ত নথির প্রয়োজনীয়তা, যতটা সম্ভব, দাবি প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে একবারে উত্থাপিত হবে।

iii. আইআরডিএআই (পলিসিধারকদের স্বার্থের সুরক্ষায়) নিয়ম ২০১৭ অনুসারে, জীবন বীমা পলিসির অধীনে একটি মৃত্যু দাবি সমস্ত প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সমস্ত প্রাসঙ্গিক কারণ দেখিয়ে পরিশোধ, প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকৃত করা হবে। তবে, যদি বীমা কোম্পানির দাবির তদন্তের প্রয়োজন হয়, তবে এটি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তদন্ত শুরু করবে এবং সম্পূর্ণ করবে, যে কোনও ক্ষেত্রে দাবি জানানোর তারিখ থেকে ৯০ দিনের মধ্যে নয়। তদন্ত শেষ হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে দাবি নিষ্পত্তি করতে হবে।

iv. যেখানে একটি দাবি অর্থপ্রদানের জন্য প্রস্তুত কিন্তু অর্থপ্রদানকারীর সঠিক সনাক্তকরণের কোনো কারণের জন্য অর্থ প্রদান করা যায় না, জীবন বীমা কোম্পানি প্রাপকের সুবিধার জন্য পরিমাণটি ধরে রাখবে এবং এটি সিডিয়্যুল ব্যাঙ্কে সেভিং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রযোজ্য হারে সুদ অর্জন করবে (সমস্ত কাগজপত্র এবং তথ্য জমা দেওয়ার ৩০ দিন থেকে কার্যকর)।

v. উপ-নিয়ম (iv) দ্বারা কভার করা ব্যতীত অন্য কারণে একটি দাবি প্রক্রিয়াকরণে বীমা কোম্পানির পক্ষ থেকে বিলম্ব হলে, জীবন বীমা কোম্পানি দাবির পরিমাণের উপর আর্থিক বছরের শুরুতে প্রচলিত **ব্যাঙ্ক হারের ২% -এর বেশি হারে সুদ** প্রদান করবে যেখানে দাবিটি এটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়।

এজেন্টের ভূমিকা

এজেন্ট মনোনীত/আইনগত উত্তরাধিকারী বা সুবিধাভোগীকে সঠিকভাবে দাবি ফর্ম পূরণ করতে এবং তা বীমা কোম্পানির অফিসে জমা দিতে সহায়তা করার জন্য সমস্ত সম্ভাব্য পরিষেবা প্রদান করবেন।

দায়িত্ব পালন ছাড়াও, এমন পরিস্থিতি থেকে সদিচ্ছা তৈরি হয় যেখানে মৃত ব্যক্তির পরিবারের কাছ থেকে ভবিষ্যতে ব্যবসা বা রেফারেল সংগ্রহ করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে এজেন্টের জন্য।

নিজে নিজে কর ১

নিচের কোন বিবৃতিটি দাবির ধারণাটিকে সর্বোত্তমভাবে বর্ণনা করে? সবচেয়ে উপযুক্ত বিকল্পটি বাছুন।

I. দাবি হল একটি অনুরোধ যাতে বীমা কোম্পানিকে চুক্তিতে উল্লিখিত প্রতিশ্রুতি পূরণ করা উচিত

II. দাবি হল একটি দাবী যা বীমা কোম্পানিকে চুক্তিতে উল্লিখিত প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হবে

III. দাবি হল একটি দাবী যা বীমাকৃত চুক্তিতে নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি ভালো করতে হবে

IV. দাবি হল একটি অনুরোধ যাতে বীমাকৃতকে চুক্তিতে উল্লেখ করা প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হবে

সারাংশ

- দাবি হল একটি দাবী যা বীমা কোম্পানিকে চুক্তিতে উল্লিখিত প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হবে।
- দাবি উত্তরজীবিতা দাবি বা মৃত্যুর দাবি হতে পারে। যদিও মৃত্যু দাবি কেবলমাত্র নিশ্চিত
- মৃত্যুর পরে দেখা দেয়, বেঁচে থাকার দাবি এক বা একাধিক ঘটনার কারণে হতে পারে

- বেঁচে থাকার দাবির অর্থপ্রদানের জন্য, বীমা কোম্পানিকে নিশ্চিত করতে হবে যে ঘটনাটি পলিসিতে বর্ণিত শর্তানুযায়ী ঘটেছে।
- পলিসির মেয়াদে নিম্নলিখিত পরিশোধগুলি ঘটতে পারে:
  - ✓ উত্তরজীবিতা সুবিধা পরিশোধ
  - ✓ পলিসির আত্মসমর্পণ
  - ✓ রাইডার সুবিধা
  - ✓ পরিপক্কতা দাবি
  - ✓ মৃত্যুর দাবি
- বীমা আইনের ধারা ৪৫ (অবিবাদমূলক ধারা) প্রদত্ত তুচ্ছ কারণে বীমা কোম্পানির দ্বারা দাবি প্রত্যাখ্যানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করে এবং একটি পলিসিকে প্রশ্ন করার জন্য বীমা কোম্পানির জন্য ৩ বছরের একটি সময়সীমা নির্ধারণ করে
- আইআরডিএআই (পলিসিধারকদের স্বার্থের সুরক্ষায়)নিয়ম ২০১৭ অধীনে, আইআরডিএআই দাবির ক্ষেত্রে বীমাকৃত বা সুবিধাভোগীকে সুরক্ষিত/সুরক্ষা করার জন্য প্রবিধান তৈরি করেছে।

নিজে করোর উত্তর

উত্তর ১: সঠিক বিকল্প হল II.

অধ্যায় L-10

প্রিমিয়াম এবং বোনাস

অধিকাংশ বীমা কোম্পানি লাভ অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে এবং তাদের পলিসি-হোল্ডার এবং শেয়ারহোল্ডারদের পুরস্কৃত করে থাকে। বীমা কোম্পানিগুলির সবচেয়ে বড় উদ্বেগ হল সচ্ছলতা বজায় রাখা অর্থাৎ কোম্পানির আয় যথেষ্ট হওয়া উচিৎ যাতে খরচ এবং দায়গুলি পূরণ করা যায়। যদি আয়-উপার্জিত অর্থের খরচ এবং দায়গুলি পূরণ করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণের চেয়ে বেশি হয়, তবেই কোম্পানির লাভজনক অবস্থা তৈরি হয়।

বীমা কোম্পানিতে ধার্য করা প্রিমিয়াম হল প্রধান আয়ের উৎস। একটি অপর্যাপ্ত পরিমাণ প্রিমিয়াম সংগ্রহ করা ব্যবসার সমস্ত কার্যক্রমকে প্রভাবিত করতে পারে এবং এটি অকার্যকরও করতে পারে। এই অধ্যায়ে, আমরা প্রিমিয়ামের ধারণা বোঝার চেষ্টা করব এবং বিশ্লেষণ করব কীভাবে কোম্পানিগুলি সঠিক প্রিমিয়াম নির্ধারণ করে খরচ পুনরুদ্ধার করে। আমরা বোনাসের ধারণাও অনুসন্ধান করব এবং সহজ সংশোধনী(রিভার্শনারি) বোনাস এবং যৌগিক সংশোধনী(রিভার্শনারি) বোনাসের মধ্যে পার্থক্য শিখব।

শিক্ষণীয় বিষয়

1. প্রিমিয়ামের মৌলিক ধারণা
2. প্রিমিয়ামের বিভিন্ন ধরণ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা
3. প্রিমিয়াম নির্ধারণের জন্য বিবেচিত উপাদানগুলি চিহ্নিত করা
4. বোনাসের ধারণা সম্পর্কে বোঝা
5. পরিস্থিতি

মি. নিশান্ত তার পুরনো বন্ধুর সাথে কথোপকথনের পর থেকে মনে একটি দ্বিধা অনুভব করছেন। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তাদের মধ্যে এমন একটি আলোচনা হয়েছিল যেখানে বাজারে উপলব্ধ বিভিন্ন বীমা নীতির কথা উঠে আসে। আলোচনার সময় মি. নিশান্ত জানতে পারেন যে, তার বন্ধুও একটি একই ধরনের মেয়াদভিত্তিক বীমা নিয়ে রয়েছেন, যা তিনি ২ বছর আগে ABC কোম্পানি থেকে কিনেছিলেন। বর্তমানে তার বয়স ৩৫ বছর। তার বন্ধু এই পলিসিটি কিনেছিলেন প্রায় ১০ বছর আগে, যখন তিনি তার প্রথম চাকরিতে যোগ দেন। তখন তার বয়স ছিল ২৫ বছর। মি. নিশান্ত বিস্মিত হয়ে দেখেন যে, তার বন্ধু প্রতি মাসে কেবল ৩০০০ টাকা প্রিমিয়াম দিচ্ছেন, যখন একই পলিসির জন্য তিনি ৭০০০ টাকা প্রদান করছেন।

মি. নিশান্ত বুঝতে পারছিলেন না কেন একই কোম্পানির একই প্ল্যানে প্রিমিয়ামের পরিমাণে পার্থক্য রয়েছে। তিনি সবসময় প্রিমিয়ামকে বীমা পরিকল্পনার খরচ হিসেবে দেখতেন। কি কারণে ৮ বছরে পরিকল্পনার প্রিমিয়ামে পরিবর্তন এসেছে, তা কি ইনফ্লেশনের কারণে, এছাড়া, কোম্পানিগুলি কি ভাবে দুই ভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে দুই ভিন্ন প্রিমিয়াম চার্জ করতে পারে ? কোম্পানি প্রিমিয়াম কীভাবে গণনা করে? এই সব প্রশ্ন মি. নিশান্তের মনে আসছিল।

এই অধ্যায়ের লক্ষ্য হলো প্রিমিয়ামের বিভিন্ন প্রকার এবং হিসাবের জন্য বিবেচিত উপাদানসমূহ সম্পর্কে সব সন্দেহ পরিষ্কার করা।

1. প্রিমিয়ামের মৌলিক ধারণা

প্রিমিয়াম কি ?

মি. নিশান্তের প্রিমিয়াম সম্পর্কিত দ্বীধার সমাধান করার আগে আসুন আমরা একটি বীমা পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছু বিষয় আগে বুঝে নিই। যখন একজন ব্যক্তি একটি বীমা পরিকল্পনা ক্রয় করেন, তখন নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ঘটে:

- উপস্থাপকের এবং বীমা কোম্পানির মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- এই চুক্তিতে বীমা কোম্পানি সাধারণত সম্মত হয় যে জীবন বীমার আওতায় কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে অথবা নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে বীমা পলিসি-হোল্ডার বেঁচে থাকলে নিযুক্তদের (যদি প্রযোজ্য হয়) নিশ্চিতকৃত পরিমাণ অর্থ এবং বোনাস পরিশোধ করবে। তবে, ক্লায়েন্ট যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপযুক্ত প্রিমিয়াম পরিশোধ করেন। প্রদেয় সুবিধাগুলি এক পণ্য থেকে অন্য পণ্যে পার্থক্য হতে পারে।
- এই জন্য, জীবন বীমার আওতায় থাকা (অথবা প্রস্তাবক) চুক্তিতে উল্লেখিত প্রিমিয়াম বীমা কোম্পানিকে পরিশোধ করতে সম্মত হন।

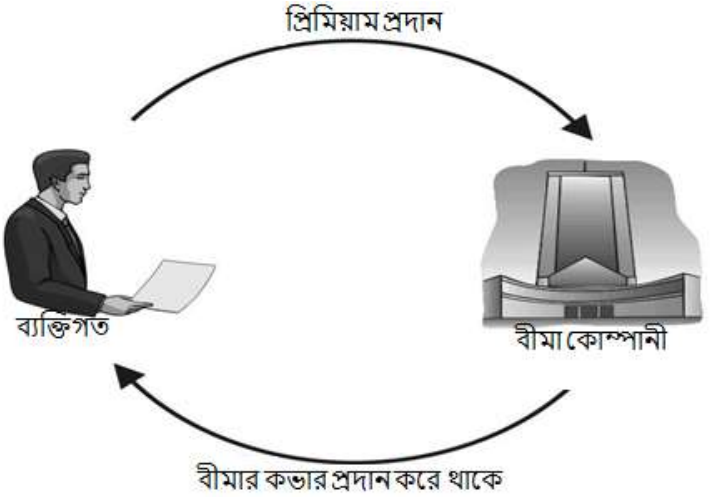

চিত্র-1: বীমা চুক্তি যা বীমাকারীকে একটি নির্দিষ্ট মূল্য (প্রিমিয়াম) প্রদান করে ঝুঁকির সুরক্ষা প্রদান করে থাকে:

উপরের তথ্য থেকে আমরা এটি উপসংহারে পৌঁছাতে পারি যে, প্রিমিয়াম হল সেই পরিমাণ অর্থ (মূল্য) যা জীবন বীমার কভার কেনার জন্য বীমা কোম্পানিকে পর্যায়ক্রমে প্রদান করতে হয়। প্রিমিয়াম এককালীন পরিমাণ অর্থ হিসেবে এককালীন প্রিমিয়াম হিসেবেও প্রদান করা যেতে পারে।

বীমা কোম্পানির প্রধানত ২ টি আয়ের উৎস রয়েছে। (ক) প্রথমত, পলিসি-হোল্ডারদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা প্রিমিয়াম পরিমাণ; এবং (খ) দ্বিতীয়ত, কোম্পানির দ্বারা করা বিনিয়োগের উপর প্রাপ্ত আয়। বিনিয়োগের জন্য তহবিল আসে প্রিমিয়াম-সংগ্রহ থেকে। তাই, বীমা কোম্পানির প্রধান আয়ের উৎস হলো প্রিমিয়াম।

এই ব্যাপারে, বীমা কোম্পানিকে প্রিমিয়াম পরিমাণটি খুব সতর্কতার সাথে হিসাব করতে হয়। প্রিমিয়াম যথেষ্ট হতে হবে যাতে কোম্পানির সমস্ত ব্যয় মেটানো যায়। এসব ব্যয়ে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে দাবি পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ (নির্ধারিত পরিমাণ), প্রশাসনিক ব্যয় এবং অন্যান্য পরিকাঠামোর খরচ।

মুলত, প্রিমিয়াম নির্ভর করে নির্ধারিত পরিমাণ, বয়স এবং বীমা পরিকল্পনার প্রকারের উপর। ব্যক্তির দ্বারা কেনা বীমার প্রিমিয়ামকে বীমা পরিকল্পনার খরচ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে যাওয়ার আগে, আসুন প্রথমে প্রিমিয়ামের সাথে সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ শব্দ চিনে নিই, যা এই অধ্যায়ে ব্যবহৃত হবে।

গুরুত্বপূর্ণ শব্দের ব্যাখ্যা:

- **সাম** আসুরদ: বীমা কোম্পানি জীবন বীমার আওতায় একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে, যেখানে কোম্পানি প্রতিশ্রুতি দেয় যে, যদি পলিসি-হোল্ডার (জীবন বীমার আওতায়) পলিসির মেয়াদে মারা যান, তাহলে পলিসি-হোল্ডারের সুবিধাভোগীদের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হবে; অথবা, যদি পলিসি-হোল্ডার নিজে বেঁচে থাকেন, তাহলে ঐ পরিমাণ অর্থ পলিসি-হোল্ডারকে প্রদান করা হবে। উপকারীদের প্রদান করা এই পরিমাণ অর্থকেও "ডেথ বেনিফিট" বলা হয়। এই নির্ধারিত পরিমাণ হল সেই পরিমাণ অর্থ যা ব্যক্তি তার ভবিষ্যতের দায়-দেনা এবং বর্তমান আয় অনুযায়ী পূর্বনির্ধারিত হয়।
- **মেয়াদ উত্তীর্ণ পলিসি :** প্রিমিয়াম পরিশোধে ব্যর্থ হলে পলিসির বাতিলের কারণ হতে পারে। এটি "মেয়াদ উত্তীর্ণ পলিসি" নামে পরিচিত। বীমা কোম্পানিগুলি সাধারণত একটি নির্দিষ্ট গ্রেস-পিরিয়ড প্রদান করে প্রিমিয়াম পরিশোধ করার জন্য। যদি পলিসি-হোল্ডার এই গ্রেস-পিরিয়ডের মধ্যে প্রিমিয়াম পরিশোধে ব্যর্থ হন, তাহলে পলিসিটি মেয়াদ উত্তীর্ণ বলে বিবেচিত হয়।
- **পলিসি-হোল্ডারের বয়স :** বীমা কোম্পানিগুলি পলিসির প্রিমিয়াম নির্ধারণের জন্য পলিসি-হোল্ডারের সঠিক বয়স নির্ধারণ করতে হয়। সাধারণত, বীমা পলিসির প্রিমিয়াম হিসাবের ক্ষেত্রে "বয়স যত বেশি, প্রিমিয়াম তত বেশি" এই নীতি অনুসরণ করে। পলিসির শুরুর তারিখে পলিসি-হোল্ডারের বয়স নির্ধারণ করতে হবে, যা বীমা কোম্পানিগুলি সাধারণত পূর্ণ বছরগুলির সংখ্যার ভিত্তিতে করে এবং মাস ও দিনগুলি উপেক্ষা করে। বীমা পলিসি-হোল্ডারের বয়স নির্ধারণ করার জন্য ৩ টি পদ্ধতি আছে:

1. **পরবর্তী জন্মদিনের বয়স অনুযায়ী:** জীবন বীমা কোম্পানিগুলি প্রিমিয়াম হিসেব করে এমন বয়সের ভিত্তিতে যা একজন ব্যক্তি তার পরবর্তী জন্মদিনে অর্জন করবেন। অন্য কথায়, পলিসির শুরুর পর যে জন্মদিন আসবে সেই দিন পর্যন্ত বয়স হিসাব করা হয়।

পরিস্থিতি -1

জন্ম তারিখ	৪ ই জুলাই, ১৯৮২
বীমা পলিসির শুরুর তারিখ	৪ ই ডিসেম্বর, ২০১০
বয়স হবে...	২৯ বছর

পরিস্থিতি-2:

জন্ম তারিখ	১০ ই অক্টোবর, ১৯৭৬
বীমা পলিসি শুরুর তারিখ	১১ ই আগস্ট, ২০১০
বয়স হবে...	৩৪ বছর

2. **পূর্ববর্তী জন্মদিনে বয়স:** এই পদ্ধতিকে "প্রকৃত বয়স পদ্ধতি" হিসেবেও জানা যায়। এই পদ্ধতিতে বীমা কোম্পানিগুলি বয়স হিসাব করে পূর্ববর্তী জন্মদিনের ভিত্তিতে। অন্য কথায়, পলিসির শুরুর তারিখের আগে যে জন্মদিন এসেছে, সেই দিন পর্যন্ত বয়স ধরা হয়।

পরিস্থিতি -1:

জন্ম তারিখ	৪ ই জুলাই, ১৯৮২
বীমা পলিসি শুরুর তারিখ	৪ ই ডিসেম্বর, ২০১০
বয়স হবে...	২৮ বছর

পরিস্থিতি-2:

জন্ম তারিখ	১০ ই অক্টোবর, ১৯৭৬
বীমা পলিসি শুরুর তারিখ	১১ ই আগস্ট, ২০১০
বয়স হবে...	৩৩ বছর

3. **নিকটতম জন্মদিনে বয়স:** এই পদ্ধতিতে, বীমা কোম্পানিগুলি বয়স হিসাব করে নিকটতম জন্মদিনের ভিত্তিতে, যা হতে পারে পূর্ববর্তী জন্মদিন বা পরবর্তী জন্মদিন। অন্য কথায়, বয়স ধরা হয় পলিসির শুরুর তারিখের ৬ মাসের মধ্যে, আগে বা পরে যে জন্মদিন আসবে।

পরিস্থিতি-1 :

জন্ম তারিখ	৪ ই জুলাই, ১৯৮২
বীমা পলিসি শুরুর তারিখ	৪ ই ডিসেম্বর, ২০১০
বয়স হবে...	২৮ বছর

পরিস্থিতি-2 :

জন্ম তারিখ	10th October, 1976
বীমা পলিসি শুরুর তারিখ	11th August, 2010
বয়স হবে...	34 Years

- **মৃত্যুর সারণী :** মৃত্যুর সারণীকে "জীবন সারণী" বা "অ্যাকচুয়ারিয়াল সারণী" হিসেবেও জানা যায়। মৃত্যুর সারণী বীমা কোম্পানিগুলি বীমা পণ্যগুলির প্রিমিয়াম নির্ধারণের জন্য ব্যবহার করে। এই সারণীতে প্রতিটি বয়সের জন্য মৃত্যুর হার উল্লেখ থাকে। প্রতিটি পরিকল্পনার জন্য মৃত্যুর অভিজ্ঞতা ভিন্ন হতে পারে। মৃত্যুর সারণী অ্যাকচুয়ারিদের দ্বারা প্রস্তুত করা হয় অতীতের অভিজ্ঞতা অনুসারে।
- মৃত্যুর হার হলো একটি সম্ভাবনা যা নির্দেশ করে যে, কোনো ব্যক্তি আগামী এক বছরে মৃত্যুবরণ করবে কিনা। এই তথ্যের ভিত্তিতে বীমা কোম্পানিগুলি হিসাব করতে পারে যে

একটি নির্দিষ্ট বয়সে একজন ব্যক্তি বেঁচে থাকার সম্ভাবনা কত। এই মৃত্যুর হারগুলি অতীতের তথ্যের উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়।

মৃত্যু গবেষণা, যা ভারতের অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করে, মৃত্যু ও রোগনির্ণয় অনুসন্ধান দপ্তর (এম.এম.আই.বি.) দ্বারা পরিচালিত হয়। এই দপ্তরটি যৌথভাবে জীবন বীমা কাউন্সিল এবং ইনস্টিটিউট অব অ্যাকচুয়ারিজ অব ইন্ডিয়া দ্বারা প্রতিষ্ঠিত যেখানে বীমাকারীদের সহায়তা করা যায়।

- **ঝুঁকি বিশ্লেষক :** একজন ঝুঁকি বিশ্লেষক হলেন একজন ব্যবসায়িক পেশাদার যিনি ঝুঁকি এবং অনিশ্চয়তার ব্যবস্থাপনা ও পরিমাপের সাথে চুক্তি করেন। সব বীমা কোম্পানির একজন ঝুঁকি বিশ্লেষক থাকা আবশ্যক। তারা লন্ডনের ইনস্টিটিউট অব অ্যাকচুয়ারিজ বা ভারতের ইনস্টিটিউট অব অ্যাকচুয়ারিজ থেকে যোগ্যতা প্রাপ্ত। তারা মৃত্যুর, অক্ষমতার, রোগের, সম্পত্তির ক্ষতির মতো ঝুঁকির ঘটনার সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করেন এবং বিভিন্ন গাণিতিক, পরিসংখ্যানিক এবং আর্থিক মডেল ব্যবহার করে তাদের প্রভাব নির্ধারণ করেন। ঝুঁকি বিশ্লেষকরা সম্ভাবনা সম্পর্কে অধ্যয়ন করেন এবং বীমা ব্যবসার সমস্ত কার্যক্রম বিশ্লেষণ করে থাকেন।

- **ঝুঁকি বিশ্লেষকদের দ্বায়িত্ব:**

  একজন ঝুঁকি বিশ্লেষকের দায়িত্বসমূহ নীচে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে:

  1. তাদের বীমা কোম্পানির পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুত সুবিধাগুলির সুরক্ষা নিশ্চিত করার দায়িত্ব রয়েছে
  2. তারা বীমা কোম্পানিগুলি কে ঝুঁকি বিশ্লেষণ সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান করেন।
  3. তারা পলিসি-হোল্ডারদের মৃত্যুর হারের প্রবণতা বিশ্লেষণ করে
  4. তারা কোম্পানির পূর্বের ব্যয়ের প্রবণতা এবং আয়ের পরিমাণ বিশ্লেষণ করে।
  5. তারা বীমা পণ্যের ডিজাইনে প্রযুক্তিগত দক্ষতা প্রদান করে থাকেন
  6. তারা পণ্যের মূল্য নির্ধারণের সময় আর্থিক বিশ্লেষণে সহায়তা করে থাকেন
  7. তারা মৃত্যুর সারণী প্রস্তুত করেন, যা পণ্যের উন্নয়ন এবং মূল্যায়ন গবেষণার ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়
  8. তারা প্রিমিয়াম নির্ধারণে সহায়তা করে থাকেন।
  9. তারা ঝুঁকি মূল্যায়নের জন্য মান নির্ধারণ করে থাকেন
  10. তারা বীমা কোম্পানির অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার মূল্যায়ন করে থাকেন
  11. তারা বীমা কোম্পানিকে বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত পরামর্শ দেন।
  12. তারা লাভ নির্ধারণে সাহায্য করে যা পলিসি ধারকদের মাঝে বিতরণ করতে হয়
  13. তারা বীমা কোম্পানির মূল্যায়ন পরিচালনার জন্য দায়িত্বশীল
  14. তারা আইন অনুযায়ী কার্যক্রম নিশ্চিত করে থাকেন

- **বাস্তবিক মূল্যায়ন :** এই মূল্যায়নটি বীমা সংস্থার আর্থিক অপারেশনের পুরো

পরিসরের মূল্যায়নকে নির্দেশ করে। এটি অনুমানগুলির বৈধতা পরীক্ষা করতে করা হয়, যাতে নিশ্চিত করা যায় যে ব্যবসাটি সুস্থভাবে চলছে। এতে প্রিমিয়াম এবং বিনিয়োগ থেকে উৎপন্ন (বা উৎপন্ন হওয়ার প্রত্যাশিত) আয়ের বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত থাকে। আয়টি কোম্পানির প্রত্যাশিত দায় বা খরচের সঙ্গে তুলনা করা হয়। এটি ব্যবসার সামগ্রিক স্বচ্ছলতা মূল্যায়ন করতে করা হয়।

একটি মূল্যায়নে বাস্তবিক বীমাকারীর বইতে থাকা ব্যবসার জন্য দায়িত্বের পরিমাণ নির্ধারণ করেন। তারপর, তিনি ভবিষ্যতে প্রাপ্ত হওয়ার জন্য প্রিমিয়ামের পরিমাণ অনুমান করেন, যেগুলি এই দায়িত্ব পূরণের জন্য তহবিলে যোগ হবে। এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য হল সেই তহবিল যা বীমাকারীর থাকতে হবে, যাতে তারা স্বচ্ছলতা থাকতে পারে। এটি প্রকৃত বিদ্যমান জীবন তহবিলের সঙ্গে তুলনা করা হয়। যদি বর্তমান জীবন তহবিল বেশি হয়, তবে বীমাকারী স্বচ্ছলতা। জীবন তহবিলের অংশকে 'অতিরিক্ত' বলা হয়। এটিকে 'মূল্যায়ন-অতিরিক্ত' বা 'বাস্তবিক অতিরিক্ত'ও বলা হয়।

যদি তহবিল কম হয়, তবে বীমাকারী স্বচ্ছলতা নয়। এই পার্থক্যকে 'ঘাটতি' বলা হয়। ব্যবসার দায়িত্ব এবং ভবিষ্যতের প্রিমিয়ামগুলির পরিমাণ অনুমান করার পদ্ধতি অত্যন্ত প্রযুক্তিগত এবং জটিল, যা বাস্তবিক নীতিগুলির অন্তর্ভুক্ত। এটি একজন পেশাদার যোগ্যতা সম্পন্ন বাস্তবিক হওয়া উচিৎ

2. প্রিমিয়ামের বিভিন্ন ধরণ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা

প্রিমিয়ামের প্রকারভেদ: ঝুঁকির প্রিমিয়াম:

বীমার ব্যবসা ঝুঁকির সম্ভাবনার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। ঝুঁকি প্রিমিয়াম নির্ধারণ করা হয় সেই সম্ভাবনার ভিত্তিতে যে, একটি নির্দিষ্ট বয়সের একজন ব্যক্তি তার পরবর্তী জন্মদিনের আগে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই প্রত্যাশাটি ঝুঁকি বিশ্লেষকরা অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে হিসাব করেন, যা একটি মৃত্যু সারণীতে উপস্থাপন করা হয়। চলুন একটি এক্সওএআইজেড বীমা কোম্পানীর উদাহরণ দেখি।

চিত্র-২: প্রিমিয়ামগুলো নিম্নলিখিত প্রকারে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে :

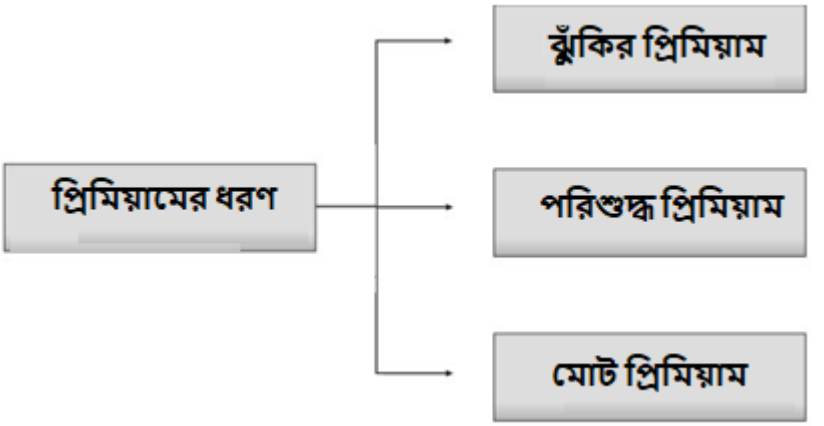

ঝুঁকির প্রিমিয়াম:

বীমার ব্যবসা ঝুঁকির সম্ভাবনার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। ঝুঁকির প্রিমিয়াম একটি নির্দিষ্ট বয়সের ব্যক্তির পরবর্তী জন্মদিনের আগে মৃত্যুর সম্ভাবনার ভিত্তিতে হিসাব করা হয়। এই প্রত্যাশা ঝুঁকি বিশ্লেষকরা অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে হিসাব করেন, যা মৃত্যু সারণীতে উপস্থাপন করা হয়। আসুন একটি এক্সওএআইজেড বীমা কোম্পানীর উদাহরণ দেখি।

এক্সওএআইজেড কোম্পানীর বিশদ বিবরণ		**মন্তব্য**
বীমা কোম্পানির ১,০০০ জন পলিসি-হোল্ডার আছে, যাদের বয়স ৫০ বছর এবং প্রতিটি পলিসি ৫০০০০ টাকার বীমা জারি করা হয়েছে		পলিসির শুরুতে সকলেই সুস্থ
৫০ বছর বয়সী একজন ব্যক্তি তার পরবর্তী জন্মদিনের আগে মৃত্যুবরণ করার সম্ভাবনা ১%		১০০০ জনের মধ্যে ১০ জন (১,০০০ × ০.০১)
১০ জন পলিসি-হোল্ডারের মৃত্যুর ক্ষেত্রে কোম্পানিতে জমা হওয়া মোট দাবী (১% সম্ভাবনা অনুযায়ী)	৫০০০০ × ১০ = ৫০০০০০ টাকা	মোট দাবী হবে ৫০০০০০ টাকা
১০০০ জন পলিসি-হোল্ডার থেকে সংগৃহীত প্রিমিয়াম হবে...	৫০০ টাকা প্রতি জন	এটি সেই ঝুঁকি প্রিমিয়াম যা পলিসি-হোল্ডার দ্বারা পরিশোধ করা হবে।
কোম্পানী দ্বারা প্রাপ্ত মোট তহবিল হবে...	১০০০ × ৫০০ = ৫০০০০০ টাকা	মোট সংগৃহীত প্রিমিয়াম হবে ৫০০০০০ টাকা। এই পরিমাণটি দাবী নিষ্পত্তির জন্য যথেষ্ট হবে।

A) মোট প্রিমিয়াম বা পরিশুদ্ধ প্রিমিয়াম:

বীমা কোম্পানিগুলি প্রতি বছর যে প্রিমিয়াম সংগ্রহ করে, তা সবই বিভিন্ন কারণে দাবীর পরিশোধের জন্য ব্যবহার করা হয় না। প্রকৃত অভিজ্ঞতা মৃত্যু সারণী দ্বারা নির্দেশিত সম্ভাবনার থেকে ভিন্ন হতে পারে। এছাড়াও, প্রিমিয়ামের একটি অংশ বেঁচে থাকার সুবিধা পূরণের জন্য রাখা হয় যা পৃথকভাবে রাখা প্রয়োজন। বিভিন্ন ধরনের খরচ পরিশোধের পর, বাকি প্রিমিয়ামটি বিনিয়োগ করা হয় এবং কিছু সুদ অর্জন করে থাকে । এই সুদের আয় অনুযায়ী, চার্জ করা প্রিমিয়াম কমানো যেতে পারে। সুদের হিসাব করে নির্ধারিত প্রিমিয়ামকে 'মোট প্রিমিয়াম' বা 'পরিশুদ্ধ প্রিমিয়াম' বলা হয়।

বিনিয়োগের আয় : বীমা কোম্পানীর দ্বারা পলিসি-ধারকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রিমিয়াম বিভিন্ন তহবিল এবং সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করা হয়। বীমা কোম্পানি অতীতের প্রবণতা এবং প্রয়োজনে বিধিগত বাধ্যবাধকতা (যদি থাকে) অনুযায়ী প্রিমিয়াম-পরিমাণের বিনিয়োগের প্রত্যাশিত রিটার্ন হিসাব করে। যদি সুদের উপার্জন বেশি হয় তবে প্রিমিয়াম-পরিমাণ কমানো যেতে পারে।

বিনিয়োগের প্রত্যাশিত রিটার্নের ভিত্তিতে মোট প্রিমিয়াম হিসাব করা হয়।

লোডিং হল প্রিমিয়ামের একটি অংশ যা বীমা কোম্পানির দ্বারা সৃষ্ট বিভিন্ন খরচকে অন্তর্ভুক্ত করে। লোডিং হলো অতিরিক্ত চার্জ যা বীমা কোম্পানিগুলি প্রিমিয়ামের সাথে যোগ করে ।

B) সমান প্রিমিয়াম:

প্রিমিয়ামের পরিমাণ পলিসির পুরো মেয়াদের জন্য স্থির থাকে সমান প্রিমিয়ামে। যদি মোট পলিসি মেয়াদ ২০ বছর হয় তবে পুরো পলিসির মেয়াদের জন্য একই প্রিমিয়াম পরিমাণ স্থির করা হয়।

বীমা কোম্পানীগুলি সমান প্রিমিয়াম ২ টি মূল কারণে নির্ধারণ করে :

- তার জীবনকালের পরবর্তীতে একজন বিনিয়োগকারীর ঝুঁকির প্রোফাইল ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায় এবং তেমনি ঝুঁকির প্রিমিয়ামও বৃদ্ধি পায়। কারণ জীবনের ঝুঁকির খরচও বৃদ্ধি পায়।

  বয়স বাড়ার সাথে সাথে ঝুঁকি বাড়ে এবং এর সাথে সাথে ঝুঁকি প্রিমিয়ামও বাড়ে। এতে প্রিমিয়াম প্রদান করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়তে পারে এবং প্রিমিয়াম পরিশোধে ডিফল্ট হতে পারে কারণ ঐ উচ্চ প্রিমিয়াম বহন করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। একবার যদি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তবে বীমা কোম্পানীর জন্য বার্ষিক প্রিমিয়ামের পরিবর্তন পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়ে। সেইজন্য বীমা কোম্পানি ঝুঁকি-প্রিমিয়াম পুরো পলিসির সময়কালের মধ্যে ভাগ করা (যা প্রিমিয়াম-পেমেন্ট সময়কাল হিসেবেও পরিচিত) এবং "সমান" প্রিমিয়াম চার্জ করা হয়।

  বীমা কোম্পানী প্রথম বছরগুলিতে প্রিমিয়াম থেকে প্রাপ্ত নির্দিষ্ট অর্থ আলাদা একটি অ্যাকাউন্টে জমা করে যাতে তারা পলিসির পরবর্তী সময়ে উচ্চ ঝুঁকি-ব্যয়ের জন্য সহায়তা করতে পারে, যখন উপলব্ধ প্রিমিয়াম সেই সময়ে ব্যয়ের চাহিদার তুলনায় কম থাকবে।

- **অপ্রত্যাশিত নির্বাচন :** যদি পরবর্তীতে একটি উচ্চ প্রিমিয়াম পরিমাণ চার্জ করা হয় তার ফলে বেশিরভাগ সুস্থ মানুষ সেই সময়ে পরিকল্পনা ত্যাগ করতে পারেন, কারণ তারা মনে করবে যে তাদের বীমার পরিকল্পনার প্রয়োজন নেই। যাদের বিভিন্ন রোগ রয়েছে,

তারা পরিকল্পনাটি অব্যাহত রাখতে প্রস্তুত থাকবে যেহেতু তারা পরিকল্পনার সাথে থাকা সুবিধা লাভ করতে চায়। তারা উচ্চ প্রিমিয়াম দিতে প্রস্তুত থাকবে। এতে অপ্রত্যাশিত নির্বাচন হবে অর্থাৎ পরিকল্পনাতে অসুস্থ মানুষের সংখ্যা সুস্থ মানুষের তুলনায় বেশি হয়ে যাবে। এটি বীমা কোম্পানীর মৃত্যুর টেবিলের উপর ভিত্তি করে হিসাবগুলিকে বিরুপভাবে প্রভাবিত করবে।

C) অফিস সংক্রান্ত প্রিমিয়াম:

বীমা কোম্পানীর প্রধান খরচগুলি হলো কমিশন, কর্মচারীদের বেতন, অন্যান্য খরচের পাশাপাশি, যেমন ভাড়া, বিদ্যুৎ, এবং অন্যান্য প্রশাসনিক খরচ। এগুলি অফিস সংক্রান্ত খরচ হিসেবে পরিচিত।

মোট প্রিমিয়াম বা পরিশুদ্ধ প্রিমিয়াম লোডিং করার পর যে সমান পরিমাণ প্রিমিয়াম নির্ধারিত হয় তাকেই অফিস প্রিমিয়াম বলা হয়। এগুলি এখন ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত। প্রচারমূলক সাহিত্য এবং ব্রোশারে প্রকাশিত প্রিমিয়ামের পরিমাণগুলি হল অফিস প্রিমিয়াম। এগুলিকে 'ট্যাবুলার প্রিমিয়াম' হিসেবেও উল্লেখ করা হয়।

একটি দীর্ঘমেয়াদী পলিসির ঝুঁকি (মৃত্যুর ক্ষেত্রে) একটি স্বল্পমেয়াদী পলিসির তুলনায় বেশি। তবে সমান প্রিমিয়ামের কারণে দীর্ঘমেয়াদী পলিসির জন্য বার্ষিক চার্জ করা ট্যাবুলার প্রিমিয়াম স্বল্পমেয়াদী পলিসির তুলনায় কম হবে। সামগ্রিকভাবে পুরো মেয়াদে মোট প্রিমিয়াম দীর্ঘমেয়াদী বীমা পরিকল্পনার জন্য স্বল্পমেয়াদী বীমা পরিকল্পনার থেকে বেশি হবে।

যদি বার্ষিক মোডে প্রিমিয়াম-পেমেন্টের হয় তবে পরবর্তী নবীকরণ প্রিমিয়ামে ডিফল্টের সম্ভাবনা থাকে না, যা বছর সম্পূর্ণ করতে সাহায্য করে। বীমাকারী এই পরিমাণটি পুরো বছরব্যাপী ব্যবহার করতে পারে এবং কিস্তিতে প্রদত্ত প্রিমিয়ামের তুলনায় বেশি সুদ উপার্জন করতে পারে। তাই, নির্বাচিত পেমেন্ট মোডের ভিত্তিতে প্রিমিয়াম-হারগুলি সামান্য বাড়ানো বা কমানো হতে পারে।

কিছু বীমাকারী ত্রৈমাসিক বা মাসিক মোডের জন্য প্রিমিয়ামে বাড়তি পরিমাণ বা অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করে কিন্তু বার্ষিক মোডের জন্য কোনো সমন্বয় করে না। এটি নির্ভর করে বীমাকারী সংশ্লিষ্টভাবে অফিস প্রিমিয়ামগুলি কীভাবে গণনা করেছে তার উপর।

একইভাবে, নিশ্চিতকৃত পরিমাণ (এস.এ.) এর উপর ভিত্তি করে কিছু সমন্বয় করা হতে পারে। যদি পলিসিটি ছোট নিশ্চিত পরিমাণ (এস.এ.) এর জন্য হয়, তবে প্রশাসনিক খরচগুলি বড় নিশ্চিত পরিমাণ(এস.এ.) পলিসিটির প্রিমিয়ামের অনুপাতে বেশি হবে, তার কারণ অনেক খরচ যেমন ক্লার্কিয়াল খরচ, পলিসির প্রকাশন, হিসাবরক্ষণ খরচ ইত্যাদি, স্থির থাকে এবং নিশ্চিত পরিমাণ (এস.এ.) এর সাথে পরিবর্তিত হয় না। লোডিং-এ কীভাবে করা হয়েছে তার উপর নির্ভর করে, বীমাকারীরা উচ্চ নিশ্চিতকৃত পরিমাণ (এস.এ.) এর জন্য ছাড় প্রদান করবে অথবা ছোট নিশ্চিতকৃত পরিমাণ (এস.এ.) এর জন্য অতিরিক্ত চার্জ করবে।

D) অতিরিক্ত প্রিমিয়াম:

একটি নির্দিষ্ট পলিসির জন্য অতিরিক্ত প্রিমিয়াম চার্জ করা হতে পারে। এমন ও ঘটতে পারে যদি পরিকল্পনার মৌলিক সুবিধাগুলির পাশাপাশি কিছু অতিরিক্ত সুবিধা প্রদান করা হয়,

যেমন দুর্ঘটনা সুবিধা বা প্রিমিয়াম ওয়েভার সুবিধা। অতিরিক্ত প্রিমিয়াম চার্জযোগ্য হতে পারে যদি কোনও নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ঝুঁকির পরিমাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যদি বীমাকৃত ব্যক্তির ঝুঁকি স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হিসাবে মূল্যায়িত হয় স্বাস্থ্য, পেশা, বাসস্থান বা ব্যক্তিগত অভ্যাসের কারণে তবে বীমাকারীরা অতিরিক্ত প্রিমিয়াম চার্জ করতে পারে।

প্রিমিয়ামের লোডিং:

যেসব কারণে বীমাকারীরা মোট প্রিমিয়াম বা পরিশুদ্ধ প্রিমিয়াম অতিরিক্ত করে, তার কিছু কারণ হল :

a. **প্রশাসনিক খরচ :** এগুলির মধ্যে প্রশাসনিক, বিনিয়োগ-পরিচালনা, পরিকাঠামোগত খরচ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে

b. **আপৎকালীন খরচ :** যেসব খরচ অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে হয় যা হঠাৎ করে মৃত্যুর হারকে বাড়িয়ে দিতে পারে সেগুলি অপেক্ষিত খরচ হিসেবে ধরা হয়। প্রিমিয়ামের পেমেন্টগুলি মৃত্যুর টেবিলের মৃত্যুর হারের ভিত্তিতে হিসাব করা হয়, যা স্বাভাবিক পরিস্থিতির জন্য নির্ধারিত হয়। যদি কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেমন সুনামি, ভূমিকম্প ইত্যাদি ঘটে, যেখানে বিপুল সংখ্যক মৃত্যু ঘটে, তাহলে মৃত্যুর সংখ্যা অনুমানিত সংখ্যার চেয়ে বেশি হতে পারে। এই অবস্থায়, বীমা কোম্পানীগুলিকে বীমা দাবি হিসেবে অনেক বেশি টাকা পরিশোধ করতে হতে পারে, যা প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হয়েছিল। এই ধরনের পরিস্থিতিতে, কোম্পানীর স্থিতিশীলতা বিরুপ ভাবে প্রভাবিত হতে পারে। এই পরিস্থিতি এড়াতে কোম্পানীগুলি অতিরিক্ত পরিমাণ প্রিমিয়াম হিসেবে ধার্য করে, যা এসব আপৎকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য প্রিমিয়ামে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

c. মুনাফা সহ নীতি-ধারকদের বোনাস প্রদান করা হয়। বোনাস পাওয়ার যোগ্য পলিসি-ধারীদের কিছু অতিরিক্ত প্রিমিয়াম পরিশোধ করতে হয়।

মোট প্রিমিয়াম নির্ধারণের জন্য বিবেচনা করার বিষয়গুলি হল:

a. নীতির মেয়াদ : দীর্ঘমেয়াদী বীমা পরিকল্পনাগুলির মোট প্রিমিয়াম স্বল্পমেয়াদী বীমা পরিকল্পনাগুলির চেয়ে বেশি হয়। যদি পলিসির মেয়াদ ২০ বছরের মতো দীর্ঘ হয় তবে জীবন ঝুঁকি ৫ বছরের স্বল্পমেয়াদী পলিসির তুলনায় বেশি হবে। অন্য কথায় পরবর্তী ৫ বছরে একটি ব্যক্তি মারা যাওয়ার সম্ভাবনা কম হবে তুলনায় পরবর্তী ২০ বছরে মারা যাওয়ার সম্ভাবনার সাথে।

b. প্রিমিয়াম পেমেন্টের সময়কাল :

(১) বীমা কোম্পানীগুলি বিভিন্ন মোড বা পুনরাবৃত্তি অফার করে যার মাধ্যমে প্রিমিয়াম পরিশোধ করা যেতে পারে (বার্ষিক, অর্ধ-বার্ষিক, ত্রৈমাসিক বা মাসিক)।

(২) বীমা কোম্পানীগুলি বার্ষিক প্রিমিয়াম পেমেন্ট মোডকে প্রাধান্য দেয় কারণ এই মোডে প্রশাসনিক চার্জ এবং পলিসি-ধারকের পেমেন্টের ডিফল্টের ঝুঁকি কম থাকে মাসিক মোডের তুলনায়।বার্ষিক মোডের সুবিধা হলো কোম্পানীটি একটি এককালীন পরিমাণ পায় বিনিয়োগের জন্য যা মাসিক প্রিমিয়াম পেমেন্ট মোডে পাওয়া যায় না যেখানে বিনিয়োগের জন্য উপলব্ধ পরিমাণ কম হয় এবং ১২টি ছোট মাসিক কিস্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়।মাসিক মোডে প্রিমিয়াম পরিশোধে ডিফল্টের ঝুঁকি বেশি।

কিছু কোম্পানী বার্ষিক প্রিমিয়াম পেমেন্টকে প্রাধান্য দেয়। সেজন্য কোম্পানীগুলি বার্ষিক প্রিমিয়াম পেমেন্ট মোডে একটি ছাড় প্রদান করে কারণ এটি পলিসি বছরের শুরুতে এককালীন পরিমাণে প্রাপ্ত হয়।

বার্ষিক প্রিমিয়াম পেমেন্ট মোডকে কেন প্রাধান্য দেওয়া হয়, তার কারণসমূহ:		
	বার্ষিক প্রিমিয়ামের পেমেন্ট মোড	**মাসিক প্রিমিয়ামের পেমেন্ট মোড**
প্রশাসনিক খরচ	অর্থাৎ বার্ষিকভাবে প্রশাসনিক খরচ কম হবার কারণ প্রিমিয়ামের পেমেন্ট বছরে একবারই করা হয়	প্রশাসনিক খরচ বেশি হয়, তার কারণ প্রিমিয়াম পেমেন্টের জন্য মাসিক ভাবে পেমেন্টের বিজ্ঞপ্তি বা স্মরণিকা নোটিস এবং রসিদ জারি করতে হয়।
প্রিমিয়াম পরিশোধে ব্যর্থতার ঝুঁকি	যতক্ষণ না পরবর্তী বার্ষিক প্রিমিয়াম পেমেন্টের সময় আসে, ততক্ষণ কোম্পানীটি বার্ষিক পেমেন্ট পাওয়ার এক বছর পর্যন্ত কোন প্রকার ডিফল্টের থেকে রক্ষা পায়।	মাসিক প্রিমিয়াম পেমেন্টে ব্যর্থতার ঝুঁকি বেশি থাকে, কারণ প্রতি মাসে কোম্পানীকে পেমেন্টের প্রাপ্তির নজর রাখতে হয় যা খরচ বাড়িয়ে দেয় কোম্পানীর।
বিনিয়োগের উপর আয়	কোম্পানী এককালীন বিনিয়োগে ভালো আয় অর্জন করতে পারে।	এই ক্ষেত্রে উপার্জন কম হবে কারণ বিনিয়োগের জন্য উপলব্ধ প্রিমিয়াম কম।

৩. প্রিমিয়াম হিসাবের সময় যে বিষয়গুলি বিবেচনা করা

প্রিমিয়ামের হিসেব :

প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য বীমা প্রিমিয়াম ভিন্ন হয় এবং এটি বিভিন্ন কারণে নির্ভর করে। এই কারণগুলির কয়েকটি হল :

a. **বীমাকৃত ব্যক্তির বয়স :** যদি ব্যক্তির বয়স বেশি হয়, তাহলে প্রিমিয়ামও বেশি হবে, তার জীবনের ঝুঁকির খরচ কভার করার জন্য।

b. **স্বাস্থ্য অবস্থা :** যে ব্যক্তি কোনো রোগে ভুগছেন তার থেকে একটি সুস্থ ব্যক্তির তুলনায় বেশি প্রিমিয়াম নেওয়া হতে পারে, চিকিৎসাগত সমস্যা ইত্যাদির প্রকৃতির উপর নির্ভর করে।

c. **বীমার পরিমাণ :** প্রিমিয়ামগুলি বীমা পলিসির নির্ধারিত পরিমাণের উপর নির্ভরশীল। নির্ধারিত পরিমাণ যত বেশি হবে প্রিমিয়াম তত বেশি হবে।

d. **বীমা পরিকল্পনার ধরণগুলি :** প্রিমিয়াম বীমা পরিকল্পনার ধরনের উপর নির্ভর করে। বীমা কোম্পানী 'প্রফিট সহ (বোনাস)' বীমা পরিকল্পনায় 'প্রফিট ছাড়া (বোনাস)' বীমা পরিকল্পনার তুলনায় বেশি প্রিমিয়াম নিয়ে থাকে।

e. **মৃত্যু সারণী :** মৃত্যুর টেবিলগুলিতে বিভিন্ন কারণে ঝুঁকি নির্ধারণ করে যার ভিত্তিতে বীমা বিশ্লেষকরা প্রিমিয়াম নির্ধারণ করে থাকেন।

f. **সুদের পরিমাণ :** যে সুদের হারে কোম্পানী নির্ধারিত সুবিধা প্রদান করবে, তা প্রিমিয়াম বাড়াতে বা কমাতে পারে।

চিত্র-৪: প্রিমিয়াম হিসাবের জন্য বিবেচিত কারণসমূহ:

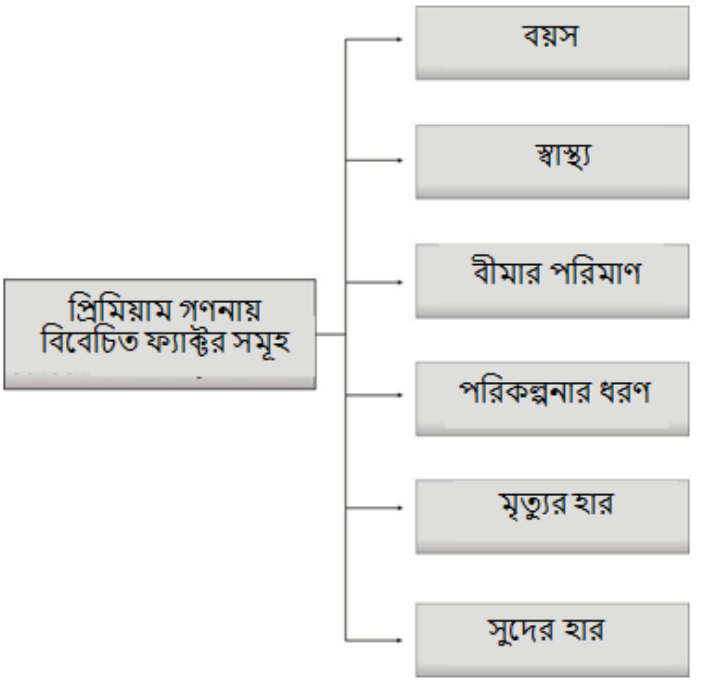

উদাহরণ:

আপনি যদি মনে করতে পারেন যে আমরা অধ্যায়ের শুরুতে আলোচনা করেছিলাম মিঃ নিশান্ত নিজের এবং তার বন্ধুর প্রিমিয়ামের মধ্যে পার্থক্য নিয়ে চিন্তিত ছিলেন।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে প্রিমিয়ামের পার্থক্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল যে পলিসি কেনার বয়স। মিঃ নিশান্তের বন্ধু পলিসিটি ২৩ বছর বয়সে নিয়েছিলেন। তাই জন্য তার প্রিমিয়াম মিঃ নিশান্তের তুলনায় কম ছিল যদিও একই বীমাকৃত রাশির জন্য। মিঃ নিশান্তের বন্ধুর তুলনায় তিনি ৩২ বছর বয়সে পলিসিটি নিয়েছিলেন বলে তাকে বেশি প্রিমিয়াম দিতে হয়েছে

ঝুঁকি শুরু হওয়ার সময় বয়স ছাড়াও অন্যান্য যে বিষয়গুলি প্রিমিয়ামকে প্রভাবিত করতে পারে সেগুলি হল তার শারীরিক স্বাস্থ্য, তার কর্মক্ষেত্র ইত্যাদি।

প্রিমিয়াম গণনার পদক্ষেপগুলি:

পদক্ষেপগুলি :	**উদাহরণ :**
১. প্রয়োজনীয় বীমার পরিকল্পনা এবং পরিকল্পনার মেয়াদ অনুসারে একটি নির্দিষ্ট বয়সের জন্য অফিস সংক্রান্ত প্রিমিয়াম নির্ধারণ করা। উল্লেখিত বয়সের মধ্যে যে কোনো একটি হতে পারে : ➢ পরবর্তী জন্মদিনে বয়স; ➢ পূর্ববর্তী জন্মদিনে বয়স;	এবিসি বীমা কোম্পানীর নির্ধারিত প্রিমিয়াম নির্দিষ্ট বয়স (পরবর্তী জন্মদিনের বয়স) অনুযায়ী একটি মেয়াদী বীমা পরিকল্পনার জন্য প্রতি হাজারে বীমা পরিমাণের জন্য ৩২.৫০ টাকা দিয়ে থাকেন।

➢ নিকটবর্তী জন্মদিনে বয়স। প্রতি হাজারে বীমা পরিমাণের জন্য উল্লেখিত প্রিমিয়াম	
২. যদি বীমাকারী নিশ্চিত পরিমাণে ছাড় প্রদান করে তাহলে সেগুলি থেকে নির্ধারিত প্রিমিয়াম থেকে কমিয়ে ফেলুন। এটি ছাড়ের সমন্বয় হিসাবে পরিচিত।	এবিসি বীমা কোম্পানি দ্বারা প্রতি হাজারে বীমার পরিমাণ (এস.এ.)-এর জন্য প্রদর্শীত নিম্নলিখিত ছাড়গুলি :
	২০০০০ টাকা থেকে ১ টাকা
	৪৯৯৯৯ টাকা:
	৫০০০০ টাকা থেকে ১.৫০ টাকা
	৯৯৯৯৯ টাকা :
	১ লাখ এবং ২ টাকা
	উপরিক্ত :
	পলিসি-হোল্ডারের জন্য বীমার পরিমাণ যদি
	৬০০০০ টাকা হলে তাহলে প্রিমিয়াম
	৩১ টাকা হবে, (যে,
	৩২.৫০-১.৫০ টাকা)
৩. যদি বীমা কোম্পানি প্রিমিয়াম পরিশোধের পদ্ধতির উপর ছাড় প্রদান করে, তাহলে সেই অনুযায়ী বাড়তি ছাড় দেওয়া হয়।	কোম্পানি বার্ষিক প্রিমিয়াম পরিশোধের পদ্ধতির উপর ১.৫% ছাড় প্রদান করে। পলিসি-হোল্ডার বার্ষিক প্রিমিয়াম পরিশোধের পদ্ধতি নির্বাচিত করেছেন তাতে প্রিমিয়াম কাটা হবে ৩০.৫৪ টাকা, অর্থাৎ ৩১ টাকা - (৩১ × (১.৫ ÷ ১০০))।
৪. অতিরিক্ত প্রিমিয়াম যোগ করা ।	কোম্পানী দ্বারা ধার্য করা অতিরিক্ত খরচগুলি নিম্নলিখিত : লাভ ২ টাকা, প্রদানযোগ্য প্রতি হাজারে প্রশাসনিক প্রতি হাজারে ১ টাকা খরচ ৩ টাকা অতিরিক্ত যোগ করতে মোট প্রিমিয়াম হবে ৩৩.৫৪ টাকা।
৫. বীমাকৃত অর্থের সাথে পরিমাণকে গুণ করা।	বীমার পরিমাণ ৬০০০০ টাকা এবং প্রতি ১০০০ টাকা বীমার পরিমাণের (এস.এ.) জন্য প্রিমিয়াম ৩৩.৫৪ টাকা। প্রিমিয়াম হবে ৩৩.৫৪ × ৬০ = ২০১২.৪

<table>
<tr><td></td><td>টাকা</td></tr>
<tr><td>৬. যদি প্রিমিয়ামে চূড়ান্ত পরিমাণে পয়সা থাকে, তবে তারা:
➢ এড়িয়ে যেত;
➢ পরবর্তী উচ্চতর পূর্ণসংখ্যায় গুণ করা যেত;
➢ নিকটতম ৫০ পয়সাতে গুণ করা যেত।

উপরের নিয়মগুলির মধ্যে যে কোন একটি বীমা কোম্পানীগুলি মেনে চলে</td><td>বীমা কোম্পানী নিম্নলিখিত যে কোনো নিয়ম মেনে চলতে পারে :
<table><tr><th>নিয়ম</th><th>প্রিমিয়াম হবে</th></tr><tr><td>অগ্রাহ্য :</td><td>২০১২ টাকা</td></tr><tr><td>পরবর্তী বড় পূর্ণসংখ্যায় পরিবর্তিত করা হলে :</td><td>২০১৩ টাকা</td></tr><tr><td>নিকটবর্তী ৫০ পয়সাতে নিয়ে আসা যেতে পারে</td><td>২০১২.৫০ টাকা</td></tr></table></td></tr>
</table>

অতিরিক্ত তথ্য :

বীমা কোম্পানীগুলির প্রিমিয়ামের পরিমাণ নির্ধারণের পদ্ধতির উপর তাদের পছন্দের স্বাধীনতা আছে তা মনে রাখতে হবে। বীমা পরিমাণের ছাড়ের সংশোধনের পরে উপরিউক্ত গণনায়, পেমেন্ট মোডে জন্য ছাড়ের সংশোধন করা হয়েছে। বীমা কোম্পানীগুলির পছন্দ করে প্রথমে পেমেন্টের মোডের জন্য ছাড় বাদ দেওয়া এবং পরে বীমা পরিমাণের জন্য ছাড় বাদ দেওয়া।

উপরের উদাহরণে :

অফিস সংক্রান্ত প্রিমিয়াম	৩২.৫০ টাকা
পেমেন্টের পদ্ধতির উপর ছাড়	বার্ষিক প্রিমিয়াম পরিশোধের উপর ১.৫% ছাড়
বীমার পরিমাণ বাদ দিয়ে প্রিমিয়াম	৩২.৫০ - (৩২.৫০ × (১.৫ ÷ ১০০)) = ৩২.০১২৫
বীমা পরিমাণের উপর ছাড়	১.৫০ টাকা
বীমার পরিমাণে সংশোধনের পর প্রিমিয়াম	৩২.০১২৫ - ১.৫০ = ৩০.৫১২৫
প্রিমিয়ামের পরিমাণ	১৮৩১ টাকা

উপরের হিসেবটি বার্ষিক প্রিমিয়ামের পেমেন্ট মোডের জন্য করা হয়েছে। যদি নির্ধারিত প্রিমিয়ামের পেমেন্ট অপশনটি অর্ধবার্ষিক, ত্রৈমাসিক, বা মাসিক হয় তবে প্রিমিয়ামের পরিমাণ আলাদা হবে, কারণ বার্ষিক পেমেন্টের জন্য প্রদত্ত ছাড় বেশি থাকে; এবং অর্ধবার্ষিক, তিনমাসিক, বা মাসিক মোডে ছাড় কম থাকে; যার ফলে প্রিমিয়াম বৃদ্ধি পায়।

নিজে মূল্যায়ন করুন 3

বীমা কোম্পানী যে প্রিমিয়াম ধার্য করে তা উপর নির্ভর করে --

A. ব্যক্তির বয়স

B. বীমা পরিকল্পনার ধরণ

C. বোনাসে অংশগ্রহণ

D. উপরের সবগুলি

4. বোনাসের ধারণা সম্পর্কে বোঝা

বোনাস:

অংশগ্রহণকারী বা সুবিধাপ্রাপ্ত পলিসি-হোল্ডাররা মূল্যায়ন-উত্তর বন্টন বোনাস ঘোষণার মাধ্যমে করে থাকে

বোনাস হল বীমা পরিমাণের অতিরিক্ত সুবিধা যা "মুনাফা সহ" বা "অংশগ্রহণকারী" পলিসি-হোল্ডারদের মধ্যে বিতরণ করা হয়ে থাকে। শুধুমাত্র "মুনাফা সহ" পলিসি ধারণকারী পলিসি-হোল্ডাররা বোনাসের একটি অংশ পাওয়ার অধিকারী।

বোনাসের প্রকারভেদ:

সহজ প্রত্যাবর্তন বোনাস: এই পদ্ধতিতে বোনাস সাধারণত পলিসির মৌলিক বীমা পরিমাণের শতকরা হার হিসেবে নির্দেশিত হয় এবং বীমার পরিমাণ যোগ করা হয়। বোনাসের এই ধরনের যোগ করা প্রক্রিয়াকে ভেস্টিং বলা হয়। সহজ প্রত্যাবর্তন বোনাস হিসাব করা হয় নিম্নরূপে:

বীমার পরিমাণ	৬০০০০ টাকা
ঘোষিত-বোনাস	৩০০০ টাকা, (@ প্রতি হাজারে ৫০/- টাকা; অথবা বীমার পরিমাণের ৫%)
পলিসি-ধারককে মোট পরিমাণ যা প্রদান করা হবে তা হবে... (বীমার পরিমাণ + বোনাস)	৬৩০০০ টাকা

সহজ প্রত্যাবর্তন বোনাস সাধারণত প্রতি বছর ঘোষণা করা হয় এবং পলিসির সাথে যুক্ত থাকে, তবে এটি পলিসির পূর্ণতার সময় বা জীবিত ব্যক্তির মৃত্যুর আগে প্রদান করা হয়। একবার ঘোষণা করা হলে এটি প্রত্যাহার করা যায় না এবং পূর্ণতা বা মৃত্যুর সময় তা প্রদানযোগ্য। যদি পরবর্তী বছরের বোনাস ৬% (প্রতি হাজার টাকায় ৬০ টাকা) হয়, তাহলে ঐ বছরের বোনাস হবে ৩৬০০ টাকা উপরের উদাহরণের মতো। এটি বীমার পরিমাণ যোগ করা হবে, এবং বছরের শেষে মোট বীমার পরিমাণ হবে ৬৬৬০০ টাকা (মূল বীমার পরিমাণ: ৬০০০০ টাকা + প্রথম বছরের বোনাস: ৩০০০ টাকা + দ্বিতীয় বছরের বোনাস: ৩,৬০০ টাকা)।

- **যৌগিক প্রত্যাবর্তন বোনাস:** এই পদ্ধতিতে, বোনাস চক্রবৃদ্ধি সুদের ভিত্তিতে গণনা করা হয়। যৌগিক প্রত্যাবর্তন বোনাস বিদ্যমান বীমার পরিমাণ (এস.এ.)-এ যোগ করা হয় যার মধ্যে প্রাপ্ত বোনাসগুলিও অন্তর্ভুক্ত থাকে। (উপরের উদাহরণে, যদি পরবর্তী বছরে ৫% যৌগিক প্রত্যাবর্তন বোনাস ঘোষণা করা হয় তবে পরবর্তী বীমার পরিমাণ (এস.এ.) হবে ৬৬১৫০ টাকা; (৬৩০০০ টাকা + (৬৩০০০ টাকা × (৫ ÷ ১০০)))

- **টার্মিনাল বোনাস :** এটি একটি এককালীন বোনাস, যা দীর্ঘমেয়াদী পলিসির জন্য প্রদান করা হয় যা পূর্ণতা বা জীবিত ব্যক্তির মৃত্যুর সময় পলিসিটি নির্দিষ্ট সময়কাল ধরে চালু থাকে। প্রদত্ত বোনাসের পরিমাণ বীমা কোম্পানীর লাভের উপর নির্ভর করে। টার্মিনাল বোনাস হল সেই পরিমাণ অর্থ, যা পলিসির পূর্ণতার সময় পলিসিতে যোগ করা হয়। টার্মিনাল বোনাস পলিসিতে অন্তর্ভুক্ত হয় যখন শুধুমাত্র পলিসিটি তার যোগ্যতা অর্জনকারী সময়ে পৌঁছায়, যেগুলি এক বীমা কোম্পানী থেকে অন্য বীমা কোম্পানীতে ভিন্ন হতে পারে। এটি একটি উৎসাহ হিসেবে কাজ করে যা পলিসি-ধারককে তাদের পলিসি চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করে।

অস্থায়ী বোনাস:

অস্থায়ী বোনাস সেই পলিসিগুলিতে প্রদান করা হয় যেখানে চূড়ান্ত পরিশোধ ২ টি মূল্যায়ন তারিখের মধ্যে প্রযোজ্য। প্রতি বছর ৩১শে মার্চ তারিখে বোনাসের মূল্যায়ন ঘোষণা করা হয়। শুধুমাত্র সেই পলিসিগুলি যেগুলি ৩১শে মার্চ পর্যন্ত কার্যকর ছিল সেগুলি বোনাস প্রদান করার জন্য অন্তর্ভুক্ত করা হবে। ৩১শে মার্চের পরে শুরু হওয়া পলিসিগুলি পরবর্তী মূল্যায়ন তারিখ এই সুবিধার অধিকারী হবে না। অতএব, ২ টি মূল্যায়নের মধ্যে সম্পন্ন হওয়া পলিসিগুলির জন্য অস্থায়ী বোনাস ঘোষণা করা হয় যাতে পলিসি-ধারকদের পেমেন্ট করা যায়।

নিজে মূল্যায়ন করুন 4

যে ধরনের বোনাস ২ টি মূল্যায়ন তারিখের মধ্যে দাবীর জন্য প্রযোজ্য সেই পলিসিগুলিতে প্রদান করা হয়,সেটি কী?

A. টার্মিনাল বোনাস

B. **অস্থায়ী বোনাস**

C. সহজ প্রত্যাবর্তন বোনাস

D. যৌগিক প্রত্যাবর্তন বোনাস

সারাংশ

- প্রিমিয়াম বলতে সেই নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বোঝানো হয় যা বীমাকৃত ব্যক্তি বীমা কোম্পানীকে নির্দিষ্ট সময়ে পলিসির শর্তাবলী অনুযায়ী প্রদান করতে হয়।
- প্রিমিয়াম পেমেন্টের অবহেলা পলিসিকে অকার্যকর করে দিতে পারে।
- মৃত্যু টেবিলে প্রতিটি বয়স এবং লিঙ্গের জন্য মৃত্যুর হার অন্তর্ভুক্ত করা থাকে, যা প্রিমিয়াম

হিসাব করতে ব্যবহার করা হয়।

- মৃত্যুর হার হলো সেই সম্ভাবনা যে একজন ব্যক্তি তার পরবর্তী জন্মদিনের আগে মারা যাবে।
- বীমা বিশ্লেষকরা পেশাদার ব্যক্তি যারা ঝুঁকি এবং অনিশ্চয়তার পরিমাপ এবং ব্যবস্থাপনা করে থাকেন। তারা বিভিন্ন গাণিতিক, পরিসংখ্যানিক এবং আর্থিক মডেল ব্যবহার করে ঝুঁকির ঘটনা এবং তাদের প্রভাব বিশ্লেষণ করেন; পাশাপাশি আরও অনেক অন্যান্য কার্যাবলীও পরিচালনা করেন।
- লোডিং হল প্রিমিয়ামের একটি অংশ যা বীমা কোম্পানির ব্যবসার পরিচালনার জন্য ব্যয় করা বিভিন্ন খরচ অন্তর্ভুক্ত করে।
- সম প্রিমিয়ামে পুরো পলিসির মেয়াদ জুড়ে প্রিমিয়াম স্থির থাকে।
- বীমা কোম্পানীগুলি যে প্রিমিয়াম চার্জ করে তা প্রতিটি ব্যক্তির জন্য আলাদা হয়, এবং প্রিমিয়াম গণনা বিভিন্ন কারণের উপর নির্ভর করে: ব্যক্তির বয়স, তার চিকিৎসা অবস্থা, বীমার পরিমাণ, মৃত্যুর হার, বীমার পরিকল্পনার প্রকার, এবং আরও অনেক কারণ, যা ব্যক্তি বিশেষে আলাদা হতে পারে যেমন তার পরিবারিক ইতিহাস, সামাজিক অভ্যাস, পেশা ইত্যাদি।
- বোনাস হল বীমার পরিমাণের অতিরিক্ত লাভ যা লাভ সহযোগে' বা 'অংশগ্রহণকারী' পলিসি-ধারকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।
- অস্থায়ী বোনাস সেই পলিসিগুলির জন্য প্রদানযোগ্য যেখানে ২ টি মূল্যায়ন তারিখের মধ্যে চূড়ান্ত পরিশোধযোগ্য হয়।